ভাগ্যের বলি

[লীলা-কঙ্ক]

(ঐতিহাসিক নাটক)

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম-এ, বি-টি, প্রণীত।

রয়েল বীণাপাণি অপেরায় অভিনীত।

—নির্মল-সাহিত্য-মন্দির—
২৭এ, তারক চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা।
শ্রীনির্মলচন্দ্র শীল কর্তৃক
প্রকাশিত।

—*—

সন ১৩৬৬ সাল।

প্রথম সংস্করণ।]   [মূল্য ২'৫০ টাকা।

শতাধিক সৌখীন ও পেশাদার নাট্যসম্প্রদায়ের অভিনয়শিক্ষক

শ্রীফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ সঙ্কলিত

অভিনয়-শিক্ষা

[সাহিত্যাচার্য্য শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুচিন্তিত ভূমিকা সম্বলিত]

কাব্যশাস্ত্র—নাট্যশাস্ত্র—নাট্যকার—নাট্যকলা—নাট্যসমাজ—রঙ্গালয়—রঙ্গমঞ্চ—দৃশ্যপট—অভিনয়—অভিনেতা—সহ-অভিনেতা—স্মারক—শিক্ষক—শিক্ষানবীশ—দর্শক—পৃষ্ঠপোষক—রসপ্রসঙ্গ—ভাবপ্রসঙ্গ—যাত্রাভিনয়—নাট্যসম্প্রদায়-গঠনপ্রণালী ইত্যাদি সম্ভারে পূর্ণ। অভিনয় শিখিতে ও শিখাইতে, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হইতে, অভিনয়-সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় শিক্ষা করিতে এমন পুস্তক আর হয় নাই। বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের বহু শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের ফটোচিত্রে পরিশোভিত, সুরম্য বোর্ড বাঁধাই। মূল্য ৩৲ টাকা।

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম-এ, বি-টি প্রণীত ঐতিহাসিক নাটক

বর্গী এল দেশে

[নব রঞ্জন অপেরায় অভিনীত]

যাদের বিভীষিকাময় নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বিখ্যাত ঘুমপাড়ানীর গান, সেই মারাঠী পঙ্গপাল বর্গীর লোমহর্ষণ অত্যাচার নাটকাকারে রূপায়িত! সদাশয় প্রজাপালক নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর মহত্ত্ব, মোহনলাল ও সিরাজউদ্দৌলার বীরত্ব, আফগান সেনানী মোস্তাফার চক্রান্ত কি সুন্দর ভাবে চিত্রিত হইয়াছে, দেখুন। তার উপর আছে কাকলীর গান আর বাঙ্গালী চাষীর ঘরের বুলবুল মেহের উন্নিসা। মূল্য ২.৫০ টাকা।

শ্রীআনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত নূতন ঐতিহাসিক নাটক

সম্রাট নাদিরশাহ্

[নিউ গণেশ অপেরার কোহিনূর]

দরিদ্র এক চাষার ছেলে হ'লো প্রজাপালক আদর্শবাদী সম্রাট। কেন? কি তার কারণ? কার সে প্ররোচনা—উত্তেজনা? আবার কেনই বা সেই মরমী দেশপ্রাণ সম্রাট পরিণত হ'লো এক অত্যাচারী নিষ্ঠুর নরঘাতক নৃশংস দস্যুতে? এই মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণে এবং মোগলসাম্রাজ্যের পতনের কারণ নির্দ্দেশেই এই নাটক। এর প্রতিটি চরিত্রের ক্রমপুষ্টি, সহজ সংলাপ অভিনেতা ও দর্শকের [illegible] মূল্য ২.৫০ টাকা।

ভূমিকা



ময়মনসিংহ-গীতিকার অন্তর্গত লীলা-কঙ্কের অশ্রুসিক্ত কাহিনী অবলম্বনে "ভাগ্যের বলি" নাটক রচিত। অন্য একখানা নাটকের সঙ্গে এই ভাগ্যের বলি আমাকে মাত্র একমাসের মধ্যে শেষ করিতে হইয়াছে। নাটকখানি অভিনয়ে রয়েল বীণাপাণি অপেরা যে অভূতপূর্ব্ব যশ অর্জ্জন করিয়াছেন, যাত্রার ইতিহাসে তাহা সুলভ নয়। এই নাটকে দুইটি বিপরীতধর্ম্মী রস পাশাপাশি স্থান পাইয়াছে—যেন অহি-নকুল জড়াজড়ি করিয়া শান্তিতে খেলা করিতেছে। আমার কোন নাটকে এমন অদ্ভুত রসসমন্বয় হয় নাই। আমি বারবার অভিনয় দেখিয়াছি, বারবারই মনে হইয়াছে,—হাস্যরস ও করুণরসের মিশ্রণে এমন বিস্ময়কর ব্যাপার কেমন করিয়া ঘটিল?

কবি কঙ্কের কাহিনী সত্য হইতে পারে, কিন্তু তাহার কবিতা কোথাও পাওয়া যায় না। তাঁহার জবানিতে যে সব গান সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহা আমারই রচনা; আমার কবিতাকে কেহ যেন কঙ্কের কবিতা বলিয়া ভুল না করেন। ইতি—

সৃষ্টিধর। আমি নেব! তা কি হয়?

গোপীনাথ। কেন, হবে না কেন? তোমার ভাত কত কাক-চিলে খাচ্ছে, আর এই বামুনের ছেলেটাকে দুটো ভাত দিতে পারবে না?

সৃষ্টিধর। তুই বড় বোকার মত কথা বলিস। বামুনের ছেলেকে আমার ঘরে ঠাঁই দিতে পারি? বোঠানের না হয় ছেলেপুলে ছিল না, আমার ত আছে। কেন আমি বামুনের ছেলেকে ঘরে নেব?

গোপীনাথ। বামুনের আর কি আছে ওর ভেতর? নিয়ে নাও না; তুমি দেখে নিও, ছোঁড়া একটা জোয়ান মুনীশ হবে।

সৃষ্টিধর। তুই নে না।

গোপীনাথ। আমি নিই, আর সঙ্গে সঙ্গে আমার বউটা মরুক। সেটি হচ্ছে না দাদা। ছ কুড়ি টাকা দিয়ে বউ এনেছি; অপয়াকে ঘরে নিয়ে বউ খোয়াব, তেমন বোকা আমি নই। ও ব্যাটার ছোঁয়ায় বিষ, কথায় বিষ, ছায়ায় পর্যন্ত বিষ।

সৃষ্টিধর। তোর কথাবাত্রা ভাল নয় গুপীনাথ! মানুষ আবার অপয়া হয়?

গোপীনাথ। না হয়, তুমি নিয়েই যাও না। আমিও নিতে পারতুম, কিন্তু তোমার ভাইপোকে আমি নিয়ে গেলে তোমার অপমান হয় না?

সৃষ্টিধর। কিচ্ছু অপমান হবে না। আমি বরং কিছু দিয়ে থুয়ে দিচ্ছি, তুই নিয়ে নে।

গোপীনাথ। ক্ষেপেছ? ওই আসছে কঙ্ক। আমি তা-লে ওকে বলি যে আজ থেকে তুমি ওর বাপ। আমি একটু সরে দাঁড়াই, ছায়াটা আবার গায়ে না লাগে।

সৃষ্টিধর। তুই বড় হয়ে ত।

গীতকণ্ঠে কঙ্কের প্রবেশ

কঙ্ক।—

গীত

ওমা, পিছনে ফিরিয়া চেয়ো না।
আমার দুঃখবেদনা স্মরিয়া তুমি আর ব্যথা পেয়ো না।
শুধুই হারানো বিধিলিপি মোর সারাটি জীবন ভরে,
শুধুই কাঁদিতে সংসারে আসা, জীবনে রহিনু মরে,
পরশে না জানি কত বিষ ছিল,
আকাশের রবি চন্দ্র নিভিল,
দূরে চলে যা মা, অভাগার লাগি ভাবনার বিষ খেয়ো না।

গোপীনাথ। আর কাঁদিসনে কঙ্ক। এই বয়সে দু জোড়া বাপ-মা খেয়েছিস, আর এক জোড়া খেগে যা। ছিষ্টিধর দাদা তোকে ঘরে নিয়ে যাবে।

সৃষ্টিধর। কে বলেছে তোকে?

গোপীনাথ। এবার থেকে ওকেই বাবা বলে ডাকিস, আর ওর বউকে বলিস "মা"।

সৃষ্টিধর। কখখনো না।

গোপীনাথ। ওরা যখন টেঁসে যাবে, তখন আবার এসে তোকে দেখে যাব।

সৃষ্টিধর। এই গুপি, ভাল হবে না। আমি কাউকে ঠাঁই দিতে পারব না।

গোপীনাথ। সৃষ্টিধরদার মুখটাই ওই রকম। মন যত চাইবে, মুখে তত "না—না" করবে। যা বাবা, যা। যে কটা দিন ওরা

টিকে যায়, বেশ করে খেয়ে নিগে। একটু সর দেখি মানিক, আমি যাই। বল হরি—হরি বোল।

[প্রস্থান

সৃষ্টিধর। দেখলে? কাণ্ডটা দেখলে। আমার ঘাড়ে গছিয়ে দিয়ে পিঠটান দিলে!

কঙ্ক। কাকা,—

সৃষ্টিধর। চুপ কর—চুপ কর! 'কাকা'? কে তোর কাকা রে শূয়ার?

কঙ্ক। বরাবর ত তোমায় কাকা বলে আসছি।

সৃষ্টিধর। সে যখন বলেছিস, তখন বলেছিস। তখন তোর বাপ-মা বেঁচেছিল। আজ খবরদার কাকা ফাকা বললে ভাল হবে না। আজ তুই কাকা বলবি, আর কালই যম এসে আমার গলাটা টিপে ধরবে।

কঙ্ক। তবে তোমায় কি বলে ডাকব?

সৃষ্টিধর। ডাকতে হবে না; একটু সরে দাঁড়া, আমি এখন ঘরে যাই।

কঙ্ক। আমি এখন কোথায় যাব?

সৃষ্টিধর। যমের বাড়ী যাবি।

কঙ্ক। সে কোথায়? কোন পথে যেতে হয়, আমি ত চিনি না।

সৃষ্টিধর। ভয় কি? রাত হোক, বাঘ সিংহি এসে চিনিয়ে দেবে এখন। সর না, যাই।

কঙ্ক। আমায় ফেলে যেও না কাকা। বাবার ভাই তুমি, মা মরার সময় তোমার কাছেই আমায় যেতে বলে গেছে। আমাদের যা-কিছু আছে, সব তুমি নাও।

সৃষ্টিধর। সে তুই বললেও নেব, না বললেও নেব। তা বলে তোকে সঙ্গে নেব না।

কঙ্ক। মা বলেছে তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই।

সৃষ্টিধর। না থাকবে কেন? চাঁড়ালের ভাত ত সাত বছর খেয়েছিস, এবার তোর জাতভাইদের কাছে যা।

কঙ্ক। কারা আমার জাতভাই?

সৃষ্টিধর। ওই বামুন ব্যাটারা।

কঙ্ক। বামুন আমার জাতভাই! আমি তোমাদের ঘরের ছেলে নই?

সৃষ্টিধর। না রে বাপু, না। তোর বাপ ছিল গুণরাজ ঠাকুর, মা বসুমতী। বাপ-মা দুইই যখন খেয়ে ফেললি, তখন আমার বোঠান তোকে আদর করে ঘরে নিয়ে এল। আসলে তুই বামুন। যা না বামনাদের কাছে! খুব ত পৈতে নেড়ে বড় বড় কথা বলে। একটা অনাথ জাতভাইকে দুমুঠো ভাত দিতে পারবে না?

কঙ্ক। আমি যাব না তাদের কাছে। তোমাদের নুন খেয়েছি আমি, তোমরাই আমার জাতভাই। বামুন মা-বাপের নাম আমি কখনও মুখে আনব না কাকা। আমায় ফেলে যেও না; আমি মরে যাব।

সৃষ্টিধর। মরায় এখনও তোর ভয়? হতভাগা, দু-দুবার বাপ-মা খেলি, ইন্দিরপুরী ছারখার হয়ে গেল, তবু তুই বাঁচতে চাস? তা হবে না। মরতেই হবে তোকে। তোর ছায়া যে মাড়াবে, তার বংশে বাতি দিতে কেউ থাকবে না।

কঙ্ক। ওগো, সে দোষ আমার নয়। মায়ের অসুখের সময় কত আমি ঠাকুর-দেবতাকে ডেকেছি। কেউ শুনলে না।

সৃষ্টিধর। শুনবে না, শুনবে না। তুই যখন ঠাকুরকে ডেকেছিস, তখন ঠাকুর মুখে রক্ত উঠে মরে গেছে। ওই দেখ রাজেশ্বরী নদী উথাল-পাথাল কচ্ছে। মেঘ ডাকছে, সূয্যি নিভে গেছে। এগিয়ে যা, এগিয়ে যা,—ওই নদী বেয়ে যম আসছে তোর। হাঃ-হাঃ-হাঃ। [প্রস্থানোদ্যোগ]

কঙ্ক। কাকা! [পা জড়াইয়া ধরিল]

সৃষ্টিধর। "কাকা!" সাতপুরুষের কুটুম আমার। দূর—দূর অপয়া। [পদাঘাত]

গর্গের প্রবেশ

গর্গ। আ-হা-হা, মারছ কেন ছেলেটাকে? এতটুকু ছেলে তোমার মত লোকের লাথি কি সইতে পারে? তোমার ছেলে বুঝি?

সৃষ্টিধর। যা-তা বলো না ঠাকুর। ছেলে? কিসের ছেলে? এ ব্যাটা যার ছেলে হবে, তার দুটো দিনও বাঁচতে হবে না।

গর্গ। কেন বল ত? বেশ ত মায়াভরা সুন্দর মুখখানা! এমন মুখ যার, তাকে তোমার এত ভয়?

সৃষ্টিধর। ভয় কি সাধে করি? ছোঁড়া এ বয়েসে দু-জোড়া বাপ-মা খেয়েছে।

গর্গ। বাপ-মা খেয়েছে কি রকম?

সৃষ্টিধর। আরে সরে এস না ঠাকুর। জান ওর কীর্ত্তি? হারামজাদা বামুনের ছেলে। ভূঁয়ে পড়েই মাকে খেয়েছে। পাঁচ বছর পরে বাপটাও মরে গেল। আমার কৌশল্যা বোঠান আদর করে ব্যাটাকে ঘরে নিয়ে এল। আসতে আসতেই আগুন লেগে ঘর-দোর পুড়ে ছাই হয়ে গেল, গরুগুলো সব মরে গেল। গেল

আঘন মাসে দাদা মলো,—আজ তার বউটাকেও ওই ছাই করে এলুম।

গর্গ। তাতে ওর কি দোষ? যে যার কর্মফলে শাস্তি ভোগ করে, অপরের কোন অপরাধ নেই।

কঙ্ক। আমায় বিশ্বাস কর কাকা। বাবা-মাকে আমি মারিনি। আমি ঠাকুর-দেবতাকে অনেক ডেকেছিলুম, কেউ আমার কথা শুনলে না।

গর্গ। শুনেছে বাবা, শুনেছে। তাঁরা কি না শুনে পারেন?

কঙ্ক। তবে মা কেন মরে গেল?

গর্গ। কাল পূর্ণ হলে সবাইকেই মরতে হয় বাবা; জগতের মঙ্গলের জন্যই বিধাতার এ বিধান। কেঁদো না বাবা,—চোখ মেলে চেয়ে দেখ, পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ মায়ের অধিষ্ঠান। তাদেরি মধ্যে তোমার মা মিশে আছেন। তাদের অন্তর দিয়ে অনুভব করতে শেখো, মায়ের অভাব আর থাকবে না। ঝড় আসছে বাপু, এখানে আর দাঁড়িও না; ছেলেটিকে নিয়ে ঘরে যাও।

সৃষ্টিধর। ক্ষেপেছ? ওই অপয়া ছেলেকে ঘরে নেব আমি? তেমন লোক সৃষ্টিধর নয়।

গর্গ। মানুষ কি কখনও অপয়া হয় পাগল?

সৃষ্টিধর। না হয়, তুমিই ওকে নিয়ে যাও না ঠাকুর। খেলেই বা সাত বছর চণ্ডালের ভাত, আসলে বামুনের ছেলে ত বটে।

গর্গ। ব্রাহ্মণ-চণ্ডালে শুধু আচারের প্রভেদ, নইলে তুমিও যা, আমিও তাই। তোমার ধমনীর রক্ত আমারই মত লাল। আঘাত পেলে তোমাদের মত আমারও চোখে জল ঝরে, আনন্দে তোমাদের মত আমারও মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়। সেজন্য নয় সৃষ্টিধর, সে-

জন্য নয়। কিন্তু আমার ঘরে কে করবে এই মাতৃহীন বালকের সেবা? কে দেবে তাকে স্নেহের প্রলেপ? গৃহিণী চিররুগ্না, তারই বরং সেবার প্রয়োজন।

সৃষ্টিধর। কিচ্ছু ভাবতে হবে না দেবতা। এই ছোঁড়াকে ঘরে নিয়ে গেলে মা-ঠাকরুণ দশ দিনের মধ্যে আরাম হয়ে যাবে। গরু ফরু থাকলে বরং বেচে দিও, যা পাওয়া যায়। ছেলে-মেয়ে নেই ত?

গর্গ। আছে একটি পাঁচ বছরের মেয়ে।

সৃষ্টিধর। তেনার আশা আর না করাই ভাল। তা হোক, বামুন কায়েতের মেয়ে—ও থাকার চেয়ে না থাকাই বরং ভাল। দেবতার নামটি হচ্ছেন কি?

গর্গ। আমার নাম গর্গ শর্মা।

সৃষ্টিধর। গর্গ ঠাকুর! রাজবাড়ীর পণ্ডিত। পেন্নাম হই দেবতা। ওরে, ও কঙ্ক, যা ব্যাটা, তোর ভালই হলো, পণ্ডিতের ভাত খেয়ে তুইও পণ্ডিত হবি। বল হরি, হরিবোল। [প্রস্থানোদ্যোগ]

কঙ্ক। কাকা,—

সৃষ্টিধর। দুত্তোর কাকার নিকুচি করেছে।

[ঠেলিয়া গর্গের পায়ে ফেলিয়া দিয়া প্রস্থান

কঙ্ক। চলে গেল, চলে গেল—

গর্গ। যাক, ভয় কি তোমার? তুমি আমার ঘরে চল। যত দিন আমার ঘরে চাল থাকবে, ততদিন আর তোমায় আশ্রয় খুঁজতে হবে না।

কঙ্ক। না না, আমি কারও কাছে যাব না। কাকা বলেছে আমি যার কাছে যাব, সেই মরে যাবে। আর আমি কাউকে মারব না, ওই নদীর জলে আমি ডুবে মরব। [প্রস্থানোদ্যোগ]

গর্গ। মরবে কেন পাগল? তুমি বাঁচবে, নিয়তির মাথায় পা তুলে দিয়ে তুমি বেঁচে থাকবে। আমি সারাজীবন সাধনার ফলে যা-কিছু পেয়েছি, সব তোমাকে দিয়ে যাব। আসুক দুর্ভাগ্যের সহস্র প্লাবন, বহুক রুদ্র তাণ্ডবে প্রকৃতির নিষ্ঠুর প্রভঞ্জন, গর্জে উঠুক আকাশের অষ্টবজ্র। আমি সবার সব প্রতিকূলতা পদাঘাতে চূর্ণ করব। বিশ্বামিত্র ত্রিশঙ্কুর জন্য সপ্তর্ষিমণ্ডল সৃজন করেছিলেন, আমিও তোর জন্য দেবসমাজের বাইরে একটা নূতন স্বর্গ তৈরী করব।

কঙ্ক। বাবা!

গর্গ। আঃ, কত মধুর! কাছে আয় যাদু, কাছে আয়। এক বছর আগে তোরই মত একটা গোলাপকে চিতায় ছাই করে দিয়েছি। জানিস? তার মা সেই যে শয্যা নিয়েছে, আর উঠলো না। কোলের মেয়েটা কেঁদে কেঁদে মাটিতে ঘুমিয়ে পড়ে, কেউ দেখবার নেই। চল্ বাবা, চল্, তোর মার বুকটায় হাত বুলিয়ে দিবি চল্। [হাত ধরিয়া অগ্রসর হইলেন]

দুর্লভ রায়ের প্রবেশ

দুর্লভ। দাঁড়াও, এসব কি শুনছি গর্গ? সত্যি সত্যি তুমি এই চণ্ডালের ছেলেটাকে ঘরে নিয়ে যাচ্ছ?

গর্গ। চণ্ডালের ছেলে ও নয় দাদা; ওর পিতা গুণরাজ তোমার আমার মত ব্রাহ্মণ ছিল।

দুর্লভ। হলোই বা ওর পিতা ব্রাহ্মণ। সাত বছর ও চণ্ডালের ভাত খেয়েছে।

গর্গ। বামুনরা ভাত দেয়নি বলে।

দুর্লভ। ওর ভেতর বামুনের আছে কি?

গর্গ। সবই আছে ভাই, কিছুই যায়নি; দু-চার দিনের জন্ম মাটি চাপা পড়েছে। আমি ঘসে মেজে আবার ওকে উজ্জ্বল করে তুলব। তুমি সর দাদা, ছেলেটা ভয়ে কাঠ হয়ে গেছে। প্রণাম কর কঙ্ক। ভয় কি তোমার? ইনি রাজার দেওয়ান, আমার জ্ঞাতি-ভাই।

কঙ্ক। প্রণাম নিন জ্যাঠামশাই।

দুর্লভ। সরে যা অজাত। জ্যাঠামশাই! চাঁড়ালের ছেলে আত্মীয়তা দেখাতে এসেছ আমার সঙ্গে!

গর্গ। আর দেখাবে না দাদা, তুমি নিশ্চিন্ত হও।

দুর্লভ। তুমি এ ছেলেটাকে ত্যাগ কর গর্গ।

গর্গ। তুমি একে গ্রহণ করলে আমি ত্যাগ করতে পারি।

দুর্লভ। আমি গ্রহণ করব? বলতে তোমার লজ্জা করে না?

গর্গ। লজ্জা আমার নেই দাদা।

দুর্লভ। তোমার জন্ম আমার যে লজ্জায় একেবারে মাথা নুয়ে পড়ছে।

গর্গ। মাথাটা উঁচু করে রাখ। রাজার দেওয়ান তুমি, তোমার মাথা কি নত হলে চলে?

কঙ্ক। বাবা, আপনি চলে যান। আমার যা হয় হবে, আমার জন্ম আপনাকে আর দুঃখ দেব না। সবাই বলে আমার দেহে আগুন আছে।

গর্গ। আগুনে আমি জল ঢেলে দেব।

কঙ্ক। আমাকে যে নেবে সেই মরবে।

গর্গ। যে নেবে না, সেই কি অমর হবে?

দুর্লভ। গর্গ!

গর্গ। যাও দাদা। গর্গ শর্মাকে চোখরাঙিয়ে কেউ দমাতে পারেনি, আজও পারবে না।' আমি জাত মানি, তাবলে তার গোঁড়ামি মানি না। সাত বছর আগে এ শিশু যখন পিতামাতাকে হারিয়ে নিরাশ্রয় হয়েছিল, আমি ছিলুম তখন কাশীধামে। তোমরা ত ছিলে, তখন ত তোমরা ওর জাতরক্ষা করতে আসনি, দাওনি ত ওর মুখে এক মুষ্টি অন্ন। যাকে সোহাগ করতে পারনি, তাকে শাসন করতেও এস না।

দুর্লভ। বক্তৃতা রাখ। কথা শুনবে না তুমি?

গর্গ। না। এই বালককে আমি পুত্র বলে গ্রহণ করলুম। আগামী মাসের প্রথম শুভদিনে আমি ওর উপনয়ন দেব। তোমার নিমন্ত্রণ রইল।

দুর্লভ। তোমার নিমন্ত্রণে আমি পদাঘাত করি। আমরা তোমাকে একঘরে করব। তোমার মেয়ে বড় হবে না? বিয়ে দিতে হবে না তার?

গর্গ। মেয়ের বিয়ে যখন দিতে হবে, তখন আমি আর থাকব না, তার ভাই বিয়ের ব্যবস্থা করবে।

দুর্লভ। তুমি মরবে না? মরলে তখন দেখব কে তোমায় পোড়ায়।

গর্গ। পুড়িও না তোমরা। কঙ্ক আমার মুখে আগুন দেবে। পারবি না বাবা?

কঙ্ক। বাবা! মরার কথা শুনলে আমার বড় ভয় হয়। ওকথা আর বলবেন না।

দুর্লভ। বোধহয় ভুলে যাওনি গর্গ, আমিই তোমায় রাজার সভাপণ্ডিত করে দিয়েছি। আমারই জন্য তুমি মাসে মাসে মোটা

বৃত্তি পাও। আমি তোমার বৃত্তি বন্ধ করাব, তবে আমার নাম দুর্লভ রায়। দেখি—তুমি এবার কি খেয়ে জীবনধারণ কর।

গর্গ। ব্রাহ্মণের ভিক্ষার ঝুলি আছে, বাগানে শাকসব্জী আছে, পুকুরে জলের অভাব নেই! তাও যদি না জোটে, দলাদলা মাটি খাব, তবু কর্তব্য বলে যা বুঝেছি, প্রাণান্তেও তা ত্যাগ করব না।

[কঙ্ককে কোলে করিয়া প্রস্থান

দুর্লভ। এত দর্প! আচ্ছা, আমিও দেওয়ান দুর্লভ রায়।

[প্রস্থান

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বিপ্রপুর-রাজপ্রাসাদ

বিচিত্রবল্লভের প্রবেশ

বিচিত্র। তাইত, দেখতে দেখতে দশ বছর কেটে গেল, পিতা ত এখনও ফিরে এলেন না। দেশে কি এত তীর্থ আছে, যা দেখতে দশ বছর লাগে? রাজ্যটা কি শেষ পর্যন্ত আমার মাথায় চাপলো নাকি? এ ত ভাল কথা নয়। আমি এসব পারব না বলে দিচ্ছি। এই, কে আছিস?

বন্দিনীগণের প্রবেশ

১মা বন্দিনী। আমরা আছি যুবরাজ।

বিচিত্র। তোদের কে আসতে বললে? যা-যা, এখানে নয়, মাধুরীর কাছে যা, গান শুনে বকশিস দেবে এখন। আমার ওসব গান-ফান ভাল লাগে না।

বন্দিনীগণ।— গীত

তুমি রাগ করো না প্রিয়!
বন্ধু বল, স্বজন বল, তুমিই শুধু বরণীয়।
তোমার কথায় জীবন-মরণ,
সার করেছি তোমার চরণ,
রাগ করো না, ঘাট যদি হয় মাথাগুলো কেটে নিও।

বিকিয়েছি বিনামূলে,
কথায় কথায় দাও না শূলে,
রাখলে রাখ, মারলে মার, না হয় ফেলে পায় মাড়িও।

[প্রস্থান

বিচিত্র। কেন যে এই জঞ্জালগুলো আমার কাছে আসে, আমি বুঝতে পাচ্ছি না। তাড়িয়ে দিলেও ত যায় না। দূর দূর, মেয়েছেলের গান আবার মানুষে শোনে?

মাধুরীর প্রবেশ

মাধুরী। তাই নাকি? আজ পর্যন্ত কটা মেয়ের গান শুনেছ তুমি দাদা?

বিচিত্র। ও আবার শুনব কি? নাকি সুরে চিঁ চিঁ করে যারা গান গায়, তাদের গান যুবরাজ বিচিত্রবল্লভ শোনেন না।

মাধুরী। শুনবে দাদা, শুনবে। আসুন না বাবা, আমি যদি না মরি, এমন বউ তোমার গলায় গেঁথে দেব যে তুমি দিনরাত তার গান শুনবে আর হাঁ করে চেয়ে থাকবে।

বিচিত্র। বউ জোটাবি আমার? মাথা খারাপ? মেয়েছেলেকে বিয়ে করার চেয়ে আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরব। শাস্ত্রে কি বলেছে জানিস? নারী নরকের দ্বার।

মাধুরী। তাহলে মাও তোমার কাছে নরকের দ্বার!

বিচিত্র। তোর যা বুদ্ধি! মা কি নারী নাকি? মা হচ্ছে মা।

মাধুরী। [ভ্যাঙাইয়া] মা হচ্ছে মা! কি চুলোর ছাই শাস্ত্র পড়েছ—মাথার দফাই রফা হয়ে গেছে। উচ্ছন্ন যাও তুমি, আমি আর তোমার কাছে আসব না।

বিচিত্র। কেন—কেন আসবিনে কেন?

মাধুরী। কি করতে আসব? তোমার পাপ হবে যে। আমিও ত নরকের দ্বার।

বিচিত্র। ও, তুই মেয়েছেলে বটে! তা হোক, তোকে আমি অনুগ্রহ করব। আমার অসুখের সময় তুই খুব সেবা করেছিলি; আমি ভুলে যাব যে তুই নারী।

মাধুরী। দাঁড়িয়ে বকবে, না সেরেস্তায় যেতে হবে? দেওয়ান দুর্লভ রায় খাতাপত্র নিয়ে গালে হাত দিয়ে বসে আছেন।

বিচিত্র। অত লোকের ওলাউঠো হয়, এই লোকটার হয় না? অষ্টপ্রহর কেবল খাতা আর নালিশ। কোথায় কে সরকারী গাছ কেটেছে, কার খাজনা দিতে দেরী হয়েছে, কে পেয়াদাকে বক দেখিয়েছে, এসব বাজে কথা আমি আর শুনতে পারব না।

দেবরাণীর প্রবেশ

দেবরাণী। তুমি না শুনলে কে শুনবে বিচিত্রবল্লভ?

বিচিত্র। কেন মা? পিতার কি আর তীর্থদর্শন শেষ হয় না? কি তার এত পুণ্যের প্রয়োজন যে দশ বছর ধরে কাশী গয়া বৃন্দাবন ঘুরে বেড়াতে হবে? [মাধুরীকে] গঙ্গাপ্রাপ্তি হলো নাকি, তাই বা কে জানে?

মাধুরী। কোন খবরও ত দিচ্ছেন না।

দেবরাণী। কে জানে মা, আছেন কি না, তারই কি নিশ্চয়তা আছে?

বিচিত্র। না থাকলে ত চলবে না মা। এসব ঝঞ্ঝাট আমি পোয়াতে পারব না। আমি আর দুচারদিন দেখব। এর মধ্যেও যদি

তিনি ফিরে না আসেন, তাহলে রাজমুকুটটা মাধুরীকে দিয়ে আমিও তীর্থ করতে যাব।

মাধুরী। সে যখন যাবে, তখন যাবে। কিন্তু দেওয়ান মশায় যে রোজ নালিশ কচ্ছেন, কি করেছ তুমি তার?

দেবরাণী। কিসের নালিশ মাধুরি? কার বিরুদ্ধে?

মাধুরী। তোমাদের সভাপণ্ডিত গর্গ ঠাকুরের বিরুদ্ধে। তুমি ত কিছু চেয়ে দেখবে না। বাবা থাকলে এতদিনে ও বামুনকে চাল কেটে তুলে দিতেন।

দেবরাণী। ও, সেই চাঁড়ালের ছেলেটা এখনও আছে নাকি? ঠাকুর তাকে তাড়িয়ে দেননি?

মাধুরী। তাড়িয়ে দেবে কি? ঠাকুর তাকে পৈতে দিয়ে শাস্ত্র পড়িয়ে পূরোদস্তুর ব্রাহ্মণ বানিয়ে তুলেছেন।

দেবরাণী। তুমি এ অনাচার সহ্য করলে কি করে বিচিত্র?

বিচিত্র। অনাচার নয় বলেই সহ্য করেছি মা।

মাধুরী। অনাচার নয়? সাত বছর যে চণ্ডালের ভাত খেয়েছে, চণ্ডালিনীর দুধ খেয়ে বেড়ে উঠেছে, তাকে ঘরে ঠাঁই দেবে একজন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত! আর সে হবে আমাদেরই স্বজাতি, আমাদেরই সভা-পণ্ডিত! বামুনের ছেলে তুমি, তাতে লজ্জায় তোমার মাথা হেঁট হচ্ছে না?

বিচিত্র। মাথা হেঁট হবার ত কোন কারণ দেখছি না। বামুনের ছেলে বামুনের ঘরে আশ্রয় পেয়েছে, এ ত আনন্দের কথা। আরও আনন্দের কথা যে, আশ্রয়দাতা আমাদের সভাপণ্ডিত। আমি গর্গ ঠাকুরের বৃত্তি বাড়িয়ে দিয়েছি।

দেবরাণী। বল কি বিচিত্র? তোমার পিতা এ অবিচার

কিছুতেই সহ্য করবেন না। তুমি গর্গ ঠাকুরকে ডেকে পাঠাও। নিজে না বলতে পার, আমি তাঁকে বুঝিয়ে বলব।

বিচিত্র। কি বলবে মা?

মাধুরী। শুধু মা নয়, আমিও বলব, তিনি যদি এই চণ্ডালের ছেলেটাকে ত্যাগ করতে না পারেন, তাহলে তাঁকে রাজবৃত্তি ত্যাগ করতে হবে। ব্রাহ্মণ-রাজার রাজ্যে বাস করে ব্রাহ্মণের আচার-নিষ্ঠা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলবে না। বিপ্রপুর রাজ্যের শ্রেষ্ঠ বিপ্রবংশে তাঁর জন্ম; তিনি যদি চণ্ডালের মত ব্যবহার করেন, তাহলে এরাজ্যে তাঁর স্থান হবে না।

দেবরাণী। তুমি চুপ কর মা। তোমার এসব কথার দরকার কি?

মাধুরী। দরকার থাকত না—যদি তোমার চোখ দুটো খোলা থাকত। এই দশ বছরে দাদা কত টাকা খাজনা মকুব করেছে, জান তুমি? পঞ্চাশ হাজার টাকা।

দেবরাণী। পঞ্চাশ হাজার টাকা! এ কি সত্য বিচিত্র?

বিচিত্র। না মা, মিথ্যা। আমি প্রায় আশী হাজার টাকার খাজনা ছেড়ে দিয়েছি।

মাধুরী। কেন ছেড়ে দিয়েছ?

বিচিত্র। বেশ করেছি। পিতা এলে তুই আমার নামে দশখানা করে লাগাস। পিতা আমার মাথাটা কেটে ফেলবেন, আর তুই একা দশ হাত পুরে খাস।

মাধুরী। আমি খাই আর না খাই, তোমাকে রাজা হতে হবে না। তুমি বামুন জাতের কলঙ্ক। যত দুলে বাগ্দী ক্যাওরা হচ্ছে তোমার পেয়ারের প্রজা। কবে সেই চাঁড়ালটাকে এনে পাশে বসিয়ে তুমি দুধের বাটি মুখে তুলে দেবে।

বিচিত্র। ভাল কথাই বলেছিস বোন। তাকে এখানে নিয়ে আসবার জন্যে লোক পাঠিয়ে দিলে মন্দ হয় না। দেখি গর্গ ঠাকুর সারাজীবনের সাধনা দিয়ে কি এমন মানুষ তৈরী করেছেন, যার জন্য সমাজের ভ্রূকুটি তিনি গ্রাহ্য করেন না।

[প্রস্থান।

মাধুরী। ফেরাও মা তোমার ছেলেকে। নইলে হয়ত সেই চাঁড়ালের ছেলেকে নিয়ে এসে তোমার ঠাকুর ঘরে তুলবে।

দেবরাণী। তুমিই বা এত হেনস্তা কচ্ছো কেন মা? ছেলে ত বামুনেরই, দুচারদিন চণ্ডালের ঘরে ছিল। গর্গ ঠাকুর ত সোজা পণ্ডিত নন। তিনি যখন ভাল বুঝেছেন, তখন দুর্লভ রায়েরই বা এত মাথাব্যথা কেন? আর আমরা সাতে নেই, পাঁচে নেই, আমাদেরই বা কি এল আর গেল?

মাধুরী। তাই নাকি? রামায়ণ পড়েছ? শূদ্র যজ্ঞ করেছিল, তারই জন্য অযোধ্যায় হলো অকালমৃত্যু। রাজা রামচন্দ্র সেই শূদ্রের মাথা নিয়েছিলেন।

দেবরাণী। বিনা দোষে গর্ভবতী স্ত্রীকেও ত তিনিই বনবাস দিয়েছিলেন। তাঁদের কথা থাক মা; তাঁরা যা করেন, তাই লীলা। আর এও বলি মাধুরি, মেয়েছেলের অত জাতবিচার ভালো নয়; কার হাঁড়িতে কে চাল দিয়েছে, তা কি কেউ বলতে পারে?

মাধুরী। রাজা বিপ্রবল্লভের মেয়ে তাবলে কোন ছোটলোকের হাঁড়িতে চাল দিয়ে আসেনি। দাঁড়কাককে আমি চিরদিন দাঁড়-কাকই বলে এসেছি, ময়ূর কখনও বলিনি। কখনও বলব না।

[প্রস্থান

দেবরাণী। একই শাস্ত্র ছেলেটাও পড়েছে, মেয়েটাও পড়েছে।

একজন হলো শিব, আর একজন হলো বাঁদর। রাজা একবার এলে হয়, হতভাগীকে বিদেয় করে তবে আমার অন্য কাজ!

দুর্লভ রায়ের প্রবেশ

দুর্লভ। রাণি-মা, মহারাজ আসছেন।

দেবরাণী। রক্ষে পাই। এতদিন পরে বাড়ীর কথা মনে পড়েছে? আশ্চর্য! কচি ছেলেটার মাথায় একটা রাজ্যের ভার চাপিয়ে দিয়ে খুব তীর্থদর্শন করে এলেন। তীর্থগুলো যেন সব চার পায়ে দৌড়ে পালাচ্ছিল।

[নেপথ্যে জয়ধ্বনি—"জয় মহারাজ বিপ্রবল্লভ,
জয় মহারাজ বিপ্রবল্লভ"]

বিপ্রবল্লভের প্রবেশ

বিপ্রবল্লভ। দেওয়ান দুর্লভ রায়, আয়-ব্যয়ের হিসাব নিয়ে এস।

দুর্লভ। হিসাব আমার সঙ্গেই আছে মহারাজ। এই নিন। [কাগজপত্র দিলেন]

দেবরাণী। আর কি কোন কাজ নেই তোমার? এসেই হিসেব নিয়ে বসলে? কে কেমন আছে, তাও ত জিজ্ঞেস করতে হয়!

বিপ্রবল্লভ। পথে পথে সব জেনে নিয়েছি।

দেবরাণী। কোন্ তীর্থে কি দেখলে, তাও ত বলবে।

বিপ্রবল্লভ। সব তীর্থেই শুধু পুঁইমাচা দেখেছি, কোথাও ঠাকুর দেখতে পাইনি।

দেবরাণী। তবে এতদিন ধরে করলে কি?

বিপ্রবল্লভ। শুধু আশায় আশায় ঘুরেছি, কোনদিন আশা পূর্ণ

হয়নি। তোমাদের মত স্ত্রী-পুত্র আর কর্মচারী যার, তার স্বর্গে গিয়েও সুখ নেই।

দুর্লভ। আমার কোন দোষ নেই মহারাজ। আমি বার বার যুবরাজকে সাবধান করেছি, তিনি আমার কথা গ্রাহ্য করেননি।

বিপ্রবল্লভ। তার মাথাটা কেটে রাজেশ্বরীর জলে ভাসিয়ে দিলে না কেন?

দেবরাণী। ষাট ষাট, কি যে বল তুমি?

বিপ্রবল্লভ। আশী হাজার টাকা অনাদায়!

দুর্লভ। অনাদায় ঠিক নয়, টাকাটা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

বিপ্রবল্লভ। কেন?

দেবরাণী। কেন আবার কি? প্রজারা খেতে না পেলেও রাজ-কর দেবে?

দুর্লভ। না দিলে ত রাজশক্তি শুনবে না রাণি-মা।

দেবরাণী। রাজশক্তি বুঝি শুধু আদায়ের বেলায়? মড়কে যখন দেশটা উজোড় হয়ে যায়, তখন ত রাজশক্তি ওষুধ পথ্য নিয়ে এগিয়ে যায় না। না খেয়ে দলে দলে প্রজারা যখন মরে যায়, তখন ত রাজভাণ্ডার থেকে দুমুঠো চাল তাদের দিতে দেখিনি দেওয়ান ঠাকুর! গলায় রসুড়ি দিয়ে খাজনা ত খুব আদায় কচ্ছেন, বলি রাজ্যের দুলে বাগ্দী ক্যাওরার জাত কোথায় থাকে, কি খায়, খবর রাখেন কিছু?

বিপ্রবল্লভ। মহারাণীর দেখছি ছোটলোকদের উপর দরদের অন্ত নেই। এদের কল্যাণেই বুঝি আশী হাজার টাকা অনাদায়ী পড়ে আছে।

দুর্লভ। হ্যাঁ মহারাজ। আমি বার বার সাবধান করেছি, যুবরাজ

আমার কথায় কর্ণপাত করেননি। অর্থনাশ ত হয়েছেই, জাতধর্মও আর রইল না মহারাজ। আমার দুর্ভাগ্য যে, বিপ্রপুর রাজ্যের এই অনাচার দেখবার জন্য আমি এখনও বেঁচে রয়েছি। ওঃ—

বিপ্রবল্লভ। দীর্ঘনিশ্বাসটা একটু পরেই ফেলো। কি হয়েছে খুলে বল।

মাধুরীর প্রবেশ

মাধুরী। আমি বলছি বাবা।

বিপ্রবল্লভ। তুমি?

দেবরাণী। তোমার মেয়ে গো।

বিপ্রবল্লভ। বটে, বটে। বল মা।

মাধুরী। বাবা, তুমি তীর্থে যাবার সময় বলে গিয়েছিলে যে, গর্গ ঠাকুর যদি সেই চাঁড়াল ছেলেটাকে ত্যাগ না করেন, তাহলে তাঁর বৃত্তি বন্ধ করে দেবে।

বিপ্রবল্লভ। গর্গ তাকে ত্যাগ করেনি?

মাধুরী। না। ঘটা করে তার উপনয়ন দিয়েছেন, যত্ন করে বেদপুরাণ পড়িয়েছেন। দাদা সেই ব্রাহ্মণের বৃত্তি বাড়িয়ে দিয়েছে।

বিপ্রবল্লভ। সে কি?

দেবরাণী। হয়েছে ত? এইবার বাপ-বেটীতে মিলে ছেলেটাকে বেঁধে চাবুক মার। অঝোর ঝরে রক্ত পড়ুক, আর তোমরা ধেই ধেই করে নাচ।

[প্রস্থান

বিপ্রবল্লভ। আমার আদেশ তার কাছে ছেলেখেলা! ডাক ত দেওয়ান, বিচিত্রকে ডাক।

বিচিত্রবল্লভের প্রবেশ

বিচিত্র। আমায় ডাকছেন পিতা ?

বিপ্রবল্লভ। বিচিত্র, দশ বছরে আশী হাজার টাকা অনাদায় !

বিচিত্র। অনাদায় নয়, আশী হাজার টাকার খাজনা আমি মকুব করেছি। না করলে দু হাজার লোক না খেয়ে মরত।

দুর্লভ। আরে বাবা, ওরা ত মরতেই জন্মেছে।

বিচিত্র। আজ্ঞে, আমি ভেবেছিলুম, ওরাও আমাদের মত বাঁচবার অধিকার নিয়ে জন্মেছে।

দুর্লভ। শাস্ত্রে বলেছে—

বিচিত্র। থাক ; শাস্ত্র ত আপনাদেরই লেখা—মানুষের ছায়া মাড়ালে যাদের স্নান করতে হয়। আমি যে শাস্ত্র পড়েছি, তা বামুনের মুখ চেয়ে লেখা নয়, মানুষের মুখ চেয়ে লেখা।

বিপ্রবল্লভ। থামো অপদার্থ কুলাঙ্গার !

মাধুরী। দেওয়ান ঠাকুর তোমার রহস্যের পাত্র নন।

বিচিত্র। ও—আচ্ছা।

বিপ্রবল্লভ। বিচিত্র, গর্গ ঠাকুরের বৃত্তি তুমি বাড়িয়ে দিয়েছ ?

বিচিত্র। হ্যাঁ পিতা।

বিপ্রবল্লভ। কেন ?

বিচিত্র। কারণ বৃত্তিনাশের ভয়ে তিনি কর্তব্য পথ থেকে এক তিলও সরে যাননি।

বিপ্রবল্লভ। আমি যা বলেছিলুম, মনে ছিল তোমার ?

বিচিত্র। ছিল পিতা। আপনি না দেখেই বিচার করেছিলেন। আপনার ভুল আমি সংশোধন করেছি।

দুর্লভ। মহারাজের ভুল!

বিচিত্র। চোখ কপালে তুললেন যে? শোনেননি, মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ।

বিপ্রবল্লভ। আমি তোমার স্পর্ধা দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি।

বিচিত্র। আমিও অবাক হচ্ছি পিতা। দশ বছর তীর্থদর্শন করার পরেও মানুষ আপনার কাছে কৃমিকীটই রয়ে গেল!

বিপ্রবল্লভ। তোমার মত পুত্র আর গর্গের মত সভাপণ্ডিত আমার কাছে কৃমিকীটেরও অধম। দেওয়ান দুর্লভ রায়, গর্গকে যেখানে যে অবস্থায় পাবে, আমার কাছে নিয়ে এস। আমি দেখব, ব্রাহ্মণের আচার-নিষ্ঠায় পদাঘাত করে কেমন করে সে বিপ্রপুর রাজ্যে বাস করে। [প্রস্থান

দুর্লভ। আমার কথা শোন যুবরাজ।

বিচিত্র। প্রভু, আমি নিতান্তই মহাপাপী, আপনার মত মহা-পণ্ডিতের কথা আমার এক কান দিয়ে ঢোকে আর এক কান দিয়ে বেরিয়ে যায়।

মাধুরী। চুপ কর দাদা। যান দেওয়ান ঠাকুর, আর দেরী করবেন না।

বিচিত্র। থাক থাক, আপনার আর কষ্ট করতে হবে না, আমিই যাচ্ছি। আপনি আনবেন ধরে, আমি আনব বেঁধে।

দুর্লভ। বড়ই প্রীত হলুম যুবরাজ। তাইত বলি, বিচিত্রবল্লভ কি এত অবুঝ হতে পারে? বেশ বাবা, বেশ; সব ভাল যার শেষ ভাল। [প্রস্থান

মাধুরী। দাঁড়িয়ে রইলে কেন? যাও।

বিচিত্র। যাচ্ছি। তোর সঙ্গে একটা কথা ছিল মাধুরি।

মাধুরী। কি কথা?

বিচিত্র। বলব?

মাধুরী। বলে ফেল।

বিচিত্র। কথাটা হচ্ছে—তুই একটু তাড়াতাড়ি বিদেয় হ, প্রজাদের হাড়ে বাতাস লাগুক।

[প্রস্থান

মাধুরী। এই পাগল যদি বিপ্রপুরের রাজা হয়, তাহলে বামুন-বাগ্দী সব একাকার হয়ে যাবে।

কল্লোলের প্রবেশ

কল্লোল। দিদি, গান শুনবি?

মাধুরী। যা—যা, লেখাপড়ার নামগন্ধ নেই, কেবল গান আর গান।

কল্লোল। শোন না দিদি, খুব ভাল গান।

মাধুরী। ছাড়বে না যখন, এক কলি গাও, শুনি।

কল্লোল।—

গীত

কদমতলায় ডাকছে বাঁশী, মন মানে না ঘরে।
যমুনাতে জল ভরিতে পরাণ কেঁদে মরে।

মাধুরী। তারপর? তারপর?

কল্লোল।—

পূর্ব্ব গীতাংশ

যত মোরে বাঁধছে কারায়,
ততই আমার মন যে হারায়,
কালার নামে কবে আমি বিকিয়ে দিছি আপনারে।

কিসের বাধা, কিসের বিধি,
শ্যাম যে আমার পরম নিধি,
কঙ্ক বলে, কৃষ্ণপ্রিয়া, মরিস না তুই ডরে।

মাধুরী। এ গান কার কাছে শিখলি রে কল্লোল?

কল্লোল। এক বোষ্টম ঠাকুরের কাছে। এ নাকি কবি কঙ্কের গান

মাধুরী। কবি কঙ্ক কে?

কল্লোল। ওই আমাদের গর্গ ঠাকুরের ছেলে।

মাধুরী। গর্গ ঠাকুরের ছেলে! সেই চাঁড়ালটা? হ্যাঁ—হ্যাঁ, তার নামও ত কঙ্ক বটে। সে আবার গান লিখেছে নাকি? খবরদার, তুই আর কখনও চাঁড়ালের গান গাইবি না। তাহলে গলা টিপে মারব।

কল্লোল। তুই পোড়ামুখী কেবল জাত জাত করেই গেলি। দাদা বলেছে, জাত মানুষের গড়া, ভগবানের গড়া নয়।

[প্রস্থান

মাধুরী। এ হলো কি? চাঁড়ালের ছেলে হলো কবি! তার গান আবার মানুষে গায়! এ হলো কি?

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

দীঘির ঘাট

পল্লবের প্রবেশ

পল্লব। এ হলো কি? বেদ পড়ায় শূদ্রের ছেলে! নরক—নরক, আমি দিব্যচক্ষে দেখছি, চতুর্দশ পুরুষ স্বর্গ থেকে স্খলিত হয়ে নরকে নেমে যাচ্ছে। প্রায়শ্চিত্ত করাতে হবে, ব্যাটাকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে ঘরে তুলতে হবে। কই রে, ও মাধব, এখনও চান হলো না?

মাধবের মাথা মুছিতে মুছিতে প্রবেশ

মাধব। হয়েছে বাবা। কিন্তু ব্যাপারখানাটা কি বল ত? এই শীতকালের ভোরবেলা, নিজেও একশো ডুব দিলে, আমাকেও নাইয়ে ছাড়লে। এবার কি করতে হবে বল।

পল্লব। এই ফুল-তুলসী নে,—ধর।

মাধব। কি ব্যাপার কি? বলি দেবে নাকি?

পল্লব। তর্ক করো না। আমি হচ্ছি পিতা, তা জানো?

মাধব। শীতের সকালে কি পিতাগিরি ফলাতেই টেনে নিয়ে এলে? এবার কি করব বল।

পল্লব। ওই গোবর দেখছিস?

মাধব। দেখছি ত। ঘুঁটে দিতে হবে নাকি? লোকে ত ঘুঁটে দিয়ে চান করে, আমায় কি চান করে ঘুঁটে দিতে হবে?

পল্লব। বাচালতা করিসনি। হাত দিয়ে খানিকটা গোবর তুলে নিয়ে খেয়ে ফেল।

মাধব। কি, গোবর খাব ?

পল্লব। আলবাৎ খাবি।

মাধব। কেন ?

পল্লব। পাপ করেছিস, প্রায়শ্চিত্ত করবি না ?

মাধব। কি পাপ করেছি ? কার মাথায় বাড়ি দিয়েছি ? কার গরু চুরি করেছি বল না।

পল্লব। গরু চুরি ত ছোট কথা। তুই চাঁড়ালের ছেলের কাছে বেদ পড়েছিস।

মাধব। কে চাঁড়ালের ছেলে বাবা ? কবি কঙ্ক ?

পল্লব। আবার সকালবেলা চাঁড়ালের নাম করে ?

মাধব। চাঁড়াল সে নয়, চাঁড়াল তোমরা।

পল্লব। কি বললি শূয়ার ?

মাধব। ঠিকই বলেছি। বেশী বাড়াবাড়ি করো না বাবা। তোমরা যা বামুন, সে আমার জানা আছে।

পল্লব। কি জানা আছে ?

মাধব। তোমার ভাই দুর্লভ রায় বিধবা ছেলের বউকে খড়মপেটা করে গহনাগাঁটি কেড়ে নিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে, আর তুমি বাপ-মা-হারা নাবালক দৌহিত্রের জমি-জায়গা ফাঁকি দিয়ে তালুকদার হয়ে বসেছ।

পল্লব। চোপরাও মিথ্যুক।

মাধব। মিথ্যুক আমি ? তুমি মনে করেছ, তোমাদের কীর্তি-কলাপ কেউ জানে না ? সবাই জানে, শুধু মুখ ফুটে বলে না। তোমরা দুভাই কেউটে সাপের বাচ্ছা।

পল্লব। তুই প্রায়শ্চিত্ত করবি কিনা, তাই আমি জানতে চাই।

মাধব। কখখনো করব না। এতদিন কবি কঙ্কের কাছে এক-বেলা পড়তুম, আজ থেকে তিনবেলা পড়ব।

পল্লব। একবার ওমুখো হয়ে দেখিস,—তোর ধড় আর মাথা যদি না আমি আলাদা করেছি ত আমি বাপের ব্যাটা নই।

মাধব। বাপের ব্যাটা তোমরা কখনও ছিলে না,--তুমিও নও, তোমার ভাইও নয়। রাধামাধব শিরোমণি ছিলেন প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ। তাঁর সন্তান কখনও এত নীচ হতে পারে না।

পল্লব। কুসংসর্গের ফল, সব কুসংসর্গের ফল। প্রায়শ্চিত্ত না করলে আজ তোকে নির্ঘাত এই দীঘির জলে ডুবিয়ে মারব।

মাধব। তাই মার। পাপ করেছ তোমরা, প্রায়শ্চিত্ত তোমরা করবে। বামুনের ছেলে যখন বাপ-মা হারিয়েছিল, তখন পারনি তাকে এনে আশ্রয় দিতে? বিপ্রপুর রাজ্যে এমন বামুন কি কেউ ছিল না যে এই বামুনের ছেলেকে বুকে তুলে নেয়? তোমাদের সেদিনকার সে ভুল সংশোধন করেছেন গর্গ শর্মা। তোমরা সবাই মিলে তাঁকে একঘরে করেছ। কই, তাঁর দীঘিটাকে ত একঘরে করতে পারনি। ছোটলোকের ছায়া দেখলে পাপ হয়, তার দীঘির জল খেলে পাপ হয় না?

পল্লব। তবে রে শূয়ার, চোখরাঙানি আমাকে! আর তোর বেঁচে থেকে কাজ নেই। তুই মর, তুই মর। [যষ্টিপ্রহার]

কঙ্কের প্রবেশ

কঙ্ক। কি করেন, কি করেন রায় মশায়? ছেড়ে দিন। [লাঠি কাড়িয়া লইল]

পল্লব। ছুঁয়ে দিলি যে ছোটলোকের বাচ্ছা?

কঙ্ক। মনে ছিল না রায় মশায়। মাপ করুন।

পল্লব। মাপ করব? শীতের সকাল—সবে চান করে উঠেছি, আর তুই চাঁড়ালব্যাটা আমায় ছুঁয়ে দিলি! এ কখন মাপ হয়? আবার আগায় চান করতে হবে রে শূয়ার!

কঙ্ক। স্নান করবেন কেন? একটু গঙ্গাজল মাথায় দিন। তাহলেই পাপ কেটে যাবে।

পল্লব। ব্যাটা, তুমি আমার সঙ্গে রহস্য করতে এয়েছ?

কঙ্ক। না রায় মশায়। আপনি পণ্ডিত, পিতার সমবয়সী,—আপনার সঙ্গে রহস্য করবার দুর্বুদ্ধি আমার নেই। যদি না বুঝে কোন অসংযত ব্যবহার করে থাকি, পায়ে ধরে মার্জনা চাইছি। [পদধারণ]

পল্লব। আবার ছুঁলি? হতভাগা চাঁড়ালের ব্যাটা, এই খড়ম তোর মাথায় ভাঙ্গব। [খড়ম প্রহার]

মাধব। বাবা, বাবা,—

পল্লব। চুপ! চাঁড়ালের জাত ধ্বংশ হোক। [পুনঃ খড়ম প্রহার]

মাধব। বাবা,—[খড়ম কাড়িয়া লইয়া দূরে নিক্ষেপ] কি করলে তুমি? বিনাদোষে কঙ্ক দাদার মাথা ফাটিয়ে দিলে!

কঙ্ক। যেতে দাও ভাই, যেতে দাও। কপালটা ফেটে গেছে, না? রক্ত পড়ছে মাধব? ধুয়ে দাও, দাও শীগগির। এখুনি পিতা হয়ত এসে পড়বেন। দেখতে পেলে মহা অনর্থ হবে।

মাধব। হোক অনর্থ। আমি তাঁকে ডেকে দিচ্ছি। যদি সাহস থাকে পালিও না বাবা।

[প্রস্থান

কঙ্ক। মাধব, ওরে, ও মাধব! আঃ—এরা এত অভিমানী—

এতটুকু আঘাত সইতে পারে না। রায় মশায়, আপনি চলে যান, দোহাই আপনার।

পল্লব। কেন? যাব কার ভয়ে? আসুক না গর্গ, আর একটা খড়ম তার মাথায় ভাঙ্গব।

গর্গের প্রবেশ

গর্গ। মাথা এনেছি, খড়মটা তোল।

কঙ্ক। পিতা, আপনি আবার এলেন? সত্য বলছি পিতা, আমার বেশী লাগেনি। আপনি রাগ করবেন না। আমার অপরাধ হয়েছিল, রায় মশায় স্নান করে উঠেছেন, আমি অসাবধানতায় ওঁকে ছুঁয়ে ফেলেছি।

গর্গ। ভবিষ্যতে আর এ ভুল করো না বাবা। ভোরবেলা যাকে তাকে স্পর্শ করা বামুনের ছেলের চলে না। যাও, স্নান করে এস।

কঙ্ক। স্নান করব কেন?

গর্গ। অস্পৃশ্যকে স্পর্শ করেছ, স্নান না করে শাস্ত্র পাঠ করবে কি করে?

পল্লব। কথাটা কি হলো? অস্পৃশ্যটা কে?

গর্গ। তুমি—পল্লব রায়। নেমে যাও, নেমে যাও, ঘাট থেকে নেমে যাও।

পল্লব। নামব কেন?

গর্গ। বুঝতে পাচ্ছ না? কচি খোকা? বামুনের ছেলে স্নান করে উঠে তোমার ছায়া মাড়িয়ে ঘরে যাবে? নামো—নামো।

পল্লব। হতভাগা বলে কি? আমার ছায়া মাড়ালে চাঁড়ালের পাপ হবে? বিপ্রপুর রাজ্যে এতবড় কথা কেউ বলতে পারে?

গর্গ। দেখছ ত, যা কেউ পারে না, গর্গ শর্মা তাই করতে পারে ; এমন কি—কথা যদি না শোন, হাত ধরে তোমাকে ঘাট থেকে নামিয়ে দিতেও তার বাধবে না।

কঙ্ক। পিতা, এ আপনি কি বলছেন ?

গর্গ। তোমার বাবা কোন বুদ্ধি নেই। ছোটলোকের খড়মে মাথা ফেটেছে, আর সেই রক্ত নিয়ে তুমি এখনো দাঁড়িয়ে আছ ! তোমার আর কি ? মাথায় লাঠি মেরে বেলপাতা ছুঁড়ে দিলেই ভোলানাথ আনন্দে আত্মহারা ! কিন্তু আমি যে বাবা মাটির মানুষ,—দেবতাও নই, পশুও নই। লোকের নিন্দাস্তুতি গায়ে যে লাগে বাবা। পথ দিয়ে হাজার লোক যাবে আর দেখবে, গর্গ শর্মার ছেলের কপালে অস্পৃশ্যের খড়মের ঘা ! যাও যাও, স্নান করে এস।

পল্লব। গর্গ !

গর্গ। এখনও নেমে যাওনি ? দেখছি তোমার কপালে দুঃখ আছে। কঙ্ক, ঐরাবতকে ডেকে দাও ত।

কঙ্ক। কি করতে হবে আমাকে বলুন, ঐরাবতকে আবার কেন ? সে লঘুগুরু বোঝে না, এসেই একটা অনর্থ বাধিয়ে বসবে। রায় মশায়, আপনি যান না।

পল্লব। যাবই ত। যাব না ত কি এখানে সারা সকাল বসে বসে ছোটলোকের চোপা দেখব ? এই আমি চললুম। তবে মনে রেখো,—এ যাওয়া ভয়ে নয়, রাগে। [প্রস্থানোদ্যোগ]

গর্গ। শোন।

পল্লব। কি শুনব ?

গর্গ। ছোটলোকের দীঘিতে আর তুমি এসো না।

পল্লব। আসব না ? গাঁয়ের মধ্যে এই একটা পুকুর—

গর্গ। সে পুকুর ছোটলোকের, তার জল তোমার মত পবিত্র ব্রাহ্মণের অস্পৃশ্য।

পল্লব। অস্পৃশ্য হলেই বা কচ্ছি কি? গঙ্গাজল মিশিয়ে এই জলই খেতে হয়।

গর্গ। অমন মহাপাপ তোমাকে আর আমি করতে দেব না। তোমার ব্রাহ্মণীকে বলে দিও, কলসী নিয়ে আর যেন এ পুকুরে না আসেন। যদি আসেন, ঐরাবত কলসী কেড়ে নিয়ে জলে ফেলে দেবে। বুঝে কাজ করো।

পল্লব। আমি তোমাকে অভিশাপ দিয়ে ভস্ম করে ফেলব।

গর্গ। ভস্ম আমি হয়ে গেছি। তোমার ইচ্ছা হয় বাড়ী গিয়ে আমার পরকালের পথে কাঁটা ছড়িয়ে দাও। কিন্তু আমার শেষ কথা মনে রেখো, এখানে আর এসো না। [প্রস্থানোদ্যোগ]

কঙ্ক। পিতা, ব্রাহ্মণের পিপাসার জল আপনি বন্ধ করবেন?

গর্গ। তাই কি পারি? আমিও ত মানুষ। মাধব যতবার ইচ্ছা জল নিয়ে যাবে।

পল্লব। ওই কুলাঙ্গারের জল খাব আমি?

গর্গ। নরকে যাবে? ছোটলোকের কাছে পাঠ নিয়েছে বলে? তাহলে বেছে নাও, তার হাতের জল খেয়ে নরকে যাবে, না জল না খেয়ে অনন্ত স্বর্গ লাভ করবে। [প্রস্থান

কঙ্ক। আমার কথা শুনুন রায় মশায়, পিতার কাছে আপনি ক্ষমা চান।

পল্লব। ক্ষমা চাইব? ফের একথা বললে আগে তোকেই ভস্ম করে ফেলব। আমি ব্রাহ্মণ, চিরদিন মাথা উঁচু করে চলেছি, মাথা উঁচু করেই চলব। [মাথা উঁচু করিয়া প্রস্থান

কঙ্ক। একটা তুচ্ছ জীবনকে নিয়ে একি খেলা তোমার লীলাময়? কোথাও কি আমার ঠাঁই নেই? আমি কি তোমার অনাবশ্যক সৃষ্টি? জন্মেছিলুম ব্রাহ্মণকুলে, জন্মের সঙ্গে সঙ্গে পিতামাতার আকস্মিক মৃত্যু আমায় নিরাশ্রয় করলে। স্রোতের তৃণের মত ভাসতে ভাসতে চণ্ডালের ঘরে আশ্রয় পেলুম। সাত বছর পরে পিতা মুরারি চণ্ডাল, মাতা কৌশল্যা—দুজনেই চলে গেল। পিতা গর্গ বুকে তুলে নিয়ে এলেন, সঙ্গে সঙ্গে এ মা-ও চোখ বুজলেন। তবু ত কুগ্রহ শান্ত হলো না। আমার জন্য নির্দোষ ব্রাহ্মণের এ লাঞ্ছনা—আর কত সইব, কত সইব ঠাকুর?

গীতকণ্ঠে পীরমহম্মদের প্রবেশ

পীরমহম্মদ।—

গীত

ভয় কি রে তোর ছেলে?
ঝঞ্ঝা বিপদ দুঃখ মরণ আসুক না সব পাখা মেলে।
ভয় তোরে কি ভয় দেখাবে, গুরু স্মরণ কর,
আল্লা হরি ভগবানের চরণ চেপে ধর;
দুঃখেরে তুই মানিস না বাপ,
মরণেরে দুপায়ে চাপ,
কান্নারে তুই হাসি দিয়ে দূর করে দে ঠেলে।

কঙ্ক। আমার জন্য নয় পীর সাহেব, আমার জন্য নয়। আমি জানি—দুঃখ সহ্য করতেই আমার জন্ম। কিন্তু আমাকে আশ্রয় দিয়ে এই ব্রাহ্মণ আজ সমাজচ্যুত। আমি আসার সঙ্গে সঙ্গে মা চলে গেছেন। আমি এখানে থাকলে বোনটিও অপঘাতে মরবে।

পীরমহম্মদ। সবাই মরবে ব্যাটা, কেউ অমর হয়ে আসেনি। ভেঙে পড়িসনে; দুঃখ মহতেরই গৌরব। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিষ ঢুকেছে; মানুষকে এরা পশুর চেয়ে ঘৃণা করে। ভালবাসা দিয়ে এদের জয় কর।

কঙ্ক। আমি শক্তিহীন। পিতা যা পারেননি, আমিও তা পারব না। আমি তার চেয়ে এ গ্রাম ছেড়ে চলে যাই।

পীরমহম্মদ। পালিয়ে যাবি? দূর ব্যাটা! যারা বীর, তারা দুঃখের গলা টিপে ধরে, তাকে এড়িয়ে যায় না।

[প্রস্থান

কঙ্ক। অদৃশ্য নিয়তি, আর কত শায়ক আছে তোমার তূণে? সব এক সঙ্গে নিক্ষেপ কর। আমায় নিঃশেষ কর। এই নিরপরাধ বংশটাকে মুক্তি দাও।

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

গর্গের গৃহপ্রাঙ্গণ

রাসমণির প্রবেশ

রাসমণি। "দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে"—বরের বাপগুলো সব মরেছে, কোন মুখপোড়া একবার বাড়ীর ছায়া মাড়ায় না?—"ত্রিভুবন তারিণি তরলতরঙ্গে"—মেয়ে ত এদিকে পনর পেরিয়ে ষোলয় পা দিলে। পোড়ামুখোরা একবার চোখের দেখা দেখে যা না; তোদের বাপের বয়সে এমন মা দুর্গার ছবি দেখেছিস? এমন মিষ্টি গান শুনেছিস? "শঙ্কর মৌলিনিবাসিনি কমলে"—ছেলে ত এক এক জনের ময়ূর-ছাড়া কার্তিক,—তারই দেমাক কত?—"তব গতিরাস্তাং—

ঐরাবতের প্রবেশ

ঐরাবত। পিসীমা,—ও পিসীমা,—

রাসমণি। চ্যাঁচাচ্ছিস কেন? কি বলবি বল না।

ঐরাবত। আর ভয় নেই পিসীমা; তুমি যা চেয়েছিলে, তা হয়ে গেল?

রাসমণি। কি চেয়েছিলুম? কি হয়ে গেল?

ঐরাবত। কেন, দিদিভাইয়ের বিয়ে।

রাসমণি। বিয়ে হয়ে গেল কি রে?

ঐরাবত। উলু দাও পিসীমা, আমি দিদিভাইকে বলে আসি।

রাসমণি। কথাটা খুলে বল না মড়া। দাদা কি কোথাও সম্বন্ধ পাকা করে এয়েছে নাকি?

ঐরাবত। আরে না—না, ওসব তোমার কাজ নয়। কথাটা তোমাকে বলি পিসীমা, শোন।

রাসমণি। দূর থেকে বল না। চান করে এসেছি,—ছুঁয়ে দিবি নাকি ?

ঐরাবত। ঠাকুর মশাই ত চান করে কুকুর ছাগলও ছোঁয়, সেই হাত দিয়ে আবার পূজোও করে। তোমার এত নিষ্ঠে কেন ?

রাসমণি। তুই ব্যাটা কলু, তার কি বুঝবি ? বামুনের বিধবা হচ্ছে সাক্ষাৎ দেবী।

ঐরাবত। তুমিও দেবী নাকি ? কই, দেবী-দেবী গন্ধ পাচ্ছি না ত।

রাসমণি। সরে যা না মুখপোড়া। কি জ্বালায় পড়লুম।

ঐরাবত। আচ্ছা পিসীমা, তোমার বাপ ছিল ?

রাসমণি। বাপ ছিল না ? হতভাগা বলে কি ?

ঐরাবত। তোমার আর ঠাকুর মশায়ের এক বাপ ?

রাসমণি। মার খাবি ঐরাবত। সকালবেলা মস্করা করতে এয়েছ হতভাগা ?

ঐরাবত। কিছু মনে করো না পিসীমা। ঠাকুরমশাইকে দেখলেই মনে হয় বামুন পণ্ডিতের ছেলে; আর তোমাকে দেখলে মনে হয়—

রাসমণি। কি মনে হয় ?

ঐরাবত। মনে হয় মেথরের বাচ্ছা।

রাসমণি। বেরো হতচ্ছাড়া কলু; নইলে ঝেঁটিয়ে বিষ ঝাড়ব।

ঐরাবত। তা ঝেড়ো; কিন্তু আসল কথাটাই ত শুনলে না।

রাসমণি। কি তোর আসল কথা ?

ঐরাবত। শোন পিসীমা—

রাসমণি। আবার এগিয়ে আসে? কেবল কি গোগ্রাসে খেতেই শিখেছিলি, আর কিছু শিখিসনি?

ঐরাবত। শিখব কখন? ছোটবেলা থেকেই ত তোমার ঝাঁটা খাচ্ছি। যা বলছি, শোন। কাল রাত্রে আমি স্বপ্ন দেখেছি পিসীমা, দিদিভাইয়ের বর আজ আসবে।

রাসমণি। ও হরি, এরই নাম বিয়ে হয়ে গেল?

ঐরাবত। কথাটা বিশ্বেস হলো না বুঝি? দেখ, আমার জীবনে আমি তিনবার স্বপ্ন দেখেছি। প্রথম স্বপ্ন দেখলুম, তুমি মাছের মুড়োর মত সোয়ামীর মাথা কড়মড করে খাচ্ছ। সকালে উঠেই দেখি, তুমি রাঁড়ী হয়ে ফিরে এয়েছ। আর একবার দেখেছিলুম, মা-ঠাকরুণকে যমরাজ উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। দুদিনও গেল না। এও ফলবে পিসীমা। আজই দিদিভাইয়ের বর আসবে। এ যদি মিথ্যে হয়, তা-লে ঐরাবত কলুর ছেলে নয়, বামুনের ছেলে। [প্রস্থান

রাসমণি। নামেও ঐরাবত, কাজেও ঐরাবত। হাতীর মত শক্তি, হাতীর মতই মাথা মোটা।

লীলার প্রবেশ

লীলা। ও পিসীমা, শুনেছ?

রাসমণি। শুনেছি বাছা, ওর কথা ছেড়ে দে।

লীলা। ছেড়ে দেব? তুমি বল কি? এ যদি সত্যি হয়—

রাসমণি। তোর কি মাথা খারাপ লীলা? একে স্বপ্ন, তার উপর কলুর স্বপ্ন; এ কখনও সত্যি হয়?

লীলা। ও মা, তুমি কিসের কথা বলছ? আমি বলছি দাদার কথা।

রাসমণি। কি হয়েছে দাদার?

লীলা। শোননি তুমি? ভয়ানক ব্যাপার! পল্লব রায় মশায় আমাদের দীঘির ঘাটে দাঁড়িয়ে মাধব দাদাকে মারছিলেন। দাদা তাঁর হাতখানা ধরে ফেলে। সেই রাগে রায় জ্যাঠা খড়ম দিয়ে দাদা'র মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে।

রাসমণি। ও ছোঁড়াই বা হাত ধরতে গেল কেন?

লীলা। যাবে না? মাধবদাকে মারছিল যে।

রাসমণি। তার ছেলেকে সে মেরে খুন করুক না, কঙ্কর তাতে কি?

লীলা। তুমি হলে কি করতে?

রাসমণি। দাঁড়িয়ে মজা দেখতুম। ও বিটলে বামুন নিজের নাবালক নাতিটাকে সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে! ওর বংশে বাতি দিতে কেউ থাকবে না।

লীলা। ছি-ছি, পিসীমা, সকালবেলা শুধু শুধু এক ভদ্রলোককে নির্বংশ কচ্ছ কেন?

রাসমণি। শুধু শুধু? জানিস, ওরা দুভাইই তোর বাবাকে একঘরে করেছে। আর দাদাও তেমনি কাঠগোঁয়ার; সমাজ ছাড়বে, তবু কঙ্ককে ছাড়বে না। এত করে বললুম,—পীতাম্বরের বউ ছেলে ছেলে করে হা-পিত্যেশ কচ্ছে, তাকে দিয়ে দাও, মায়া হয়ে থাকে, কিছু দিয়ে থুয়ে বিদেয় কর। ও ছোঁড়াও সুখে থাকবে, তোমারও হাড় জুড়োবে। কথাটা শুনলে? উঠতে কঙ্ক, বসতে কঙ্ক, কঙ্ক ছাড়া কথা নেই। কঙ্ক ওর স্বর্গে বাতি দেবে।

লীলা। দেবেই ত। ছেলেই ত স্বর্গে বাতি দেয়, বোনও দেয় না, মেয়েও দেয় না।

রাসমণি। ছেলে! ছেলের বালাই নিয়ে মরি। এসেই ত তোর মাকে খেয়েছে, এইবার দাদাকে খাবে, তারপর তোকে গিলবে।

লীলা। চুপ কর পিসীমা, দাদা শুনতে পাবে।

রাসমণি। বয়ে গেল। আর সে ছেলেটাই বা কি রকম? বুকের রক্ত খেয়ে বড় ত হয়েছিস, এখন চরে খেগে যা, এখানে পড়ে আছিস কেন?

লীলা। হ্যাঁ পিসীমা, তুমি না গঙ্গার স্তব পড়ছিলে? বেশ স্তব ত। যত এগিয়ে যাচ্ছে, ততই মধু ঝরে পড়ছে। যাও, এবার ঠাকুর প্রণাম করে এস। ঠাকুরের কাছে কিন্তু এ স্তব পাঠ করো না পিসীমা। তাহলে তোমার গোপীবল্লভ মুখ ফিরিয়ে বসে থাকবে।

রাসমণি। আর কি গোপীবল্লভ আছে মা? যা দেখছ, ও পাথরের পুতুল; মালিক অনেকদিন আগেই চলে গেছে।

লীলা। কেন?

রাসমণি। অনাচারে। যার তার পুজো ঠাকুর নেয় না। কথাটা এখন বুঝতে পাচ্ছ না, পারবে পরে। "দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি—"

কঙ্কের প্রবেশ

কঙ্ক। পিসীমা, পিতা কোথায়?

রাসমণি। কি করে জানব বাপু? কোন্ বাগ্দীর মড়া ঘাঁটিতে গেছে তা কি আমায় বলে যায়? আমার কথা কেই বা শোনে, কেই বা গ্রাহ্য করে? মেয়েটিও হয়েছে তেমনি। বাপ যদি হাই তোলে, মেয়ে দেয় তুড়ি। নইলে কি এমন পরীর মত মেয়ের এখনও বর জোটে না? যা প্রাণ চায় কর, আমার আর কি? সর বাছা, ঠাকুর প্রণাম করে আসি। [প্রস্থান

লীলা। হ্যাঁ দাদা, পল্লব ঠাকুর তোমার মাথা ফাটিয়ে দিলে, আর তুমি কিছুই করতে পারলে না?

কঙ্ক। কি করব?

লীলা। কি করবে? তার মাথাটা ফাটিয়ে দিতে পারলে না? দেহে কি এতটুকু শক্তি নেই তোমার?

কঙ্ক। শক্তি থাকলেই কি সব সময় তা কাজে লাগতে হয় দিদি? মানুষ ত পশু নয় যে আঘাত পেলেই দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে প্রত্যাঘাত দেবে। তাহলে যে সংসার পশুশালায় পরিণত হবে। ক্রেস্তানদের ধর্মগুরু যীশুখ্রীষ্ট কি করেছিলেন জান লীলা? ইহুদীরা যখন তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করেছিল, তখন তিনি বলেছিলেন,—"হে ঈশ্বর, এদের ক্ষমা কর, এরা জানে না কি কচ্ছে।"

লীলা। দেখ দাদা, সংসারে বাস করতে হলে যীশুখ্রীষ্ট হওয়া চলে না। পাগলা কুকুর যদি কামড়াতে আসে, তার মাথায় লাঠি মারতেই হবে।

কঙ্ক। লাঠি না মেরে আমি নিজে যদি পালিয়ে আসি, তাই কি ভাল নয় বোন?

লীলা। না—না, ভাল নয়। যারা ক্ষমার মূল্য বোঝে না, তাদের ক্ষমা করা মহাপাপ।

কঙ্ক। কোন শাস্ত্রেই একথা লেখা নেই লীলা। বশিষ্ঠের একশত পুত্রকে একে একে বিশ্বামিত্র হত্যা করেছিলেন। তবু একশো বারই বশিষ্ঠ তাঁকে ক্ষমা করেছেন। বিলম্বে হলেও বিশ্বামিত্রের মন এই ক্ষমা দিয়েই তিনি জয় করেছিলেন। তোমাকে একটা কাজ করতে হবে দিদি। পিতা পল্লব ঠাকুরের দীঘিতে আসা বন্ধ করে দিয়েছেন; আমার কথা তিনি শুনলেন না। তুমি একবার পিতাকে অনুরোধ কর বোন।

লীলা। না দাদা, আমার দ্বারা তা হবে না।

কঙ্ক। জলাভাবে তাঁর বড় কষ্ট হবে লীলা।

লীলা। হোক, তাঁকে মরতে দাও।

কঙ্ক। ওকথা বলতে নেই। আমরা যে ব্রাহ্মণসন্তান, কারও অনিষ্ট কামনা আমরা করতে পারি না লীলা।

লীলা। তোমার মত দেবতা ত সবাই নয়, আমি রক্তমাংসে গড়া মানুষ।

কঙ্ক। মানুষেরই ত কাজ মানুষকে রক্ষা করা।

লীলা। তবে তোমাকে তারা রক্ষা করেনি কেন? বাপ-মাকে হারিয়ে অনাথ শিশু তুমি, যখন বুকফাটা আর্তনাদ করেছিলে, তখন এরা শুনেও শোনেনি। চাঁড়ালের বউ আদর করে তোমায় লালন পালন করেছে, সেই হলো তোমার অপরাধ! এরা মানুষ? এদের দুঃখে তোমার বুকটা ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে? আমি যাচ্ছি পল্লব ঠাকুরের কাছে,—

কঙ্ক। না দিদি, দোহাই তোমার। তুমি রাগ করো না; আমার বেশী লাগেনি।

লীলা। হায় হতভাগ্য কবি, তোমার এ মহত্ত্বের দাম কেউ দেবে না। সংসারটা কবিকুঞ্জ নয় দাদা, পশুর আবাসভূমি।

কঙ্ক। না, দেবতার লীলাভূমি।

লীলা। খুব বুঝেছ তুমি। এখন কি বলতে এসেছ, বলে যাও। বাবাকে খুঁজছিলে কেন?

কঙ্ক। রাজবাড়ী থেকে যুবরাজ এসেছেন। আমি তাঁকে বাইরে বসিয়ে রেখে এসেছি।

লীলা। তাঁকে এইখানে ডেকে নিয়ে এস।

কঙ্ক। কিন্তু আমার যে পূজোর বেলা বয়ে যাচ্ছে।

লীলা। যাও না তুমি পূজো করতে। আমি তাঁকে অভ্যর্থনা কচ্ছি।

কঙ্ক। তাহলে ত ভালই হয়। কিন্তু তুমি যে রেগে আগুন হয়ে আছ। যুবরাজকে যদি অপমান কর?

লীলা। আমি কি জানোয়ার যে, অতিথিকে অসম্মান করব?

কঙ্ক। না—না, তা কি তুমি পার বোন? তবে ধনী লোকদের তুমি দেখতে পার না কিনা,—যাক যাক, আমি ঠাকুর ঘরে যাচ্ছি। ওরে, ও ঐরাবত, যুবরাজকে দিদির কাছে পাঠিয়ে দে ভাই। শাঁখটা বাজাও বোন।

[প্রস্থান

লীলা। বাবা চলে যাবেন, আমিও আজ হোক, কাল হোক, একদিন শ্বশুরবাড়ী যাব। তারপর কি যে করবে এই সংসারানভিজ্ঞ শিশু, আমি তাই ভেবেই পাগল হয়ে যাই। আঘাত করলে কখনও প্রতিবাদ করে না, খেতে না দিলেও কখনও চায় না, বকলে মলিন মখে চেয়ে থাকে। কে দেখবে এই আপনভোলা মহাদেবকে? যাক, ভেবে আর কি কচ্ছি। যা হয় হবে। [শাঁখ বাজাইল]

[নেপথ্যে ঘণ্টাধ্বনি]

লীলা।—

গীত

হে গোপীবল্লভ　　　　দেহি পদপল্লব
কেশব কৃষ্ণ মুরারি!
নিত্য নিরঞ্জন　　　　কলঙ্ক ভঞ্জন
জয়তু গোবর্দ্ধনধারি!

বিচিত্রবল্লভ আসিয়া অদূরে দাঁড়াইয়া গান শুনিতে লাগিল। লীলা গাহিতে লাগিল।

লীলা।—

পূর্ব গীতাংশ

বৃন্দাবনধন যশোদানন্দন
গোপীগণ-হৃদয়-বিহারি!
কেশিবৃষশাসন কালীয়বিনাশন
জয় জয় ধরাভারহারি!
চৌদিকে ঘন ঘোর, চঞ্চল মন মোর,
পিপাসিতে দেহ কৃপাবারি।
তোমার চরণে লয় কর মোরে লীলাময়,
শ্রীকৃষ্ণ করুণাভিখারী।

বিচিত্র। এমন গান ত কখনও শুনিনি। অথচ আপনি—তুমি মেয়েছেলে?

লীলা। আপনার অনুমান সত্য।

বিচিত্র। আমার ধারণা ছিল, মেয়েরা শুধু ঝগড়াই করতে জানে। আমাদের মাধুরী ত অষ্ট প্রহরের মধ্যে সপ্ত প্রহরই ঝগড়া করে, আর এক প্রহর নিদ্রা যায়। তখন আবার ভয়ঙ্কর নাক ডাকে। তুমি আবার তাকে এসব কথা বলে দিও না যেন; তাহলে আমার আস্ত গিলে খাবে।

লীলা। মাধুরী আপনার বোন বুঝি?

বিচিত্র। বোনও বলা যায়, গুরুমশায়ও বলা যায়। আসলে বিপ্রপুর রাজ্যের সেই রাজা, আমরা সবাই তার অনুগত প্রজা।

আচ্ছা, সেকথা যাক। কিন্তু তুমি যে বললে "শ্রীকঙ্ক করুণাভিখারী" এ কথার অর্থ ত বুঝলুম না।

লীলা। মাথা মোটা হলে বুঝতে একটু দেরীই হয়।

বিচিত্র। তোমার কথাটি শুনে খুব বেশী আনন্দ হচ্ছে না ত?

লীলা। না হলে কি করব? আমার বরাত। শ্রীকঙ্ক হচ্ছেন এই গানের লেখক কবি কঙ্ক। এইবার বুঝলেন?

বিচিত্র। বোঝার কাছাকাছি এসে গেছি। কঙ্ক হচ্ছে সেই গর্গ ঠাকুরের—অর্থাৎ তোমার দাদা ত? সে ত পণ্ডিত হয়েছে জানতুম, কিন্তু সে যে কবি, তা ত তুমি বলনি।

লীলা। আপনি ত আর আসেননি?

বিচিত্র। তোমার নামটি হচ্ছে কি যেন?

লীলা। আমার নাম লীলা।

বিচিত্র। নামটিও বেশ সুন্দর! দেখতেও তোমাকে—তা বেশ ভালই বলা যায়। তোমার ওই গানটা আমাকে লিখে দাও দেখি। আমি আমার বোনকে গেয়ে শোনাব।

লীলা। কেন?

বিচিত্র। সে এখন বলব না। দাও, লিখে দাও।

লীলা। আপনি গান গাইতে জানেন?

বিচিত্র। পুরুষ হয়ে জন্মেছি, আর গান গাইতে জানব না? তোমার কোন বুদ্ধি নেই। [সুরে] "হে গোপীবল্লভ, দেহি পদপল্লব, শ্রীকঙ্ক করুণাভিখারী,—হায় রে।"

লীলা। কোথা থেকে আবার একটা "হায় রে" জোটালেন?

বিচিত্র। [সুরে] তোমারি চরণে লয়, নারীজাতে কর ক্ষয়, গানে বাধা দেয় বরনারী।

লীলা। এটা আবার কোথা থেকে এল? চুপ করুন মশায়, আমার দাদার গানে আপনি দয়া করে মুখ দেবেন না। এখনি ঐরাবত এসে পড়বে, একটা মহা অনর্থ ঘটবে।

বিচিত্র। বেশ জমিয়ে এনেছিলুম, তুমি তাল কেটে দিলে। এই জন্যেই শাস্ত্রকার বলেছে,—নারী নরকের দ্বার।

লীলা। পুরুষ নরকের কীট—বাবা আর দাদা ছাড়া।

বিচিত্র। কথাটা ত বেশ বলেছ। তুমি স্ত্রীলোক হলেও তোমাকে সহ্য করা যায়।

লীলা। আপনি কি চান, তাই বলুন।

বিচিত্র। চাই তোমার বাবাকে। এখনি তাঁকে রাজবাড়ী যেতে হবে।

গর্গের প্রবেশ

গর্গ। কেন? কার পাকা ধানে মই দিয়েছি বাবা?

বিচিত্র। ঠাকুর মশায়? প্রণাম। পিতা আপনাকে রাজবাড়ীতে যেতে—

গর্গ। আদেশ করেছেন?

বিচিত্র। না—না, আদেশ নয়। একবার পদধূলি—

গর্গ। আমার পদধূলির জন্য তোমার পিতাকে ত কখনও লালায়িত হতে দেখিনি বিচিত্রবল্লভ। আজ অকস্মাৎ পদধূলির কি প্রয়োজন হলো—যার জন্য তুমি আমায় নিয়ে যেতে এসেছ?

বিচিত্র। আমি ত নিয়ে যেতে আসিনি; না নিয়ে যেতে এসেছি।

লীলা। কি রকম?

বিচিত্র। তুমি বুঝতে পারবে না—মেয়েছেলে। শুনুন ঠাকুর মশায়, আপনাকে নিয়ে যাবার জন্যে দেওয়ানজী আসছিলেন।

গর্গ। তাহলে ব্যাপার গুরুতর। চল, পদধূলিটা দিয়েই আসছি।

বিচিত্র। না—না, যাবেন কেন?

গর্গ। না গেলে তোমার পিতা যদি মাথাটা উড়িয়ে দেন?

বিচিত্র। দেবেন।

গর্গ। দেবেন? গরীব ব্রাহ্মণের মাথা যখন, যার খুসী নিলেই হলো, কেমন?

বিচিত্র। আজ্ঞে হ্যাঁ।

গর্গ। তাহলে মাথাটা তুমিই নিয়ে যাও।

বিচিত্র। তা কি হয়?

লীলা। তাহলে আপনি কি চান, তাই বলুন।

বিচিত্র। বলতে দিলে ত বলব। যেমন তোমার বুদ্ধি, তেমনি তোমার বাবার।

লীলা। থামুন মশায়।

বিচিত্র। আপনার এই মেয়েটি ভাল গান গাইলে কি হবে? অতি অখাদ্য।

গর্গ। আমরা সবাই তাই। এখন তোমার বক্তব্য কি বল।

বিচিত্র। বক্তব্য এই যে, আপনার গুরুতর অসুখ হোক।

গর্গ। অসুখ হবে কেন?

বিচিত্র। না হলে বিপদ আছে যে।

গর্গ। সাগরে শয্যা পেতেছি, শিশিরের ভয় করি না বাবা। চল; আমি বুঝতে পেরেছি কেন আমার ডাক পড়েছে। দশ বছর ধরে জ্ঞাতি বন্ধু প্রতিবেশীদের যে কথা বলেছি, তোমার পিতাকেও

সেই কথাটাই বলে আসব,—"সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।

লীলা। তুমি যেও না বাবা। আমি বরং দাদাকে ডেকে দিচ্ছি।

[প্রস্থান

বিচিত্র। আপনার অসুখ হতে আপত্তিটা কি?

গর্গ। গর্গ শর্মা প্রাণ গেলেও মিথ্যার আশ্রয় নেয় না।

বিচিত্র। আপনি মিথ্যে বলবেন কেন? বলব আমি।

গর্গ। মিথ্যা বলা আর বলতে দেওয়া একই কথা। চল।

কঙ্কের প্রবেশ

কঙ্ক। কোথায় যাচ্ছেন পিতা?

গর্গ। রাজবাড়ী যাচ্ছি বাবা।

কঙ্ক। কেন?

গর্গ। রাজা তলব দিয়েছেন। কি কারণ তা জানি না।

কঙ্ক। আপনার যেতে হবে না। আমি যাচ্ছি।

গর্গ। না-না-না, তুমি কেন যাবে? আমার কাজ তোমার দ্বারা হবে না।

কঙ্ক। আপনি আশীর্বাদ করলেই হবে।

গর্গ। না রে বাবা, না; সেখানে তোমার যাওয়া হতে পারে না। সে ভাল জায়গা নয়, মানীর মান সেখানে চাবুকের ঘায়ে ক্ষত-বিক্ষত হয়।

কঙ্ক। তাহলে আপনাকে আমি সেখানে যেতে দেব না। চলুন যুবরাজ।

বিচিত্র। তুমি যাবে ভাই? তাই চল, তাই চল।

গর্গ। না বিচিত্রবল্লভ, কঙ্ক সেখানে যেতে পারে না।

কঙ্ক। আপনি যদি পারেন, আমিও পারব।

গর্গ। ওরে বাবা, তারা তোর উপযুক্ত মর্যাদা দেবে না।

কঙ্ক। আমি আপনার ছেলে, লীলার ভাই—এই আমার মর্যাদা। বাইরের মর্যাদা আমি চাই না পিতা।

গর্গ। দেখ বিচিত্রবল্লভ, দেখ, আমার এই পাগলা ছেলেটাকে কেউ চিনল না। কতবড় একটা মহামানব এই দেহটার মধ্যে ঘুমিয়ে আছে, কেউ তাকে জাগতে দিলে না। মাতাল চরিত্রহীন দস্যু তস্করের দল গলায় যজ্ঞসূত্র পরে পূর্বপুরুষের দোহাই দিয়ে দেবতা বনে গেল, আর আমার ছেলেটা জ্ঞানে বৃহস্পতি, ক্ষমায় বশিষ্ঠ, চরিত্রে শুকদেব হয়ে অস্পৃশ্য চণ্ডালই রয়ে গেল।

বিচিত্র। দুঃখ করবেন না ঠাকুর। জানোয়ারের সমাজে প্রকৃত মানুষ একঘরে হয়েই থাকে। এ-ই তার শ্রেষ্ঠত্ব, এইখানেই তার গৌরব। তুমি দুঃখ পেয়ো না ভাই। তুমি ব্রাহ্মণ নও, চণ্ডালও নও, তুমি জাতিগোত্রহীন কবি। দেওয়ান দুর্লভ রায় তোমায় ঘৃণা করলেও যুবরাজ বিচিত্রবল্লভ করবে নতশিরে সহস্র নমস্কার।

গর্গ। তুমি আমাদের যোগ্য যুবরাজ। দীর্ঘজীবী হও বাবা, কীর্তিমান হও। মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয়, বিধাতাকে অভিশাপ দিয়ে ছাই করে ফেলি। আবার মনে হয়, অন্ধকার যার সৃষ্টি, আলোও ত তাঁরি সৃষ্টি। কিন্তু এক একটা মানুষকে কেন তিনি জীবনব্যাপী দুঃখ দিয়ে পাঠিয়েছেন? এর কি সীমা নেই, শেষ নেই?

কঙ্ক। দুঃখ মহত্তেরই গৌরব পিতা। আশীর্বাদ করুন, দুঃখকে যেন আমি কখনও ভয় না করি। চলুন যুবরাজ।

বিচিত্র। এস ভাই, এস।   [কঙ্কসহ প্রস্থান

গর্গ। নিশ্বাস ফেল ভাগ্যদেবি। যাকে তুমি দুপায়ে মাড়িয়ে নিঃশেষ করতে চেয়েছিলে, গর্গ তাকে ধুয়ে মুছে উজ্জ্বল করে তুলেছে। আর কত শর আছে তোমার তূণে—নিক্ষেপ কর। আমি তোমার দণ্ড ব্যর্থ করব।

গীতকণ্ঠে ভাগ্যদেবীর প্রবেশ

ভাগ্যদেবী।—

গীত

এ যে ভাগ্যদেবীর বলিদান।
কেন মিছে ফুঁ দিস বোকা, মড়ায় কি তুই দিবি প্রাণ?
ওরে রক্তচোষা কর্মনাশা মানুষখেকো বাঘ,
কল্যাণে ওর কেন মিছে করিস এত রাগ,
পথের মানুষ যাক না পথে,
দিসনে রে ঠাঁই কোনমতে,
জ্বলবে অনল, উড়বে ঝড়, আসবে শত অগ্নিবাণ।

[প্রস্থান

গর্গ। পারব না? নিশ্চয়ই পারব। এই দেশেরই এক কটিবস্ত্র-সার ব্রাহ্মণ যদি শিষ্যের জন্য নূতন স্বর্গ রচনা করতে পেরে থাকেন, তাহলে আমি পারব না নিয়তির খড়্গাঘাত থেকে এক অনাথ বালককে রক্ষা করতে? বৃথাই তবে এতদিন সর্বশাস্ত্র মন্থন করেছি।

রাসমণির প্রবেশ

রাসমণি। তোমার মৎলবখানা কি বল ত দাদা?

গর্গ। কিসের কথা বলছ রাসু?

রাসমণি। হুঁস নেই তোমার? দেখতে পাচ্ছ না। মেয়ে যে ষোলয় পা দিলে।

গর্গ। পনর পার হলেই ষোল হয়, এ ত জানা কথা।

রাসমণি। আর কত দিন ঘরে জীইয়ে রাখবে শুনি? এ বংশে চিরদিন গৌরীদান হয়ে আসছে, সে খেয়াল আছে তোমার?

গর্গ। আছে। তোমার ত গৌরীদান হয়েছিল,—আশাতীত ফল পেয়েছ। আর গৌরীদান এ বংশে হবে না।

রাসমণি। চুলোয় যাক গৌরীদান। তা বলে ষোল বছরের আইবুড়ো মেয়ে ঘরে থাকবে?

গর্গ। তাড়িয়ে দেব?

রাসমণি। তাড়িয়ে দেবে কেন? ভূভারতে কি পাত্র নেই?

গর্গ। পাত্র অনেক আছে; কিন্তু পাত্রের পিতাদের মনুষ্যত্ব নেই। একঘরের মেয়েকে কেউ ঘরে নিতে চায় না।

রাসমণি। একঘরে তুমি হতে গেলে কেন? কি তোমার দায় পড়েছিল একটা অনাথ ছেলেকে ঘরে নেবার? কেউ যদি তার মুখের দিকে না চায়, তুমিই বা চাইবে কেন?

গর্গ। রাসমণি, তুমি জান, সবার যে পথ, সে পথ আমার নয়। আমি সৃষ্টির ব্যতিক্রম, সমাজের বিশৃঙ্খলা, আচারসর্বস্ব ব্রাহ্মণ্যধর্মের মূর্ত প্রতিবাদ! স্মরণাতীত কাল থেকে সমাজের এই জগদ্দল পাহাড় মানুষের বুকের উপর নিশ্চল হয়ে চেপে বসে আছে; আমি এই পাহাড় পদাঘাতে সরিয়ে দেব। তোমরা বলবে আমায় উন্মাদ। সংসারে এমনি দু-একটা উন্মাদ এসে ঘুমন্ত জাতিকে নাড়া দিয়ে যায়, তাই জাতটা চলার পথে এগিয়ে যায়।

রাসমণি। কিন্তু তোমার মেয়ে—

গর্গ। হবে রাসু, হবে। ভগবানকে বিশ্বাস কর; আমি তাঁর কাজ কচ্ছি, তিনি আমার সংসারের বোঝা মাথায় তুলে নেবেন না? ওরে, ধর্মকে যে রাখে, ধর্মও তাকে দেখে।

[প্রস্থান

রাসমণি। ধর্ম! ধর্মের বালাই নিয়ে মরি।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাজপ্রাসাদ

মাধুরীর প্রবেশ

মাধুরী। দাদা ত আজও ফিরল না। জমে গেল নাকি? কবি কক্কের কাছে গান শিখছে না ত? চাঁড়াল হলো বামুন, আর চাষা হলো দাশ, কেই বা বইবে মোট, কেই বা কাটবে ঘাস?

গীতকণ্ঠে বৈষ্ণবের প্রবেশ

বৈষ্ণব

গীত

প্রেমের ঠাকুর প্রেম বিলাতে
ধূলোয় গড়াগড়ি যায়,
তোরা প্রেম নিবি কে নগরবাসি,
আয়রে ত্বরা ছুটে আয়।

মাধুরী। বেশ গানটি ত। তারপর?

[বৈষ্ণব গাহিতে লাগিল]

জাতের বেড়া হলো গুঁড়া,
ভাঙ্গল মানীর মানের চূড়া,
চোখের জলে জোয়ার চলে,
মড়া আঁখি মেলে চায়।

মাধুরী। বটে!

[বৈষ্ণব গাহিতে লাগিল]

অন্ধ আতুর বামুন মুচি
কোল দিয়ে সব করছে শুচি,
কষ্ক কাঁদে মায়ার ফাঁদে,
জুড়াও ঠাকুর, রাঙা পায়।

মাধুরী। কষ্ক? এও কষ্কের গান?

বৈষ্ণব। হ্যাঁ মা জননি। ডুটি ভিক্ষে দাও মা।

মাধুরী। হবে না ভিক্ষে। বেরিয়ে যাও। চাঁড়ালের গান গেয়ে ভিক্ষে মেলে না।

বৈষ্ণব। জয় হোক মা।

[প্রস্থান

মাধুরী। কান ঝালাপালা হয়ে গেল ছোটলোকের কথা শুনে। ভিখিরী গান গেয়ে ভিক্ষে করবে, তাও সেই ছোটলোকের গান। পৃথিবীর কি মহা প্রলয় ঘনিয়ে এল?

সহচরীগণের প্রবেশ

সহচরীগণ। রাজকুমারীর জয় হোক।

মাধুরী। জয় দিতে হবে না; ভাল গান কিছু থাকে ত গা, নইলে দূর হয়ে যা।

সহচরীগণ।—

গীত

চঞ্চল শ্যামরায়, অঞ্চল ছাড় হে,
নহে ত এ কুঞ্জ-নিবাস।

চারিধারে বহুজন মেলে আছে দুনয়ন,
কলঙ্ক রবে বারমাস।
কুটিলা ত মরে নাই, দেখে যদি তার ভাই,
দোঁহার করিবে শির চূর।
আমি তো ডুবেছি শ্যাম, ডুবিছে যে তব নাম,
ধিক ধিক কবে ব্রজপুর।
কি কহিবে যশোমতী, কি কবে গোকুলপতি,
যাই চলে ছাড় শ্রীনিবাস।
লাজ মান ঘৃণা ভয় সে চরণে কর লয়,
কহে কবি শ্রীকঙ্ক দাস।

মাধুরা। কি? তোদের মুখেও কঙ্ক? বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা বলছি। [সহচরীগণের প্রস্থান] বলছি আমি বাবাকে। যে-কেউ ছোটলোকের গান গাইবে, তাকে চাল কেটে তুলে দিতে হবে। কঙ্ক—কঙ্ক—কঙ্ক। উচ্ছন্ন যাবে দেশটা। বৈশাখ গেল, জ্যৈষ্ঠ গেল, আকাশ এক ফোঁটা বর্ষণ করলে না; মাঠের ধান মাঠে শুকিয়ে যাচ্ছে। এ দেখেও কি কারও হুঁস হচ্ছে না?

দেবরাণীর প্রবেশ

দেবরাণী। মাধুরি, বোষ্টম ঠাকুরকে তাড়িয়ে দিয়েছ?

মাধুরী। দেব না? চাঁড়াল কবির গান আমি শুনতে পারি না।

দেবরাণী। কবির কি কোন জাত আছে মা? কবি, কবি।

মাধুরী। ছাই কবি। যেমন ছোটলোক, তেমনি তার গান। যেমন ভাষা, তেমনি ছন্দ।

দেবরাণী। আক্ষেপ করে কি করবে মা? এই গান গেয়েই

আজ ভিখিরী ভিক্ষে চায়, মা ছেলেকে ঘুম পাড়ায়, মাঝিরা নৌকো বেয়ে যায়,—এমন কি বাঈজীরা আসর জমায়।

মাধুরী। চাল কেটে তুলে দেব।

রঞ্জনের প্রবেশ

রঞ্জন। দেওয়াই উচিত; নইলে বিপ্রপুর রাজ্য রসাতলে যেতে আর দেরী নেই।

দেবরাণী। কার কথা বলছ বাবা রঞ্জন?

রঞ্জন। ওই সব ছোটলোকদের কথা বলছি। এদের স্পর্ধা আকাশস্পর্শী হয়ে উঠেছে মাধুরি। এখনও যদি মহারাজ এদের শাসন না করেন, তাহলে বিপ্রপুর রাজ্যে বিপ্রদের আর বাস করতে হবে না। মুচি মেথর চাঁড়াল এসে সিংহাসন অধিকার করবে।

মাধুরী। চণ্ডালপল্লীতে গিয়েছিলে তুমি?

রঞ্জন। গিয়েছিলুম।

দেবরাণী। কি বলছে তারা?

রঞ্জন। বলছে—আমরা পুকুর চাই, রাস্তা চাই, ভদ্রলোকদের মত বেঁচে থাকতে চাই। তা যদি না পাই, খাজনা আমরা দেব না।

মাধুরী। দেবে না?

রঞ্জন। না।

দেবরাণী। তারা ত অন্যায় কিছু বলে নি। যা চায়, দিয়েই দাও না।

রঞ্জন। কেন দেব? এতকাল ত চণ্ডালপল্লীতে পথ ঘাট পুষ্করিণী ছিল না, তবু ত তারা খাজনা দিয়েছে। আজ দেবে না কেন?

দেবরাণী। তুমি ছেলেবেলায় হামাগুঁড়ি দিয়েছ বলে আজও

দেবে? কাল তারা জানত না, আজ জেনেছে যে, কিছু দিলেই কিছু পাওনা হয়। তাদের সে পাওনা তোমরা মেটাবে না কেন?

রঞ্জন। সবার সব পাওনা মেটাতে গেলে রাজ্য চলে না মহারাণি।

দেবরাণী। না 'চলে, তুলে দাও। তা বলে প্রজারা জল খেতে পাবে না, রাস্তার উপর দিয়ে নদী বয়ে যাবে, বছরে বছরে মহা-মারীতে পাড়া উজোড় হয়ে যাবে, তবু তোমাদের রাজত্বের রথ সমান জোরে চলবে, এত আবদার ত ভাল নয়।

মাধুরী। তুমি এসব কিছু বোঝ না। তাদের ক্ষেপিয়ে তুলেছে কে জান? তোমার গুণধর ছেলে। আর ওই বক্ষ হতভাগার গান।

দেবরাণী। একথা সত্য রঞ্জন?

মাধুরী। সত্য রাণি-মা।

দেবরাণী। আমার ছেলে দুটোই মানুষ হলো; মেয়েটা হলো একটা দুপেয়ে জানোয়ার।

রঞ্জন। এ আপনি কি বলছেন?

মাধুরী। বলতে দাও। যারা রাজ্য কখনও চোখেও দেখেনি, এ সেই বংশের মেয়ে। বাপ পূজো করে চাল কলা বেঁধে নিয়ে আসত, আর মা পৈতে কেটে বিক্রি করত। এক বেলা ভাত জুটত, আর এক বেলা ফ্যান খেত। এরা রাজনীতির কি বুঝবে?

দেবরাণী। বুঝতে চাই না মা, তোমরা বাপ-বেটীতে বুঝলেই হবে। আমার বাবা গরীব ছিলেন বটে, কিন্তু ঘরে বসেই তিনি দেবদর্শন করেছিলেন, তোমার বাবার মত তীর্থে গিয়ে পুঁইমাচা দেখেননি।

মাধুরী। তোমার সাহস ত কম নয়। বাবার নিন্দে করছ?

দেবরাণী। কি করব মা? ফ্যান খেয়ে মানুষ কিনা, ভাল কথা শিখিনি।

রঞ্জন। তাবলে আপনি মহারাজের অমর্যাদা—

দেবরাণী। দেখ বাবা, মায়ের চেয়ে যার বেশী দরদ, তাকে বলে ডান।

রঞ্জন। আপনি অনর্থক আমায় অপমান কচ্ছেন।

দেবরাণী। করলুমই বা, আপনজন ত। কথাটা বলেই যাই। আর তিনমাস পরে মহারাজ তোমাদের বিবাহের দিন স্থির করেছেন। আনন্দ কর বাবা, তুমিও আনন্দ কর। যেমন অপদার্থ বর, তেমনি অন্তঃসারহীন কনে।

[প্রস্থান

রঞ্জন। কথাটা শুনেই গেলে, কিছুই বলতে পারলে না?

মাধুরী। তুমিও ত বলতে পারতে।

রঞ্জন। আমি বললে যে আবার তোমার অভিমান হয়, নইলে এসব কথা আমি সহ্য করি? আমি একে নগরপাল, তার উপর দেওয়ান দুর্লভ রায় আমার পিতা। আমাদের বংশে আজ পর্যন্ত নৈকষ্য কুলীন ছাড়া আর কেউ কন্যাদান করতে পারেনি। আমার পিতামহের তিনশো বিবাহ ছিল; তারা সবাই নৈকষ্য কুলীনের মেয়ে।

মাধুরী। আমাকে ত তাহলে ঘরে তুলতে পারবে না। আমি ত কুলীনের মেয়ে নই।

রঞ্জন। তোমার কথা ছেড়ে দাও। তুমি আমার ভাগ্যলক্ষ্মী।

মাধুরী। কিন্তু ভাগ্য ত আমি সঙ্গে নিয়ে যাব না। পিতা আমাকে অর্ধেক রাজত্ব যৌতুক দেবেন সত্য, কিন্তু আমি তা কল্লোলকে দিয়ে যাব।

রঞ্জন। অনর্থক ছেলেটার অনিষ্ট করবে কেন? অর্ধেকই সে রাখতে পারবে না, তার উপর তোমার অর্ধেক যদি সে পায়, শত্রুর দল তার রাজ্যটাও নেবে, মাথাটাও নেবে।

মাধুরী। তোমার মত বীরপুরুষ যার আত্মীয় হবে, তার আর ভাবনা কি?

রঞ্জন। তুমি যেন রহস্য কচ্ছ।

মাধুরী। রহস্য নয়। কিন্তু চণ্ডালরা তোমায় হুমকি দিলে, আর তুমি অমনি সুবোধ বালকের মত পালিয়ে এলে? হাতে চাবুক ছিল না?

রঞ্জন। চাবুক না থাকলেও তলোয়ার ছিল।

মাধুরী। দলপতির মাথাটা নিয়ে আসতে পারলে না?

রঞ্জন। তাহলে তোমার ভাই আমার মাথা নিতেন।

মাধুরী। তবে আর কি? অসহায় পঙ্গুর মত কীল খেয়ে কীল চুরি করগে।

রঞ্জন। এত অপদার্থ আমাকে মনে কচ্ছ কেন? আমি তাদের দলপতিকে নিয়ে এসেছি।

মাধুরী। বেশ করেছ। কিন্তু তাতেই ত ফলে ফুলে দেশটা ভরে উঠবে না। সকাল-সন্ধ্যা ওই চাঁড়াল কবির গান শুনতে তোমারই কি ভাল লাগে? এখনও যদি তোমরা সাবধান না হও, তাহলে এখানেও অযোধ্যার পুনরভিনয় হবে, আকাশ আর বর্ষণ করবে না, মহামারীতে দেশটা উজোড় হয়ে যাবে, তারপর তোমরা দগ্ধ মাটির উপর মহানন্দে রাজত্ব করো।

রঞ্জন। গর্গ শর্মাকে তলব দেওয়া হয়েছে। তাঁকে আমরা কি বলি, নিজের কানে শুনে যাও।

মাধুরী। গর্গ ঠাকুর তোমাদের জ্ঞাতি নয়? জ্ঞাতির মুখ চেয়ে শাসনযন্ত্রটা যেন বিকল হয়ে না যায়।

রঞ্জন। তুমি ভুল বুঝেছ। আমাদের টলাবার সাধ্য গর্গ শর্মার নেই। তাঁর দীঘিতে আমার জ্যাঠা পল্লব রায়ের স্নান করবার অধিকার নেই। তিনি আমাদের জ্ঞাতি হলেও মহাশত্রু।

[প্রস্থান

কল্লোলের প্রবেশ

কল্লোল। দিদি, ও দিদি,—[হাঁপাইতে লাগিল]

মাধুরী। হাঁপাচ্ছিস কেন?

কল্লোল। দূর থেকে ছুটতে ছুটতে আসছি কিনা। দাঁড়া, দম নিয়ে নিই।

মাধুরী। বেশ করে দম নে, আমার এখন অপেক্ষা করবার সময় নেই।

কল্লোল। সময় নেই বললে চলে? তোর জন্মেই ছুটে আসছি। দেখবি আয় দিদি, দেখবি আয়, সে আসছে।

মাধুরী। কে আসছে রে?

কল্লোল। কবি কঙ্ক।

মাধুরী। আবার কঙ্ক?

কল্লোল। তুই লাফিয়ে উঠছিস কেন? শুনলুম রাস্তার লোক নাকি হাঁ করে চেয়ে চেয়ে দেখছে আর তুই পোড়ামুখী নাম শুনেই তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলি? কবি কঙ্ক—

মাধুরী। খবরদার, ছোটলোকের নাম আমার কাছে করবি না!

কল্লোল। ওই তোর মুখে একবুলি, ছোটলোক, ছোটলোক।

এ হচ্ছে ভগবানের রাজত্ব—জানিস? এখানে ছোট বড় কেউ নেই; সব একজনেরই সন্তান। মুচি হয়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে। বুঝলি কিছু? ছাই বুঝেছিস; তোর মাথায় পচা গোবর।

মাধুরী। হতভাগা, গুরুজনের সঙ্গে কথা বলতে শেখনি।

কল্লোল। তুই শিখেছিস? দাদার সঙ্গে তুই এমনি করেই ত কথা বলিস। তুই যদি দাদাকে বক দেখাস, আমিও তোকে সাপ দেখাব। এখন তুই যাবি কি না তাই বল।

মাধুরী। যা যা, তুই গিয়ে ভাল করে কবি দর্শন করগে। আমি স্নান করে এসেছি, এখন ছোটলোকের মুখ দেখব না। [গমনোদ্যোগ]

[কল্লোল পথ রোধ করিয়া গান ধরিল]

কল্লোল।—

গীত।

এ তোর মিছে অভিমান!
ছোটলোকে গড়ে নি ত ছোটলোক এক ভগবান্।
আনন্দেতে ওরাও হাসে, দুঃখে নয়নজলে ভাসে,
কাটলে মাথা ওরাও মরে, ওদেরো দেহে আছে প্রাণ।
চলে না ওরা চারি পায়ে,
রয় না গাছে নীড় বানায়ে—
ওদেরো ঘরে রবিশশী নিত্য করে আলো দান।

মাধুরী। [কান ধরিয়া] আবার যদি ছোটলোকের নাম করবি ত তোকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলব। পুঁথি-পত্র নিয়ে আয়, আমি তোকে পড়াব।

কল্লোল। মানুষকে যে পোকামাকড় মনে করে, সে গরু হতে পারে, গুরু হতে পারে না। [প্রস্থান

মাধুরী। সব দাদার কুশিক্ষা। যাচ্ছি আমি বাবার কাছে। আমি এ অনাচারের মূল শুদ্ধ উপড়ে দিয়ে তবে পরের ঘরে যাব।

সৃষ্টিধরের প্রবেশ

সৃষ্টিধর। দাদাঠাকুর কোথায়, আমাদের দাদাঠাকুর?

মাধুরী। কেন? কি চাই তোমার?

সৃষ্টিধর। আমাদের নালিশ আছে।

মাধুরী। কিসের নালিশ?

সৃষ্টিধর। একি অত্যাচার? কার পাকা ধানে মই দিয়েছি আমরা যে, আমাদের যখন তখন গলায় দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে আসবে? আমরা এ রাজ্যের প্রজা নই? আমাদের মেয়েরা জন খাটে বলে তাদের ইজ্জৎ নেই যে, যে-সে তাদের কটু-কথা বলবে? তুমি ত রাজার মেয়ে? বল দিদিঠাকরুণ, বল; দোষ করে থাকি, তলব দিলেই আসব, তার জন্যে ভাতের থালায় থুথু দেবে?

মাধুরী। তুমি কে?

সৃষ্টিধর। দেখতেই ত পাচ্ছ চণ্ডাল।

মাধুরী। কি নাম তোমার?

সৃষ্টিধর। আমার নাম ছিষ্টিধর।

মাধুরী। বটে! তুমিই ত বিদ্রোহী চণ্ডালদের দলপতি।

সৃষ্টিধর। আরও একটা পরিচয় আছে আমার। আমারই ভাইপো কবি কঙ্ক।

মাধুরী। উচ্ছন্ন যাক কবি কঙ্ক।

সৃষ্টিধর। কেন? উচ্ছন্ন যাবে কেন? বামুনের ছেলে চাঁড়ালের ভাত খেয়েছে বলে? চুরি ত করেনি, রাহাজানি ত করেনি, ওই

ব্যাটা গেঁজেলের মত যাকে তাকে দেখে শিস ত দেয়নি। তবু তার জাত গেছে?

মাধুরী। হ্যাঁ, গেছে।

স্থষ্টিধর। গেছে ত গেছে। বয়ে গেল। বামুনরা যদি তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, আমরা তাকে মাথায় করে নিয়ে আসব। আর বামুন ত সব ব্যাটা। গর্গ কঙ্ক আর তোমাদের দাদাঠাকুর ছাড়া বামুন কোন ব্যাটা?

মাধুরী। বাচালতা করো না; মনে রেখো আমি রাজকন্যা।

স্থষ্টিধর। অলেয্য কিছু যদি বলে থাকি, না হয় কান মলছি। তুমি দাদাঠাকুরের বোন, ধরে দু ঘা বসিয়ে দিলেও ত কিছু বলব না। তাবলে ও ব্যাটা গাঁজাখোর আমাদের ভাতে থুথু দেবার কে?

মাধুরী। তোমরা খাজনা বন্ধ করেছ কেন?

স্থষ্টিধর। কেন দেব? এতদিন ত খাজনা দিয়েছি। কি পেয়েছি আমরা জুতো লাঠি আর গালাগাল ছাড়া? দেশে মড়ক লাগলে শুধু আমাদের ছেলেমেয়েরা মরে কেন? আমাদের গলায় সাঁড়াশী দিয়ে চাঁদা তুলে তোমরা করবে পুজো, আর আমরা তার কাছেও ঘেঁসতে পারব না কেন?

মাধুরী। রাজার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর, তিনিই যোগ্য উত্তর দেবেন।

স্থষ্টিধর। আর আমাদের যে এই লোকটা অপমান করেছে, তার জবাব ত তুমি দেবে?

মাধুরী। আমি দেব কেন?

স্থষ্টিধর। তুমিই ত দেবে। তার সঙ্গে যে তোমার বিয়ে হবে। তাইত তার এত বাড় বেড়েছে। তাইত আমরা তাকে বেশী-কিছু

বলতে পারি না। নইলে তারই জুতো দিয়ে তাকে লম্বা করে দিতুম।

মাধুরী। এত সাহস তোমার, তুমি আমার কাছে তার নিন্দা কর?

সৃষ্টিধর। তোমার কাছেই ত করব। ওর বিষদাঁত শুধু তুমিই এক কথায় ভাঙতে পার। দিদিঠাকরুণ, তুমি দাদাঠাকুরের বোন; দোহাই তোমার, ও উল্লুকটাকে তুমি বে করো না। ও ব্যাটা কিছুতেই বামুনের ছেলে নয়। নমস্কার। [প্রস্থান

মাধুরী। ছোটলোকের বড্ড বাড় বেড়েছে। মরবেও তেমনি। [প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

পল্লব রায়ের গৃহ

দুর্লভ ও পল্লবের প্রবেশ

দুর্লভ। এত স্পর্ধা গর্গের? তোমাক দীঘিতে যেতে নিষেধ করে? তুমি তার নিষেধ শোননি ত?

পল্লব। না শুনে কি উপায় আছে? ঐরাবত ব্যাটা দশটা চোখ মেলে বসে আছে। একবার আমায় পুকুরে যেতে দেখলে এক ঘুসিতে মাথাটা ছাতু করে রাস্তায় ছড়িয়ে দেবে।

দুর্লভ। কলুকে তোমার এত ভয়? নৈকষ্য কুলীনের সন্তান হয়ে একথা বলতে তোমার লজ্জা হচ্ছে না? সে যদি তোমার ছায়া মাড়াতে আসে, তুমি তাকে অভিশাপ দিতে পারবে না?

পল্লব। কত অভিশাপ ত দিলুম; তার একটাও ত ফলল না। গর্গ তেমনি মাথা উঁচু করে গাঁয়ের পথ দিয়ে চলে যায়, কঙ্ক তেমনি টোলে বসে ছাত্রদের পাঠ দেয়, আর ওই ঐরাবত ব্যাটা যত বয়সে বাড়ছে, তত দৈর্ঘ্যে প্রস্থেও বাড়ছে। ব্যাটা বাজারের পথে আমার সীমানায়—যেতে একবার থুথু ফেলে, আসতে একবার থুথু ফেলে। এত যে মা কালীকে পাঁঠা মানত কচ্ছি, তবু কি একটাও মচ্ছে? মরা দূরে থাক, একটা অসুখ বিসুখ পর্যন্ত নেই!

দুর্লভ। ধিক তোমাকে! নৈকষ্য কুলীনের সন্তান তুমি, শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ তুমি, তোমার মুখের কথায় অগ্নিবৃষ্টি হবে; আর তুমি একটা সামান্য কলুর ভয়ে অস্থির?

পল্লব। মানুষটা সামান্য, কিন্তু তার দেহটা সামান্য নয় ভাই। তুমি বোধহয় তাকে ছেলেবেলায় দেখেছ। এখন একবার দেখে এস। সে একটা পাহাড়!

দুর্লভ। যে ব্রাহ্মণ গণ্ডূষে গঙ্গাকে শোষণ করে, তার কাছে পাহাড় অতি তুচ্ছ। শোন দাদা, তুমি আমার নাম করে জোর করে দীঘির জল ব্যবহার করবে; আমি দেখতে চাই, কে তোমাকে বাধা দেয়।

পল্লব। দেখবে কোথা থেকে? তুমি ত পড়ে থাক রাজধানীতে। এর পর রাজকন্যার সঙ্গে ছেলের বিয়ে হলে আর তোমার ছায়াও দেখতে পাব না। তুমি গাঁয়ে থাকলে কি সমাজের বুকের উপর বসে এত অনাচার করতে পারে? কি ছাই দেওয়ানি কচ্ছ? রাজাকে বলে গর্গের ভিটে-মাটি উচ্ছন্ন করতে পার না?

দুর্লভ। কেন পারব না? তুমি কি আমায় তুচ্ছ লোক মনে করছ? এতদিন রাজা ছিলেন না, উন্মাদ যুবরাজ কারও কথা কানে

তুলত না। আজ মহারাজ ফিরে এসেছেন; এইবার দেখতে পাবে কত শক্তি এই দুর্লভ রায়ের। আমি যদি তাকে দেশছাড়া না করতে পারি, বৃথাই আমার নাম দুর্লভ রায়।

পল্লব। তাহলে তোমার ছেলের সঙ্গে রাজকন্যার বিবাহ স্থির?

দুর্লভ। হ্যাঁ; আর তিন মাস পরেই বিবাহ।

পল্লব। তুমি কিন্তু বেশ গুছিয়ে নিলে ভাই। ভাবলেও মনে হয় স্বপ্ন দেখছি। রাজা তোমার বেয়াই, রাজকন্যা তোমার পুত্রবধূ! আমার ছেলেটা যদি একটা চৌকিদারও হতে পারত। কপাল, সবই কপাল। বাপের বাড়ী থেকে আমিই বৌমাকে নিয়ে এসেছিলুম। নৌকোর মধ্যে প্রসব হলো একটা মড়া মেয়ে। কবর দেব বলে নদীর ঘাটে গর্ত খুঁড়ে এসে দেখলুম,—বৌমা অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে আর তাঁর কোলে শুয়ে আছে একটা জলজ্যান্ত ছেলে।

দুর্লভ। তুমি অত্যন্ত বিষয়বুদ্ধিহীন। মেয়ে কখনও ছেলে হয়?

পল্লব। হয় ভায়া, কপালে থাকলে সবই হয়। নইলে চাঁড়াল ব্যাটা কঙ্ক—সে হলো কি না কবি! তার গান ঘাটে মাঠে সবাই গায়।

দুর্লভ। সে কি কথা দাদা?

পল্লব। তবে আর বলছি কি ছাই? কি করবে কর, নইলে জাতজন্ম সব রসাতলে গেল।

গীতকণ্ঠে পীরমহম্মদের প্রবেশ

পীরমহম্মদ।—

গীত

জাতের বড়াই করিস কেন, জাত ধুয়ে কি জল খাবি?
হাজার গলায় পৈতে ঝোলা, মিটবে না প্রাণের দাবি।

পল্লব। কেন তুই বামুনের উঠোনে ঢুকেছিস?

[পীর মহম্মদ গাহিয়া চলিল]

বামুন ছাড়া সব কি মেকি?
পৈতে ছুঁয়ে বল ত দেখি,
এই দুনিয়ার যত খাবার সব কি তোরা একা খাবি?

দুর্লভ। বেরো শূয়ার, বেরো।

[পীর মহম্মদ গাহিতেছিল]

এ সংসার চিড়িয়াখানায়
তোদের মত সব সেয়ানায়
খুঁজেই মলি, পেলি না রে রইল কোথা আলোর চাবি।

দুর্লভ। তো ব্যাটাকে ত কখনও আর দেখিনি। কে তুই?

পল্লব। ওকে চেন না? এই ব্যাটাই কঙ্কের গুরু।

দুর্লভ। যেমন চাঁড়ালবামুন, তেমনি তার মুসলমান গুরু।

পীরমহম্মদ। আরও একটা পরিচয় আছে দাদা। আজ বলব না। দেখি কতদূর উঠতে পার তোমরা। তারপর এসে তোমাদের মাথা আমি ধূলোয় মিশিয়ে দিয়ে যাব। যদি ভাল চাও, কঙ্কের পেছনে লেগো না, খবরদার। [প্রস্থান

পল্লব। দেখলে ত, ছোটলোকের স্পর্ধা দেখলে ত? সব গর্গের কুশিক্ষা আর কঙ্ক ব্যাটার প্রশ্রয়।

দুর্লভ। তাই দেখছি। চণ্ডালপল্লীর ছোটলোকগুলো রাজকর বন্ধ করে দিয়েছে, সেও এদেরই প্ররোচনা। আমি এখনি ফিরে যাচ্ছি রাজধানীতে। তুমি কিছু ভেবো না দাদা। আমি এ অনাচারের অচিরেই প্রতিবিধান করব, নইলে আমি ব্রাহ্মণের সন্তান নই।

[প্রস্থান।

পল্লব। কপাল, পাতাচাপা কপাল! নইলে মড়া মেয়ে ছেলে হয়ে যায়, আর সেই ছেলে হয় রাজার জামাই! ওঃ—বুকটা ফেটে গেল বুঝি।

মাধবের প্রবেশ

মাধব। কি হলো বাবা? বুক চেপে ধরেছ কেন?

পল্লব। যা ব্যাটা, যা, খুব হয়েছে। দুর্লভের ছেলে রাজার জামাই হবে, আর তুই কঙ্ক ব্যাটার কাছে গুষ্টির মাথা পড়ছিস।

মাধব। হিংসে কচ্ছ কেন বাবা? দাদা রাজার জামাই হলে তার ঐশ্বর্যের ঢেউ তোমার গায়ে এসেও লাগবে।

পল্লব। ছাই লাগবে। তোর মত ছেলে যার, তার চালে কখনও খড় জুটবে না। রঞ্জন ব্যাটা রাজার জামাই হলো, আর তুই শূয়ার জামাই হতে পারলি না?

মাধব। কি করে পারব? তার বাবা রাজার দেওয়ান, আর আমার বাবা? গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল।

পল্লব। তুই হতভাগা জন্মাবার পর থেকেই ত সোনা মুঠো হাতে তুললে ছাই হয়ে যায়! কঙ্ক ব্যাটার চেয়ে তুই ব্যাটাই কি অপয়া কম?

মাধব। দোষ অপয়ার নয় বাবা, তোমার স্বভাবের দোষ; মানুষের ভাল যে দেখতে পায় না, তার নিজের ভালও হয় না। পড়শীর ঘরে আগুন দিলে নিজের ঘরও পোড়ে।

পল্লব। পেটে ভাত নেই, এতবড় ছেলে—বাপ-মাকে এক মুঠো অন্ন দিতে পারলে না; আবার ন্যায়শাস্ত্র আওড়াচ্ছে। জুতিয়ে লম্বা করব হতভাগা।

যোগেশ্বরীর প্রবেশ।

যোগেশ্বরী। হাজারবার বারণ করেছি, আমি জল আনতে যাব না, যাব না; তবু আমাকে দিয়ে রেতের বেলা জল আনানো? হলো ত এইবার? খাও জল, পেট ভরে খাও।

পল্লব। হলো কি? লাফাচ্ছ কেন?

যোগেশ্বরী। লাফাব না? পোড়ামুখো মিনসে, তোমার মরণ হয় না কেন?

পল্লব। আরে মরণটা একটু পরে হলেও ত চলবে। এখন তোমার কথাটাই বল। কলসী কোথায়?

যোগেশ্বরী। কলসী তোমার চিতার পাশে রেখে এসেছি। কবে তোমায় পোড়াবে, তোমার চিতায় জল ঢালতে হবে না?

পল্লব। কিচ্ছু দরকার নেই; তোমার চোখের জলেই চিতা নিভে যাবে।

মাধব। কি হয়েছে মা?

যোগেশ্বরী। তোদের বাপ-ব্যাটার মাথা হয়েছে।

পল্লব। আমাদের মাথা হয়নি, তোমারই মাথা গরম হয়েছে। দে ত মাধব, মাথায় এক কলসী জল ঢেলে দে।

যোগেশ্বরী। জল আছে যে ঢেলে দেবে? পোড়ামুখো মিনসে, একটা ডোবা যার নেই, পরের সঙ্গে সে লাগতে যায় আবার কোন আক্কেলে?

মাধব। কেন যাও মা তুমি? তোমরা কি বললেও কথা শুনবে না? লজ্জা শরম কি সবই ডালি দিয়েছ? আমি ত জল এনে দিচ্ছিলুম, তাতে কি স্নান পান চলতো না?

যোগেশ্বরী। কি করে চলবে? তোর নৈকষ্যকুলীন বাপ যে তোর হাতে জল খাবে না। বিষ নেই তার কুলোপানা চকোর!

পল্লব। বিধুমুখি, তুমি এখন স্থির হও।

যোগেশ্বরী। কেন স্থির হব? তোমার ভয়ে? তোমার যা মুরোদ, সে আর আমার জানতে বাকি নেই।

মাধব। মা,—

পল্লব। আরে চুলোমুখি, কলসী কোথায়?

যোগেশ্বরী। [ভ্যাঙাইয়া] কলসী কোথায়! কলসী ঐরাবতের হাতে।

পল্লব। কি, আমার ব্রাহ্মণীর হাত থেকে কলসী কেড়ে নেয় কলু! আমি অভিশাপ দিয়ে গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দেব, আর সেই কলুর দেহটা ছাই করে ধূলোয় মিশিয়ে দেব।

মাধব। থাক বাবা, এতক্ষণে ঐরাবত পারাবত হয়ে উড়ে গেছে। তোমার যা অভিশাপের জোর—সে সবাই জানে। তুমি আর পুকুরে যেও না মা। গর্গ শর্মা যখন অস্পৃশ্য, তখন তার দীঘিটাও অস্পৃশ্য। আমার ত জাত নেই, যত জল লাগে আমিই এনে দেব।

পল্লব। তোর আনা জলে আমি পা-ও ধোব না।

মাধব। তবে আর তোমার বেঁচেও কাজ নেই। তুমি মর, গ্রামটা জুড়িয়ে যাক।

[প্রস্থান

পল্লব। ঐরাবত তোমার কলসী কেড়ে নিলে, আর তুমি ডুব না দিয়েই বাড়ী ঢুকলে?

যোগেশ্বরী। পোড়ামুখো মিনসে, ডুবটা দেব কোথায়? তোমার বাপ কটা পুকুর কাটিয়ে রেখে গেছে?

ঐরাবতের প্রবেশ।

ঐরাবত। বাপ তুলো না মা-ঠাকরুণ; এখুনি শাপ দিয়ে দেবে, আর তুমি দেখতে দেখতে পাথর হয়ে যাবে।

পল্লব। কে? ঐরাবত শূয়ার?

ঐরাবত। আজ্ঞে, হ্যাঁ দেবতা। পায়ের ধুলো দি'ত আজ্ঞে হোক।

পল্লব। সরে যা বদমায়েসের ধাড়ি। তুই ব্যাটা ছোটলোক কি বলে আমার বাড়ী ঢুকলি?

ঐরাবত। ছোটলোক বলেই ঢুকলুম। ভদ্রলোক ত তোমার বাড়ী ঢোকে না।

পল্লব। ঢোকে না? ব্যাটা চোখে দেখতে পাও না? গাঁয়ের যত পণ্ডিত, সব আমার উঠোনে গড়াগড়ি যায়।

ঐরাবত। ওগুলো মানুষ নাকি? সব টিকিধারী ভ্যাড়ার পাল।

পল্লব। ব্যাটা, তোকে আমি খড়মপেটা করব।

ঐরাবত। কেন খড়মটা ভাঙ্গবে ঠাকুর? ভাঙ্গলে ত তোমার আর জুটবে না।

যোগেশ্বরী। তুই আমার কলসী কেড়ে নিলি কি বলে?

ঐরাবত। তাতে কি হয়েছে মা-ঠাকরুণ? তোমার মাধব কাছে থাকলে তোমার হাত থেকে কলসী কেড়ে নিত না? জোয়ান ছেলে কাছে থাকতে তুমি কেন অন্ধকার রাতে কলসী কাঁখে আছাড় খেয়ে মরবে? ভরা কলসীটা রান্নাঘরের দাওয়ায় রেখে এসেছি।

পল্লব। তোর হাতের জল আমরা খাব ব্যাটা?

ঐরাবত। খেয়ে দেখ, টকও নয়, তেতোও নয়।

পল্লব। হাঁ করে চেয়ে রইলে কেন? জল ফেলে দাওগে।

যোগেশ্বরী। না—ফেলব না। ওই জলেই আজ রান্না হবে। যার মুরোদ নেই, তার আবার দর্প কিসের? শোন ঐরাবত,—

ঐরাবত। বল মা-ঠাকরুণ।

যোগেশ্বরী। তুই এমনি করে রোজ আমাকে রান্নার জল দিয়ে যাবি।

পল্লব। ওরে, চৌদ্দপুরুষ নরকে যাবে।

যোগেশ্বরী। অনেকদিন আগেই গেছে। স্বর্গে যদি যায়, এই ছোটলোকেরাই যাবে, তোমাদের স্থান কুম্ভীপাক নরকে।

[প্রস্থান

পল্লব। চুলোমুখীকে আমি আজই তাড়াব। তুই ছোটলোকের বাচ্ছা এখনও দাঁড়িয়ে আছিস? ব্যাটা নচ্ছার—

ঐরাবত। দেখ ঠাকুর, গালাগাল দিও না বলছি, তুলে আছাড় মারব। বড্ড বাড় বেড়েছে তোমার। এখনও যদি না সামলাও, তাহলে হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গব। তোমার ভাই ওই দুর্লভ ঠাকুর ব্যাটার বউয়ের কি সর্বনাশ করেছিল, ঐরাবত জানে না? পোয়াতি বউটাকে তাড়িয়ে ত দিলেই, তার গয়নাগুলো পর্যন্ত রেখে দিলে।

পল্লব। তবে রে মিথ্যুক,—

ঐরাবত। আর তোমার সেই রাঁড়ী বোনটা—দেখবে তাকে? তোমরা ত তার মরণ রটিয়ে দিয়েছ? সে এখন একপাল ছেলে-মেয়ে নিয়ে কৈবর্ত্তের ঘর করছে।

পল্লব। বেরিয়ে যা মিথ্যুক, বেরিয়ে যা আমার বাড়ী থেকে। কেচ্ছা গাইতে হয় তোর মনিবের গাইবি। সোমত্ত মেয়েকে নিয়ে চাঁড়ালব্যাটা রাসলীলে কচ্ছে আর সে চেয়ে চেয়ে দেখছে।

ঐরাবত। কি বললি বামনা?

পল্লব। বলছি তোর মাথা। মনে করেছে কঙ্ককে জামাই করবে। ছাই করবে। সে মধু খাবে, হুল নেবে না।

ঐরাবত। তবে রে উল্লুক, তুমি আমার দিদিমণির খোয়ার কচ্ছ? আজ তোমাকে মেরেই ফেলব। [সজোরে হস্তধারণ] বল, বল, কি করেছি আমরা তোমাদের?

গর্গের প্রবেশ ও ঐরাবতের কর্ণ ধরিয়া আকর্ষণ

গর্গ। গায়ে জোর থাকলেই জোর দেখানো চলে না।

ঐরাবত। তুমি আছ না মরেছ? হতভাগা বামুন যা খুসী তাই বলবে, আর তুমি কেবলি আমার হাত বেঁধে রাখবে?

গর্গ। হাত যেদিন খুলে দেব, সেদিন গ্রামেরও মহাপ্রলয় হবে, আর তোরও মাথাটা হাওয়ায় উড়ে যাবে।

ঐরাবত। যাক, তবু আমি এই বামনাকে মামার বাড়ী দেখাব, তবে আমার নাম ঐরাবত।　　　　[প্রস্থান

গর্গ। পল্লব-দা—

পল্লব। যাও যাও, খুব হয়েছে; সাপ হয়ে কামড়েছ, আবার রোজা হয়ে ঝাড়তে এসেছ।

গর্গ। ঝাড়তে আসিনি। তোমাকে ঝেড়ে আর কি করব? হাজার ঝাড়লেও বিষ নামবে না।

পল্লব। বিষ আমার না তোমার?

গর্গ। আমি ঢোঁড়া সাপ,—মাথায় পা দিলে কামড়াই বটে, কিন্তু বিষ ঢালি না।

পল্লব। আমার ব্রাহ্মণীর হাত থেকে তোমার চাকর কলসী কেড়ে নেয়, এ তোমার শেখানো নয়?

গর্গ। নিশ্চয়ই। কিন্তু এ ত তোমার জানাই ছিল। আমি যা করি, ঢাকঢোল বাজিয়েই করি। তুমি রাত্রির অন্ধকারে গৃহিণীকে জল আনতে পাঠিয়েছিলে কেন? নিজে যেতে পারনি? ঐরাবতের ভয়ে নিজে ঘরের কোণে লুকিয়ে থাকবে, আর স্ত্রীকে পাঠাবে চুরি করতে? ও গোঁয়ারগোবিন্দ না চিনতে পেরে যদি একটা লাঠির ঘা বসিয়ে দিত?

পল্লব। তাহলে এতক্ষণ তুমি ছাই হয়ে যেতে।

গর্গ। আমাকে ছাই করবার সাধ্য থাকলে তুমি এতদিন অপেক্ষা করতে না। কথায় কথায় যে মিথ্যে বলে, তার কথা কখনও ফলে না।

পল্লব। আমার বাড়ী বয়ে তুমি আমায় অপমান করতে এসেছ?

গর্গ। অপমান যদি করতে হয়, বাড়ী বয়ে এসে করাই উচিত; নিজের ঘরে পেলে অতিথি হয় নারায়ণ।

পল্লব। তুমিও আমার কাছে নারায়ণের মর্যাদা চাও নাকি?

গর্গ। কিছুই চাই না তোমার কাছে। সারাজীবন তোমরাই আমার কাছে হাত পাতবে; আমি বাটি ভরে অমৃত দেব, তোমরা শুধু বিষ উগরে দিও। দেখি কত বিষ আছে তোমাদের গলায়।

পল্লব। আমিও দেখব কত বিষের জ্বালা তুমি সইতে পার।

গর্গ। দুর্লভ রায় এসেছে? কোথায় সে? ডাক, ডাক, আমার একটা কথা আছে।

পল্লব। কথা থাকে, রাজবাড়ী যাও, সে চলে গেছে।

গর্গ। চলে গেছে! তাইত, তাহলে রাজবাড়ীই আমায় যেতে হবে দেখছি। রাজকন্যার সঙ্গে রঞ্জনের বিবাহ!

পল্লব। কেন, তোমার আপত্তি আছে?

গর্গ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, বন্ধ কর—বন্ধ কর। এ বিবাহ হতে পারে না। মহা অনর্থের সৃষ্টি হবে, সে তোমরা সইতে পারবে না।

পল্লব। কি অনর্থ হবে শুনি।

গর্গ। সেকথা সবাইকে বলা যায়, কিন্তু তোমাকে বলা যায় না।

পল্লব। কেন আমি কি?

গর্গ। তুমি একটি পৈতেধারী জানোয়ার।

[প্রস্থান

পল্লব। আমি যখন জানোয়ার, তখন তোমার বুকে ভালো করে দাঁত বসিয়ে দেব, দেখি তুমি কত কামড় সইতে পার।

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

রাজপ্রাসাদ

বিপ্রবল্লভ ও মাধুরীর প্রবেশ

বিপ্রবল্লভ। আমি তোমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করেছি মা। তোমার মা অবশ্য কথাটা শুনেই মুখ ঘুরিয়ে চলে গেছে। কিন্তু আমি জানি, তুমি তার মত অবুঝ হবে না।

মাধুরী। আমাকে একথা কেন বলছ বাবা?

বিপ্রবল্লভ। তোমার আপত্তি নেই ত মা?

মাধুরী। তোমার কথায় আপত্তি করব, এত অবাধ্য আমি নই বাবা।

বিপ্রবল্লভ। তুই আমার মেয়ে না হয়ে যদি ছেলে হতিস মা, তাহলে রাজ্যরশ্মিটা তোর হাতে তুলে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে চোখ বুজতে পারতুম। জীবনের সায়াহ্নে এসে শুধু এই একটা চিন্তাই আমাকে পাগল করে তুলেছে, কে ধরবে এই রাজ্যের শাসনদণ্ড, কে রক্ষা করবে বিপ্রপুর রাজ্যের বিপ্রকুলের মানমর্যাদা। তুই নিবি মা, রাজ্যটা তুই নিবি?

মাধুরী। না বাবা।

বিপ্রবল্লভ। তবে এক কাজ করি মা। আমি ব্যবস্থা করে যাব—যেন রাজকোষ থেকে তোকে মাসে মাসে পাঁচ হাজার টাকা বৃত্তি দেওয়া হয়।

বিচিত্রবল্লভের প্রবেশ

বিচিত্র। পিতা, গর্গ ঠাকুর আসতে পারলেন না।

বিপ্রবল্লভ। কেন? আমার কথা তার কাছে ছেলেখেলা?

বিচিত্র। না-না, তা নয়। আসার ইচ্ছা তাঁর ছিল, তবে—

মাধুরী। তবে তাঁর ছেলে তাঁকে আসতে দেয়নি।

বিপ্রবল্লভ। ছেলে কে?

মাধুরী। কবি কঙ্ক; শোননি তার নাম? পথে ঘাটে মাঠে সবাই যে তার গান গায়।

বিচিত্র। তুই শুনেছিস দিদি? বড় অপূর্ব্ব গান। আমি গর্গ ঠাকুরের মেয়ের মুখে শুনেছি। এমন গান আমি কখনও শুনিনি।

মাধুরী। গান ভাল লাগল, না গাওয়া ভাল লাগল?

বিচিত্র। তুইই ভাল। যেমন গীতিকার, তেমনি গায়িকা। আমি কঙ্ককে সঙ্গে করে এনেছি পিতা।

বিপ্রবল্লভ। কোথায় সে?

বিচিত্র। সেও এক অদ্ভুত ব্যাপার। পথে আসতে আসতে দেখলুম, রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি নিয়ে যাচ্ছে। কঙ্ক বাহকদের থামিয়ে গানের পর গান গেয়ে চলেছে। রাজপথে অসংখ্য লোক জমে গেল। পূজার প্রয়োজন হলো না, পথেই রাধাকৃষ্ণের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়ে গেল। কত আমি হাত ধরে টানলুম, সে একপাও নড়ল না।

মাধুরী। সব ভণ্ডামি। তুমি তাকে বেঁধে নিয়ে এলে না কেন?

বিচিত্র। আমি ত পারিনি, তুই যদি পারিস, দেখ।

সৃষ্টিধরকে লইয়া রঞ্জনের প্রবেশ

রঞ্জন। মহারাজ, এই লোকটাই বিদ্রোহী চণ্ডালদের দলপতি।

বিচিত্র। কে, সৃষ্টিধর? আরে, তুমি ওকে নিয়ে এলে কেন?

রঞ্জন। ওর মাথাটা যে নিয়ে আসিনি এই যথেষ্ট।

সৃষ্টিধর। এইবার নাও। আমাদের ত সস্তা মাথা, নিলেই হলো।

রঞ্জন। চুপ্।

সৃষ্টিধর। তুমি চুপ্।

রঞ্জন। মহারাজকে অভিবাদন করবে না?

সৃষ্টিধর। তা কেন করব না? আমি করব না, আমার বাবা করবে। [দণ্ডবৎ করিল]

বিপ্রবল্লভ। রাজকর দেবে না তোমরা?

সৃষ্টিধর। দেব, কিন্তু তার আগে আমাদের পাকা রাস্তা চাই, দশটা পুকুর চাই, দাতব্য চিকি—কি বলে দাদাঠাকুর?

বিচিত্র। চিকিৎসালয়।

সৃষ্টিধর। তিকিচ্ছালয় চাই। আরও চাই ছেলেমেয়েদের পড়বার জন্যে পাটশাল।

মাধুরী। পাঠশালায় পড়ে ছেলেমেয়েরা মহাপণ্ডিত হবে।

সৃষ্টিধর। হতে আপত্ত কি দিদিঠাকরুণ? আমাদের ভাত খেলে বিদ্যে হয় না? কঙ্ক আমাদের ভাত সাত বছর খেয়েছিল। আমার বৌঠানের দুধ খেয়ে মানুষ হয়েছিল। তার মত বিদ্যে বামুন কায়েত বদ্যির মধ্যে কজনের আছে, দেখাও দেখি। আমরা জেনেছি মহারাজ, আমরা যে মানুষ হয়েও জানোয়ার হয়েছি, সে আমাদের ভাতেরও দোষ নয়, জাতেরও দোষ নয়, দোষ এই ভদ্রলোকদের।

রঞ্জন। কিসে?

সৃষ্টিধর। দেখতে পাচ্ছ না? কঙ্ককে ঘরে ঠাঁই দিয়েছে বলে গর্গঠাকুরকে সবাই একঘরে করেছে। এমনি করেই তোমরা চিরটা কাল আমাদের জানোয়ার বানিয়ে রেখেছ তোমাদের মোট বইবার জন্যে আর গাড়ী টানবার জন্যে। তাই নয় দাদাঠাকুর?

বিচিত্র। হ্যাঁ ভাই।

রঞ্জন। আমি জানি, তুমিই এদের ক্ষেপিয়েছ।

বিচিত্র। বেশ করেছি।

মাধুরী। বেশ করেছ? তোমার কি এতটুকু বিষয়বুদ্ধি নেই?

বিচিত্র। থাকলে তোমার বুদ্ধি ধার নেব কেন?

বিপ্রবল্লভ। বিচিত্রবল্লভ,—

বিচিত্র। পিতা,—

বিপ্রবল্লভ। তোমার হাতে আমি রাজ্যভার দিয়ে গিয়েছিলুম কি প্রজাদের বিদ্রোহী করবার জন্য?

বিচিত্র। বিদ্রোহী আমি করিনি পিতা। রাজকর বন্ধ করতেও আমি বলিনি। আমি শুধু এদের মানুষ করতে চেয়েছিলুম। আপনি দেখেননি, কিন্তু আমি এদের পল্লীর ঘরে ঘরে ঘুরে দেখেছি,—প্রাণের কি নিদারুণ অপচয়, বিধাতার সৃষ্টির কি দুঃসহ অপমান হচ্ছে সেখানে। এরাও ত আমাদের প্রজা, মানুষ হবার অধিকার এদেরও ত আছে পিতা। চণ্ডালিনী মায়ের দুধ খেয়েও যে মানুষ বড় হতে পারে, কবি কঙ্ক ত তার প্রমাণ দিয়েছে।

রঞ্জন। তোমার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছে।

বিচিত্র। আমার নয় বন্ধু, তোমার।

রঞ্জন। এরা চিরদিনই এমনি জীবন যাপন করে আসছে। আজ তুমি তা উল্টে দিতে চাও?

বিচিত্র। হ্যাঁ, চাই। তোমার পিতৃপিতামহ চিরদিন ঘণ্টা নেড়ে চালকলা বেঁধে নিয়ে বাড়ী ফিরেছে। তোমরা কেন আজ রাজ-সরকারে চাকরি কচ্ছ? তোমাদের বংশ চিরদিন ঐশ্বর্যকে দুপায়ে মাড়িয়ে গেছে, তবে তুমি কেন অর্ধরাজ্য আর রাজকন্যার জন্য আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছ?

মাধুরী। দাদা, ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করো না।

বিচিত্র। সীমাটা তুমিই লঙ্ঘন কচ্ছ দিদি। তবে তোমার ভয় নেই, ওষুধ আমি দিচ্ছি। পিতা, সামান্য এদের দাবি; কত অর্থ আমাদের বিলাস-ব্যসনে ব্যয় হচ্ছে। স্মরণাতীত কাল থেকে কত অর্থ এরা দিয়েছে, কখনও ফিরে পায়নি। আজ এদের জন্য—বেশী নয়—মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় করুন।

বিপ্রবল্লভ। পঞ্চাশ হাজার টাকা! পঞ্চাশ টাকা এরা একসঙ্গে চোখে দেখেছে?

সৃষ্টিধর। কি করে দেখব মহারাজ? আমাদের চোখগুলো যে আপনারাই বেঁধে রেখেছিলেন। আজ আমাদের চোখ খুলে গেছে, আর আমরা কথায় ভুলব না। দাদাঠাকুর বলেছে,—রাজ্যটা প্রজাদের, রাজা শুধু তাদের—কি দাদাঠাকুর?

বিচিত্র। অভিভাবক।

সৃষ্টিধর। ব্যস—ব্যস, আমাদের যা নেই, তা আমরা চাই। যে পথে সবাই চলে, সে পথে আমাদেরও চলতে দিতে হবে; যে ঘাটে সবাই চান করতে পায়, আমরাও সে ঘাটে নামব। কৃষ্ণ বলেছে,—মুচি হয়ে শুচি হয় যদি—কি দাদাঠাকুর?

বিচিত্র। যদি কৃষ্ণ ভজে।

বিপ্রবল্লভ। ভাল করে তোমাদের কৃষ্ণ ভজাব—যদি সাতদিনের মধ্যে সমস্ত বকেয়া খাজনা রাজসরকারে জমা না দাও। দীঘি আমি কাটাব না, দাতব্য চিকিৎসালয় খুলব না, রাস্তাঘাট নর্দমার সঙ্গে মিশিয়ে দেব। বিপ্রপুর রাজ্য প্রধানতঃ বিপ্রদের জন্য, আর সবাই বেঁচে থাকবে শুধু তাদেরই প্রয়োজনে। তোমাদের বাপ-পিতামহেরা যেভাবে জীবন কাটিয়ে গেছে, সেভাবে যদি থাকতে না চাও, বেরিয়ে যাও বিপ্রপুর রাজ্য থেকে।

রঞ্জন। যে মাথা তুলবে, তার মাথাটা কেটে নর্দমায় ফেলে দেব।

বিচিত্র। তুমি চুপ কর বীরপুরুষ।

মাধুরী। বীরপুরুষ না হলেও তোমার মত অপরিণামদর্শী নয়। তুমি রাজবংশের কলঙ্ক।

বিপ্রবল্লভ। যদি এর পরেও তুমি সাবধান না হও, তাহলে পুত্র বলে আমি তোমায় ক্ষমা করব না। দশ বছরে আশী হাজার টাকা এদেরই জন্য তুমি অপব্যয় করেছ, তবু আমি তোমায় কারাগারে

নিক্ষেপ করিনি। তাবলে মনে করো না যে, চিরদিনই আমি তোমার ঔদ্ধত্য সহ্য করব। রাজদ্রোহী পুত্র হলেও তার শিরশ্ছেদ করতে আমার বাধবে না। বুঝে কাজ করো।

সৃষ্টিধর। আপনিও বুঝে কাজ করুন রাজা। আমাদের ঘরে যদি আপনি আগুন ধরিয়ে দেন, সে আগুনে আপনাকেও আম পুড়িয়ে মারব।

রঞ্জন। আমি এই চণ্ডালের শিরশ্ছেদ করব।

সহসা কঙ্কের প্রবেশ

কঙ্ক। ক্ষান্ত হও ভাই। যে প্রাণ দিতে পার না, সে প্রাণ এত সহজে নিও না। এরা দীনের চেয়ে দীন, মৃত্যুকে শিয়রে রেখেই এরা ঘুমিয়ে থাকে; ধ্বংশকে পাশে নিয়েই এরা পথ চলে। মরেই যারা আছে, তাদের মারার জন্য তোমার প্রয়োজন নেই রঞ্জন। সাপ আছে, বাঘ আছে, বন্যা মহামারী দুর্ভিক্ষ আছে, আরও আছে আত্মকলহ। যাদের অসুখে এক ফোঁটা ওষুধ দিলে না তোমরা, তাদের মাথার উপর তরবারি তুলো না।

বিচিত্র। এসেছে, ওরে মানুষ এসেছে।

মাধুরী। কে তুমি রাজকার্যে বাধা দিচ্ছ উন্মাদ?

কঙ্ক। আমি মহামতি গর্গ শর্মার পুত্র কঙ্ক।

বিপ্রবল্লভ
মাধুরী
সৃষ্টিধর } কঙ্ক!

সৃষ্টিধর। তুমি! তুমি আমাদের কঙ্ক? দশ বছর তোমায় দেখিনি, শুধু নাম শুনেছি। রাজেশ্বরীর ঘাটে আমিই তোকে লাথি মেরে ফেলে দিয়েছিলুম!

কঙ্ক। ভালই করেছিলে কাকা; তাইত আজ মহামতি গর্গ শর্মার মত পিতা পেয়েছি, লীলার মত স্নেহময়ী ভগ্নী পেয়েছি, মাধব ঐরাবতের মত সুখদুঃখের সাথী পেয়েছি।

সৃষ্টিধর। আহা, কি সুন্দর, আর কি মিষ্টি কথা! যাবি বাবা একবার আমাদের বাড়ী?

কঙ্ক। কেন যাব না কাকা? তুমি ডাকনি বলেই এতদিন যাইনি। বাড়ী ফেরার পথেই আমি তোমার ঘরে যাব।

রঞ্জন। তোমার গৃহিণীকে বলো যেন গুগলীর মাংস রেঁধে রাখে। আহা, ভাইপো বলে কথা।

মাধুরী। তোমার বিষয়বুদ্ধি আছে, কিন্তু প্রাণ নেই।

রঞ্জন। আমাকে বলছ?

বিচিত্র। না, আমাকে।

সৃষ্টিধর। আমার মাথায় যত চুল, তত বছর তোমার পরমায়ু হোক।

[প্রস্থান

বিপ্রবল্লভ। তাহলে তুমিই কবি কঙ্ক।

কঙ্ক। কবি আমি নই মহারাজ। আমি তাঁদের চরণের রেণু; আমাকে কবি বলে তাঁদের অমর্যাদা করবেন না।

মাধুরী। তুমি—আপনি ত সর্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত।

বিচিত্র। [স্বগত] হে প্রজাপতি, তুমিই ভরসা।

কঙ্ক। পণ্ডিত বলে আমায় লজ্জা দেবেন না রাজকুমারি। আমি যা বলি, সে আমার কথা নয়, আমার পিতা মহামতি গর্গের কথা। তাঁরই পায়ের তলায় বসে দশ বছরে আমি এই শিখেছি যে, আমি কিছুই জানি না।

রঞ্জন। তোমার পিতা কোথায়?

বিপ্রবল্লভ। তাঁকে নিয়ে আসবার জন্য স্বয়ং যুবরাজকে আমি পাঠিয়েছি, তবু তিনি আসতে পারলেন না? আমার আদেশ কি ছেলেখেলা?

কঙ্ক। না মহারাজ। আমরা হিন্দু, আমাদের কাছে রাজা প্রত্যক্ষ দেবতা, তাঁর আদেশ ছেলেখেলা মনে করাও আমাদের মহাপাপ। বিশ্বাস করুন, পিতা আসবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, আমিই তাঁকে নিরস্ত করেছি। যুবরাজ সবই জানেন।

বিচিত্র। জানি। [স্বগত] হে প্রজাপতি, মুখ তুলে চাও ঠাকুর, জোড়া সাপ দেব।

রঞ্জন। তুমি জান, তোমাকে আশ্রয় দিয়ে গর্গ শর্মা একঘরে হয়েছেন?

কঙ্ক। আমার চেয়ে সেকথা বেশী কে জানে?

রঞ্জন। তবে কেন তুমি এখনও তার ঘরে পড়ে আছ?

কঙ্ক। কতবার আমি চলে যেতে চেয়েছি, পিতার অনুমতি পাইনি।

বিপ্রবল্লভ। তাঁরই বা এত জেদ কেন? বিপ্রপুরের রাজশক্তি এ অনাচার সহ্য করবে না। জন্মে তুমি ব্রাহ্মণ হলেও আসলে তুমি চণ্ডাল।

মাধুরী। বাবা, এ তুমি কি বলছ বাবা? দুর্ভাগ্যের বশে মানুষকে কত ছোট কাজ করতে হয়, পেটের দায়ে বামুনও জুতোর ব্যবসা করে, তাতে তার ব্রাহ্মণত্ব যায় না।

বিচিত্র। [স্বগত] চালিয়ে যাও, চালিয়ে যাও প্রজাপতি ঠাকুর; সাপ নয়, জোড়া বাঘ দেব।

রঞ্জন। তুমি আবার এসব কি কথা বলছ?

মাধুরী। ঠিকই বলছি। ধর্মনিষ্ঠা ভাল, কিন্তু তার আতিশয্য ভাল নয়।

রঞ্জন। আশ্চর্য!

বিচিত্র। আশ্চর্য কিছু নয় ভায়া। সব তার লীলা!

বিপ্রবল্লভ। শোন যুবক। তোমার রাজার আদেশ—

মাধুরী। এখন থাক না বাবা—হাজার হোক, অতিথি। তার উপর পরিশ্রান্ত। ব্রাহ্মণ তুমি, তোমার ঘরে এসে অতিথি শুধু দণ্ডই নিয়ে যাবে। আতিথ্য পাবে না, এ বড় লজ্জার কথা বাবা; তা ছাড়া, অপরাধ যদি হয়ে থাকে, গর্গ ঠাকুরের হয়েছে, ওঁর কি অপরাধ?

বিচিত্র। অপরাধ না হলেও অপরাধ। কি বল রঞ্জন?

রঞ্জন। এই না তুমি বলছিলে অষ্টপ্রহর ওর গান শুনে শুনে তোমার কান অপবিত্র হয়ে গেছে?

মাধুরী। সে আমি রহস্য করেছিলুম।

বিপ্রবল্লভ। আমি কারও কথা শুনব না। বিপ্রপুর রাজ্যে বিপ্রের আচার-নিষ্ঠা নিয়ে এভাবে ছিনিমিনি খেলতে আমি দেব না। অতিথি! অস্পৃশ্য চণ্ডাল অতিথি! শোন যুবক, গর্গ যখন এল না, তখন তোমাকেই বলছি শোন,—সাতদিনের মধ্যে চণ্ডাল তুমি, হয় চণ্ডালের ঘরে আশ্রয় নেবে, না হয় বিপ্রপুর রাজ্য ত্যাগ করে চলে যাবে।

মাধুরী। বাবা!

বিচিত্র। যদি এর অন্যথা হয়, তোমারও মাথা যাবে, তোমার পিতারও মাথা যাবে, তাই না মাধুরি?

মাধুরী। দাদা!

রঞ্জন। সাতদিন নয় মহারাজ, মাত্র তিনদিন সময় দিন।

মাধুরী। রঞ্জন!

রঞ্জন। এস বিচিত্র, স্নান করে আসি।

বিচিত্র। চল, গা-টা ঘিন ঘিন কচ্ছে। [স্বগত] প্রজাপতি ঠাকুর, মনে রেখো,—জোড়া বাঘ।

[রঞ্জন ও বিচিত্রের প্রস্থান

বিপ্রবল্লভ। কি ভাবছ যুবক? আমার আদেশ শুনতে পেয়েছ?

কঙ্ক। পেয়েছি মহারাজ। আপনি রাজা, দেবতা; কিন্তু দেবতার উপরেও আমার আর একজন দেবতা আছেন, তিনি আমার মহামান্য পিতা। তিনি আদেশ করলে সাতদিন কেন, এই মুহূর্তেই আমি দেশ ছেড়ে চলে যাব। পিতা যেখানে অসম্মত, সেখানে স্বয়ং দেবরাজের আদেশও আমার কাছে মূল্যহীন।

বিপ্রবল্লভ। উদ্ধত যুবক, আমি তোমার শিরশ্ছেদ করব।

মাধুরী। ক্ষান্ত হও বাবা।

গর্গের প্রবেশ

গর্গ। সরে যাও মা, সরে যাও। হানুন মহারাজ তরবারি, দেখুন মাথাটা খসে পড়ে, না তরবারিটা ভেঙ্গে যায়। কতবার এসেছে যম, অপয়া বলে ফেলে চলে গেছে। মা ওকে দুধ দেয়নি, বাপ ওকে স্নেহ দেয়নি, তবু ও হতভাগা দুর্ভাগ্যের মাথায় পা তুলে দিয়ে বেঁচে রইল। রাজেশ্বরী যাকে নিলে না, দেশব্যাপী মহামারী যাকে স্পর্শও করলে না, সামান্য একটা তরবারি দিয়ে তার শিরশ্ছেদ করতে চান? হায় হতভাগ্য রাজা!

কঙ্ক। আপনি আবার কেন এলেন পিতা?

গর্গ। তোমার শিরশ্ছেদ দেখতে এলুম বাবা। দাও, গলাটা বাড়িয়ে দাও। গান্ধারীর আশীর্বাদে দুর্যোধনের দেহ পাথর হয়ে গিয়েছিল, গর্গের স্নেহের স্পর্শে তোমার দেহটা কি লোহা হয়ে যায়নি? গলা বাড়িয়ে দাও, গলা বাড়িয়ে দাও।

মাধুরী। কি বলছেন আপনি?

গর্গ। দেখ মা, দেখ, দীন-দরিদ্র ব্রাহ্মণ গর্গ শর্মার সৃষ্টি চোখ মেলে দেখ। দশ বছর বিনিদ্র নিশায় ধ্যান করে আমি এই কাদা-মাটি দিয়ে মানুষ গড়েছি। আমার ছোট ঘরে এতবড় মানুষের আর জায়গা হচ্ছে না। বিশ্বামিত্র ত্রিশঙ্কুর জন্য নূতন স্বর্গ রচনা করেছেন। আমার একটা স্বর্গ চাই। আমার সৃষ্টির জন্য একটা সাম্রাজ্য চাই।

বিপ্রবল্লভ। গর্গ, তোমার মনে আছে এ বিপ্রপুর রাজ্য?

গর্গ। আছে, আছে।

দুর্লভ রায়ের প্রবেশ

দুর্লভ। স্মরণ আছে, জাতিভ্রষ্ট এই বালককে আশ্রয় দিতে তোমায় পুনঃ পুনঃ আমরা নিষেধ করেছি?

গর্গ। তাও ভুলিনি দুর্লভ।

বিপ্রবল্লভ। তবে কেন তুমি ওকে আশ্রয় দিয়েছ, কেন ওকে বেদ পড়িয়েছ, কোন স্পর্ধায় তুমি ওর গলায় যজ্ঞসূত্র দিয়েছ?

গর্গ। কোন স্পর্ধায় আপনি গর্গ শর্মার কাছে চোখ রাঙিয়ে কৈফিয়ৎ চান?

দুর্লভ। গর্গ,—

কঙ্ক। পিতা,—

মাধুরী। ঠাকুর,—

গর্গ। চুপ! গর্গ শর্মা তার কাজের জন্য কারও কাছে কৈফিয়ৎ দেয় না।

বিপ্রবল্লভ। তোমাকে মাসে মাসে বৃত্তি দেওয়া হয় কি রাজ-শক্তিকে অগ্রাহ্য করবার জন্য?

গর্গ। না; আমাকে বৃত্তি দেওয়া হয়—বৃত্তিকে কৃতার্থ করবার জন্য।

দুর্লভ। আজ যদি তোমার বৃত্তি কেড়ে নেওয়া হয়, কি খেয়ে জীবনধারণ করবে?

গর্গ। হাওয়া খেয়ে; হাওয়া ত তোমরা কেড়ে নিতে পারবে না। তোমরা আমাদের একঘরে করেছ; ধোপা আমাদের কাপড় ধোয় না, পুরোহিত আমাদের পূজো করে না, বদ্যি আমাদের ওষুধ দেয় না; তবু ত আমরা মরিনি। আমার মাথাটাও যদি তোমরা কেটে ফেল, তবু আমার কবন্ধটা তোমাদের অসার সমাজের মাথার উপরে সোজা দাঁড়িয়ে থাকবে।

কঙ্ক। চলুন পিতা। কেন আপনি উত্তেজিত হচ্ছেন?

মাধুরী। বাবা, এঁদের যেতে দাও বাবা। যার তার কথা শুনে মানীর মান হরণ করো না!

দুর্লভ। তুমি কি বলছ পাগলি? এ অনাচারের মূলোচ্ছেদ না করলে দেশটা রসাতলে যাবে যে।

মাধুরী। যায় যাক, তবু এমন সৃষ্টি যার, তার অমর্যাদা করবেন না।

[প্রস্থান

বিপ্রবল্লভ। শোন গর্গ, আমি তোমার পালিত পুত্রকে আদেশ দিয়েছি, সাতদিনের মধ্যে হয় সে চণ্ডালের ঘরে আশ্রয় নেবে, না হয় আমার রাজ্য ছেড়ে চলে যাবে।

কঙ্ক। অকারণ রাজরোষ বরণ করবেন না পিতা। আদেশ দিন, আমি স্বেচ্ছায় সানন্দে রাজ্য ছেড়ে চলে যাচ্ছি। যেখানেই থাকি, আমি জানব, আমি আমার পিতার ঘরেই আছি।

গর্গ। না—না, বিনা অপরাধে যার তার কথায় আমার পুত্রকে আমি ত্যাগ করব না।

দুর্লভ। রাজার আদেশেও নয়?

গর্গ। রাজারাজড়াদের নিয়ে যে পুতুলখেলা করে, সেই ভাগ্য-দেবীর আদেশেও নয়।

বিপ্রবল্লভ। দুর্লভ রায়, এই ব্রাহ্মণের বৃত্তি বন্ধ করে দাও।

গর্গ। এর পরে বৃত্তি দিলেও আর আমি নেব না। যাও কঙ্ক, এখানে আর দাঁড়িও না। এরা অস্পৃশ্য, এদের ছায়া মাড়িয়েছ, স্নান করে বাড়ী যেও।

দুর্লভ। আমি তোমাদের দুজনকেই কারারুদ্ধ করব।

গর্গ। কারারুদ্ধ করবে? গর্গ শর্মাকে? ওহে—কারাগার কার আগার জান? তোমার মত উপবীতসর্বস্ব ব্রাহ্মণের আর রাজা বিপ্রবল্লভের মত সংসারানভিজ্ঞ উন্মাদের।

বিপ্রবল্লভ। [সপদদাপে] গর্গ,—

গর্গ। শৃঙ্খল নিয়ে এস, শৃঙ্খল নিয়ে এস। কিন্তু গর্গ শর্মাকে বেঁধে রাখবে এতবড় কারাগার বিপ্রপুর রাজ্যে নেই। [প্রস্থানোদ্যোগ]

দুর্লভ। রঞ্জন,—

গর্গ। ভাল কথা; রাজকুমারীর সঙ্গে রঞ্জনের বিবাহ দিও না।

তুমি গর্গ শর্মা নও, দুর্লভ রায়; এত বিষ তুমি হজম করতে পারবে না।

[প্রস্থান

কঙ্ক। মহারাজ, পিতার কথায় আপনি দুঃখিত হবেন না। বৃত্তি বন্ধ করতে চান, করুন; কিন্তু তাঁকে শত্রু মনে করবেন না। তাঁর মত হিতৈষী আপনার কেউ নেই, কেউ নেই।

[প্রস্থান

বিপ্রবল্লভ। দুর্লভ রায়, গর্গ শর্মার প্রাণপাখী এই যুবকের মধ্যে আবদ্ধ। আগে এই যুবককে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দাও, তারপর গর্গকে গজভুক্ত কপিত্থের মত নর্দমায় ছুঁড়ে ফেলে দাও।

[প্রস্থান

দুর্লভ। ভালয় ভালয় বিবাহটা হয়ে যাক, তারপর দেখব কত বড় পাজি তুমি গর্গ শর্মা। তুমি যদি বুনো ওল, আমিও বাঘা তেঁতুল।

[প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

গর্গ শর্মার বাড়ী

লীলা গাহিতেছিল

ও ললিতে, দেখে আয়,
কুঞ্জদ্বারে কে বিদেশী দুহাত পেতে ভিক্ষে চায়!
নবীন মেঘের বরণ কালো,
করেছে রে কুঞ্জ আলো,
চরণে তার গুঞ্জে অলি, হাসিতে তার মন ভুলায়!
চাঁচর চিকুর পৃষ্ঠে দোলে,
নীল নয়নে ভুবন ভোলে,
কৃষ্ণ বলে, লুটাও রাধে, ওই ভিখারীর রাঙা পায়।

মাধবের প্রবেশ

মাধব। লীলা,—

লীলা। কেন মাধব দাদা?

মাধব। কাকা এখনও আসেননি?

লীলা। কই, না ত।

মাধব। লীলা, কাকা এলে তাকে বলিস,—

লীলা। কি বলব?

মাধব। না-না, তোকে বলতে হবে না, আমিই বলব।

লীলা। তোমার গলা কাঁপছে কেন মাধব-দা? কি হয়েছে বল। কেন তুমি এত উত্তেজিত হয়ে এসেছ? কি বলতে চাও বাবাকে?

মাধব। তোরা এ গাঁ ছেড়ে চলে যা লীলা। এখানে তোদের থাকা হবে না।

লীলা। কেন?

মাধব। যে গাঁয়ে দুর্লভ রায় সমাজপতি, পল্লবঠাকুর বিধানদাতা, সে গাঁ কবি কঙ্কের বাসের যোগ্য নয়, জ্ঞানতপস্বী গর্গ শর্মার স্থান সেখানে নয়, আমার নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক বোনটি সে গাঁয়ে থাকতে পারে না। তোরা চলে যা বোন, তোরা চলে যা।

লীলা। আবার কে কার মাথা ফাটালে বল দেখি।

মাধব। মাথা ফাটালে আর কতটুকু আঘাত লাগে দিদি? দুদিনেই সে-ঘা মিলিয়ে যায়। কিন্তু মানুষের মুখ থেকে যে হলাহল বেরিয়ে আসে, তার জ্বালা কখনও যায় না। তোদের একঘরে করেও এদের শান্তি হয়নি। একঘরে হয়েও তোরা দমে যাসনি, দিনে দিনে তোদের শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে। যার জন্যে এত আন্দোলন— তারই কীর্তিকাহিনী দেশে দেশে ছড়িয়ে গেল, গ্রাম্য দেবতাদের এ আর সহ্য হচ্ছে না।

লীলা। তবে আর কি করতে চান তারা? দাদার হাত-পা ভেঙ্গে ফেলতে চান, না বাবাকে খুন করতে চান?

মাধব। ওরে, না রে, এত ছোট আঘাত নয়; এবার তারা যে অস্ত্র নিয়ে পথে নেমেছে, তার আঘাত সইবার শক্তি গর্গ শর্মারও নেই। প্রজাপতিও চোখ বুজে বসে আছে। তোর বিয়েটাও যদি হয়ে যেত। হবে না, এরা হতে দেবে না।

রাসমণির প্রবেশ

রাসমণি। কি রে মাধব, সকালবেলা এসে মেয়েটার সামনে হাত মুখ নেড়ে কি বলছিস? যা বাপু, যা, মেয়েটাকে হিজলগঞ্জের রায়েরা দেখতে আসছে। তোমার সঙ্গে বকলে ত চলবে না, ওকে ত একটু সেজে-গুজে নিতে হবে।

মাধব। সাজতে হবে না পিসীমা, তারা ফিরে গেছে।

রাসমণি। ফিরে গেছে?

মাধব। হ্যাঁ পিসীমা, বাবা তাদের ফিরিয়ে দিয়েছে, যত সম্বন্ধ এসেছে, সবই এমনি করে ফিরিয়ে দিয়েছে।

রাসমণি। ওরে, জ্ঞাতি এমন শত্রু হয়? হে ঠাকুর, হে গোপী-বল্লভ, মুখে এখনও জল দিইনি ঠাকুর, যদি তুমি জাগ্রত দেবতা হও—

লীলা। চুপ কর পিসীমা। কাউকে তুমি অভিশাপ দিও না। তোমার পায়ে পড়ি পিসীমা, আমার সম্বন্ধ তোমরা করো না।

রাসমণি। করতে চাইলেই বা কি হবে? জ্ঞাতি শত্রুরা হতে দেবে না। থাক, আইবুড়ো হয়েই থাক, আমি কি করব? তোর কাঠগোঁয়ার বাপটা কি আমার কথা শুনলে? তাহলে কি আর ষোল বছর বয়সেও তোর বিয়ে হয় না? চৌদ্দপুরুষ নরকে যাক, তার কি? তার জেদ বজায় থাকলেই হলো। গাঁয়ের সমস্ত বামুন কায়েত একদিকে, আর উনি একদিকে।

লীলা। কেন তুমি বাবার নিন্দে কচ্ছ পিসীমা? বাবা কোন অন্যায় করেননি। আমার বাবা শাপভ্রষ্ট দেবতা।

রাসমণি। ওরে, দেবতা স্বর্গেই মানায়, মর্ত্তে নয়। স্বর্গের

পারিজাত গাছ মর্তে এনে পুঁতে দিলে তাতে পারিজাত ফুটবে না, ফুটবে নির্গন্ধ পলাশ ফুল। এযে সংসার! এখানে ছোট বড় আছে, কালো ধলা আছে, খাদ্য খাদক আছে, চাকর মনিব আছে। তাই আছে জাতের বেড়া। মানুষ যেদিন দেবতা হবে, সেদিন এ বেড়া আপনিই উঠে যাবে। যতদিন তা না হবে, ততদিন জোর করে একে তুলে নিলে গায়ের জোর মনুষ্যত্বের গলা টিপে ধরবে।

মাধব। কিন্তু এখানে ত একথা খাটে না পিসীমা। যার কথা তুমি বলছ, সে যে আসলে বামুন।

রাসমণি। সমাজ যদি তা না মানে, কি করতে পারিস তোরা? শুধু নিজেদের মধ্যে রক্তারক্তি করতে পারিস। সে ছেলেটারই কি এতে গৌরব বাড়ছে? না মাধব, এতে ওরই ক্ষতি হচ্ছে সবচেয়ে বেশী। যাক, আমি আর বলেই বা কি করব। যেমন বাপের গোঁ, তেমনি মেয়ের জেদ।

লীলা। কী করতে বল তুমি? শুধু শুধু দাদাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেব? মায়ের পেটের ভাই নয় বলে কি দাদা আমার ভাই নয়? জানি না, সহোদর ভাই এর চেয়ে কতখানি বেশী? তোমার ত ভাই আছে পিসীমা, পার তুমি তাঁর ভাতের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দিতে? পার তুমি তাঁকে তাঁরই বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিতে? এ বাড়ীর মাটি তাকে আপন বলে চেনে, প্রত্যেকটি গাছ তারই হাতে সৃষ্টি, কুকুর বেড়াল গাই বাছুর তার হাতে ছাড়া খেতে চায় না। এ বাড়ীর গৃহলক্ষ্মী আমাদের চেয়েও বেশী চায় কবি কঙ্ককে। আমার এমন ভাইকে তুমি ত্যাগ করতে বলো না, মহাপাপ হবে, মহা অমঙ্গল হবে।

মাধব। তবু তোরা চলে যা দিদি। তোদের ঘরে আমি সন্ধ্যা-

প্রদীপ দেব। তোদের বাগানের আম, পুকুরের মাছ আমি মাথায় করে দিয়ে আসব। পিসীমা, কাকাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তোমরা এ গাঁ ছেড়ে চলে যাও।

রাসমণি। চলে যাব কেন রে মুখপোড়া? বাপ পিতামহের ভিটে তোর বাবার ভয়ে ছেড়ে দিয়ে যাব নাকি? এতই শক্তি তোর বাবার?

মাধব। বাবার আর দুর্লভ কাকার গায়ের শক্তি না থাকলেও জিভের শক্তি কম নয় পিসীমা। ওরা কিসব কথা রটিয়েছে জান? সারা গাঁয়ের লোক কি বলছে শুনেছ?

লীলা। কি বলছে মাধব-দা?

মাধব। বলছে—

রাসমণি। বল্ না পোড়ামুখো; তোর বাপ কদ্দ‍ুর উঠেছে দেখি:

মাধব। আমি বলতে পারব না পিসীমা। তোমরা চলে যাও, তোমরা চলে যাও।

[প্রস্থান

রাসমণি। দাঁড়িয়ে রইলি কেন? রাঁধতে হবে না?

লীলা। বাবা আব দাদা ত আজও এল না। শুনেছি, রাজকুমারী দাদার নামও শুনতে পারে না। দাদাকে যদি অপমান করে?

রাসমণি। করুক, তোর তাতে কি? 'দাদা' 'দাদা', দিনরাত কেবল 'দাদা'! আর যেন কারও দাদা নেই।

ঐরাবতের প্রবেশ

ঐরাবত। পিসীমা—ও পিসীমা, ভেষ্টা মানে কি—ভেষ্টা?

রাসমণি। কোথা থেকে কি শুনে এলি হতভাগা?

ঐরাবত। বল না শীগগির। রাস্তায় দাঁড়িয়ে দুর্লভ ঠাকুর দশ বারোটা লোকের সঙ্গে জটলা কচ্ছে, আর বলছে ও মেয়েটা ভ্রষ্টা।

রাসমণি। কোন মেয়েটা ভ্রষ্টা?

ঐরাবত। আমার দিদিভাইয়ের নাম কচ্ছে।

লীলা। অ্যাঁ! আমি কি?

ঐরাবত। তুমি ভ্রষ্টা। [রাসমণি ঐরাবতকে এক চড় মারিল] আমাকে শুধু শুধু মাচ্ছ কেন? আমি বলেছি নাকি? তাই কি মানেটা বলবে? তাহলেও ত একবার বুঝে নিতে পারি কত ধানে কত চাল।

লীলা। যাও ঐরাবত, আরও যদি কিছু বলে থাকে, আমায় বলো না। আমি ভ্রষ্টা! আমি চরিত্রহীনা!

ঐরাবত। অ্যাঁ! এই মানে! এ-হে-হে, আমি এই কথা দিদিভাইকে বললুম? মার পিসীমা, আমায় আরও মার। নরকেও আমার থান হবে না। দিদিভাই, আমি জানতুম না দিদিভাই। এই কান মলছি, আর কখ্খনো বলব না। আমি কি এত জানি? ব্যাটারা দাঠাকুরেরও নাম কচ্ছিল।

রাসমণি। যা না, কাঁদছিস কেন? রান্না করগে যা। মানুষে অমন কত কথা বলে, সব শুনতে গেলে সংসার চলে না। আমি ত বলেছিলুম,— লোকের চোখে এ ভাল লাগবে না। তোরা শুনিস নি। ওরে, এ বড় কঠিন জায়গা; পায়ে পায়ে শত্রু। এখানে চাঁদের জ্যোৎস্না কেউ দেখে না; দেখে শুধু তার কলঙ্ক।

লীলা। পিসীমা, আমায় বিদেয় কর, যত শীগগির পার, আমায় বিদেয় কর পিসীমা। আমি আর এ গাঁয়ে থাকতে পারব না।

[প্রস্থান

ঐরাবত। পিসীমা, বাবাঠাকুর নেই; তুমি আমায় একবার হুকুম দাও, আমি দুলো ঠাকুরকে দেখে আসি। বেশী কিছু করব না, পা দুটো ভেঙ্গে দলা করে ঘরে ফেলে দিয়ে আসব। আমার দিদি-ভাইকে যে কাঁদিয়েছে, তাকে আমি অমনি ছেড়ে দেব না। পিসীমা, হেই পিসীমা।

রাসমণি। যা, তুই কাজে যা ঐরাবত। দাদা আসুন, তারপর যা করতে হয় করিস।

ঐরাবত। আরে যাও যাও। 'দাদা!' ভারী তোমার দাদা! সেদিন পেল্লব ঠাকুরের হাতখানা ধরেছিলুম। জন্মের শোধ কব্জীটা ভেঙ্গে দিতুম। বাবাঠাকুর আমার কান ধরে তাড়িয়ে দিলে। নইলে কি আজ ও ব্যাটাদের এত সাহস হয়? আমার দিদিভাই ভেষ্টা! ভেষ্টা তুই, ভেষ্টা তোর বাপ-চোদ্দপুরুষ। [রাসমণির দিকে আগাইয়া গেল]

রাসমণি। চোপরাও হতভাগা বাঁদর।

ঐরাবত। তোমাকে না পিসীমা। তুমি ত বাপের বোন পিসী। তোমাকে আমার বাপ পেন্নাম করেছে দিনে তিনবার, আমি পেন্নাম করব দশবার।

[পায়ের কাছ হইতে ধূলি তুলিয়া মাথায় দিয়া প্রস্থান

রাসমণি। একটা ভূমিকম্প হয় না? একটা বাজ পড়ে না এই গ্রামটার উপর? গোপীবল্লভ, তুমি ত কংস কেশীকে ধ্বংশ করেছিলে? দুর্লভ রায় আর পল্লব রায়কে দেখতে পাও না ঠাকুর? ধ্বংশ কর, ধ্বংশ কর।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজপ্রাসাদ

মাধুরী ও কল্লোলের প্রবেশ

কল্লোল। আমায় ডাকলি কেন দিদি?

মাধুরী। কদিন তোর গান শুনতে পাচ্ছি না কেন কল্লোল? আগে ত কত গান গাইতিস।

কল্লোল। সে-সব বাজে গান আমি ভুলে গেছি দিদি। আজ-কাল কবি কঙ্কের গান ছাড়া কেউ গায় না।

মাধুরী। তাই না হয় একটা গা না। গানের অভ্যাস না রাখলে গলা খারাপ হয়ে যাবে যে।

কল্লোল। হলে আর কি করব?

মাধুরী। তুই বড় বেশী বুঝিস। বলছি, যা জানিস তাই গা।

কল্লোল। কি করে গাইব দিদি? তোর যে কান অপবিত্র হবে।

মাধুরী। হোক না। আমার কানের চেয়ে তোর গলার দাম অনেক বেশী।

কল্লোল। দিদি, তোর কি জীবে দয়া!

মাধুরী। গাইবি ত গা, নইলে দূর হ।

কল্লোল।—

গীত

দুঃখ যদি দিলে প্রভু, সহিতে শক্তি দাও!
আমার অহমিকার বেড়া তুমিই তুলে নাও।

দুঃখে যেন করি না ভয়, তোমায় যেন মানি,
আমার চেয়ে আমায় ভাল তুমিই বাস জানি ;
দুঃখসুখের আকর তুমি
জীবনমরণ জন্মভূমি,
কঙ্ক কাঁদে পঙ্কে পড়ি শঙ্কাহরণ হাত বাড়াও।

মাধুরী। রোজ এমনি করে গলা সাধবি বুঝলি ?

কল্লোল। যদি কেউ আপত্তি করে ?

মাধুরী। অন্য কারও কাছে না গেলেই ত হলো। তুমি আমার কাছে এসে গাইবে।

কল্লোল। না দিদি, কবি কঙ্কর গান গাইতে তোর বর আমায় বারণ করে দিয়েছে।

মাধুরী। কোন্ হতভাগা আমার বর এল ?

কল্লোল। কেন, রঞ্জন রায় তোর বর নয় ?

মাধুরী। যা-যাঃ, বাজে কথা বলিসনি।

কল্লোল। বাজে কথা ? সে যে বললে—আমি তার সম্বন্ধী।

মাধুরী। কেন তুমি তার কাছে যাও ? তোমার একটা মান-সম্ভ্রম নেই ? তুমি রাজপুত্র, আর সে একটা নগরপাল মাত্র।

কল্লোল। লোকটার মুখে কি তামাকের গন্ধ দিদি! সব সময় তামাক খায় কিনা। সেদিন বটতলায় এক সন্ন্যিসী ছোট কল্কেয় তামাক টানছিল। তোর বর কোথায় যাচ্ছিল। সন্ন্যিসীর হাত থেকে কল্কে নিয়ে বসে এক টান। এই এমনি করে।

মাধুরী। সেকি !

কল্লোল। আমি দেখলুম যে। কল্কেটা কি ছোট আর কি সুন্দর। আমার ইচ্ছে হচ্ছিল একটান খেয়ে নিই।

মাধুরী। খবরদার, যার তার কাছে আর তুমি কখনও যাবে না বলে দিচ্ছি।

কল্লোল। কবি কঙ্ককে তুই দেখেছিস দিদি?

মাধুরী। দেখেছি।

কল্লোল। কেমন লাগলো দিদি?

মাধুরী। খুব খারাপ নয়।

কল্লোল। কথাবার্ত্তা শুনেছিস? কি রকম বল ত? ছোটলোকের মত?

মাধুরী। কে শোনে ওসব আবোল তাবোল। অত সময় আমার নেই।

কল্লোল। দিদি, একটা কথা বলব? রাগ করিসনি দিদি। তুই এত লেখাপড়া শিখে মাকাল ফল দেখে ভুলে গেলি? ওকে মালা দিসনি দিদি। ও তোকে দিয়ে তামাক সাজাবে, গয়ের ফেলাবে। না ফেললে ক্যাঁৎ ক্যাঁৎ করে লাথি মারবে।

[প্রস্থা

মাধুরী। ছি-ছি-ছি, লোকটা গাঁজা খায়।

বিপ্রবল্লভের প্রবেশ

বিপ্রবল্লভ। কে এখানে? মাধুরী? রঞ্জন কোথায়?

মাধুরী। আমি তার কি জানি বাবা?

বিপ্রবল্লভ। দেখ, খুঁজে দেখ; কাজের সময় এই ব্যক্তিটিকে কখনও সহজে পাওয়া যাবে না। দুর্লভ রায়ই বা কোথায় গেল? যাক, সব যাক।

মাধুরী। কি হয়েছে বাবা? এত উত্তেজিত হয়ে উঠলে কেন?

বিপ্রবল্লভ। উত্তেজিত হব না। চণ্ডালপল্লীর শিশু-বৃদ্ধ-যুবা সবাই রাজপ্রাসাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

মাধুরী। কেন?

বিপ্রবল্লভ। তাদের দাবি জানাতে। সেই পুরাণো বুলি সবারই মুখে,—পুকুর চাই, রাস্তা চাই, পাঠশালা চাই, মানুষের মত বাঁচতে চাই।

দেবরাণীর প্রবেশ

দেবরাণী। বেশী কিছু ত চায় না রাজা। তোমরা দুধভাত খেয়ে সুখে থাক, তাদের দুটি ফেনভাত দাও। তোমাদের রাস্তা সোনায় বাঁধানো থাক—তারা হিংসে করে না; তাদের রাস্তা কাঁচা মাটি দিয়ে বাঁধিয়ে দাও। তোমাদের ছেলেমেয়েরা শাস্ত্র পড়ে দিগ্‌গজ হোক, তাদের ছেলেমেয়েদের অন্ততঃ বর্ণপরিচয়টুকু শিখতে দাও।

বিপ্রবল্লভ। তুমিও শোভাযাত্রায় যোগ দেবে নাকি? তবে আর দেরী করো না, একটা নিশান নিয়ে বেরিয়ে পড়। তোমার বড় ছেলেটি কোথায়—বিচিত্রবল্লভ?

দেবরাণী। ঘরে বসে গান কচ্ছে।

বিপ্রবল্লভ। গান কচ্ছে! বিচিত্রবল্লভ? সে আবার কি গান?

মাধুরী। একটা গানই দশদিন ধরে সাধছে। "শ্রীকৃষ্ণ করুণা-ভিখারী।"

বিপ্রবল্লভ। শ্রীকৃষ্ণ? মানে ওই ব্রহ্মচণ্ডালটা? বন্ধ কর, বন্ধ কর গান। এরা ভেবেছে কি? বর্ণাশ্রম ধর্ম কি রসাতলে যাবে? বিপ্রপুর গ্রামে কি চণ্ডালের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা হবে? হবে না, হবে না; আমি কঠোর হস্তে এ অনাচার দমন করব।

দেবরাণী। তা ত করবেই। শুধু শাসন করতেই শিখেছ, সোহাগ করতে শেখনি।

বিপ্রবল্লভ। আমি আগে শাসন করি, তারপর তুমি বসে বসে সোহাগ কর।

মাধুরী। কত লোক আসছে বাবা?

বিপ্রবল্লভ। শুনছি ত দুহাজার। এর মধ্যে স্ত্রীলোকও আছে।

মাধুরী। সেই লোকটি এদের চালন কচ্ছে বুঝি?

দুর্লভ রায়ের প্রবেশ

দুর্লভ। না মা, এদের চালন কচ্ছে সেই ব্রহ্মচণ্ডাল কঙ্ক।

সকলে। কঙ্ক!

দুর্লভ: হ্যাঁ মহারাজ। দুহাজার নারীপুরুষের পুরোভাগে ওই কঙ্ক ব্যাটাই নিশান তুলে আসছে।

দেবরাণী। এ আপনি বলছেন কি? আমি ত তাকে দেখেছি। সে যে ফুলের মত কোমল এক ঋষিবালক! সে করবে যুদ্ধ, সে ধরবে অস্ত্র!

দুর্লভ। অস্ত্র নয়, নিশান।

বিপ্রবল্লভ। নিশান দিয়ে যুদ্ধ করবে রাজশক্তির সঙ্গে!

বিচিত্রবল্লভের প্রবেশ

বিচিত্র। যুদ্ধ তারা করবে না পিতা। তারা দিনের পর দিন আপনার প্রাসাদতোরণে রৌদ্রবৃষ্টি মাথায় করে বসে থাকবে। অনাহারে তাদের কোলের শিশুগুলো মরে যাবে, নারীদের বুকে যম এসে হাঁটু দিয়ে বসবে, পুরুষেরা ভিক্ষার বদলে হয়ত লোষ্ট্রখণ্ড উপহার পাবে, তবু দাবি আদায় না করে তারা উঠবে না।

বিপ্রবল্লভ। তুমি যে এখনও বসে আছ? যাবে না তাদের সঙ্গে যোগ দিতে?

বিচিত্র। না পিতা, আমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। আমি তাদের শিখিয়েছিলুম যে তারাও মানুষ, তাদের দেশের তারাও অংশীদার। আমি তাদের দেখিয়েছিলুম সশস্ত্র সংগ্রামের পথ।

দুর্লভ। বল কি যুবরাজ?

দেবরাণী। তুমি তাদের হাতে অস্ত্র দিয়েছিলে?

মাধুরী। এ তুমি করেছ কি?

বিচিত্র। সব বানচাল হয়ে গেছে। অস্ত্র আমি দিইনি; তারাই তৈরী করেছিল।

বিপ্রবল্লভ। বটে! আমি তাদের অস্ত্র দিয়ে তাদেরই বধ করব।

বিচিত্র। প্রয়োজন হবে না পিতা। কবি কঙ্ক তাদের সব অস্ত্র রাজেশ্বরীর জলে ফেলে দিয়েছে।

মাধুরী। কবি কঙ্ক!

বিচিত্র। হ্যাঁ রে; ছোটলোকের বুদ্ধি আর কত হবে!

দেবরাণী। যত বুদ্ধি তোমাদের ভদ্রলোকেরই আছে।

বিচিত্র। মাধুরী ত তাই বলে।

মাধুরী। কখন বলেছি?

বিচিত্র। রোজই ত বলিস।

মাধুরী। যাও—যাও, গান করগে যাও।

বিপ্রবল্লভ। দুর্লভ রায়,—

দুর্লভ। মহারাজ,—

বিপ্রবল্লভ। শোন; ছোটলোকের এ শোভাযাত্রা প্রাসাদ পর্যন্ত আসতে দিও না। এরা এদের কলুষিত স্পর্শ নিয়ে প্রাসাদ-তোরণে

বসে থাকবে, আর আমি প্রাতঃসন্ধ্যা এদের মুখ দেখব আর চীৎকার শুনব, তা হবে না। এদের তাড়িয়ে দাও, আমার দৃষ্টির পাল্লার মধ্যে একজন চণ্ডালও যেন না আসে।

দুর্লভ। কোন ভয় নেই মহারাজ। এ বিদ্রোহ দমন করতে আমি জানি।

বিচিত্র। না দেওয়ানজি, জানেন না। সশস্ত্র বিদ্রোহ দমন করা যায়, কিন্তু নিরস্ত্র বিদ্রোহ দমন করার সাধ্য দেওয়ান দুর্লভ রায়েরও নেই, আর তাঁর মহাবীর পুত্র রঞ্জনেরও নেই।

দুর্লভ। আছে কি না, আর একটু পরেই তার প্রমাণ পাবে। আমি রঞ্জনকে সসৈন্যে পাঠিয়ে দিয়েছি।

দেবরাণী। কেন? কেন? কি করবে রঞ্জন?

বিপ্রবল্লভ। তাদের আদর করে প্রাসাদে নিয়ে আসবে।

দুর্লভ। লাঠিতে যদি না হয়, গুলি করবে।

মাধুরী। গুলি করবে! বাবা, গুলি করবে কি বাবা? তোমার নগরপালকে ফেরাও। তাদের পুরোভাগে কবি রয়েছে যে!

বিপ্রবল্লভ। কবি! কবিকেই আগে প্রাণ দিতে হবে।

দেবরাণী। তুমি কি পাগল হয়েছ রাজা? আসুক তারা হাজারে হাজারে। প্রজা রাজার কাছে আসবে না? সন্তান পিতামাতার কাছে আবদার করবে না? তার জবাব দেবে তোমরা লাঠি দিয়ে আর গুলি দিয়ে? ভিক্ষে দেবে না, আবার কুকুর লেলিয়ে দেবে? এমনি করেই তুমি প্রজাপালন করবে?

দুর্লভ। ছোটলোকদের পালন করতে হয় না, শাসন করতে হয়। মূর্খস্য লাঠ্যৌষধি।

[প্রস্থান

বিপ্রবল্লভ। নারি, রাজ্যশাসন ছেলেখেলা নয়। এখানে স্নেহের বাষ্প নেই, মায়ার কান্না নেই, আছে শুধু কঠোর কর্তব্য! তারা যা চায়, আজ আমি তা পূর্ণ করলে কাল আরও দশটা দাবি নিয়ে আওয়াজ তুলবে। তারপর একদিন অর্ধরাজ্য চাইবে, তারপর চাইবে রাজকন্যা! প্রথম দাবির জবাব যদি লাঠি আর গুলি দিয়ে দেওয়া যায়, অবশিষ্ট দাবিগুলো ভয়ে আর আওয়াজ তুলবে না, তারা অনাহারে শুকিয়ে মরে যাবে।

[প্রস্থান

দেবরাণী। বিচিত্রবল্লভ,—

বিচিত্র। মা,—

দেবরাণী। ছুটে যাও বাবা। ওই জানোয়ারটা যদি নিরস্ত্র জনতার উপর গুলিবর্ষণ করে, তবে তাকেই তুমি যমালয়ের পথ দেখিয়ে দিয়ে এস।

[প্রস্থান

বিচিত্র। মায়ের কথা শুনলে? জামাই—তাকে বলে যমালয়ের পথ দেখাতে।

মাধুরী। কি তুমি যা-তা বলছ? ওই গাঁজাখোরের গলায় মালা দেব আমি!

বিচিত্র। কতবড় নৈকষ্য কুলীন জানিস?

মাধুরী। ঝাঁটা মারি আমি নৈকষ্য কুলীনের মাথায়। যেমন পাজী বাপ, তেমনি অপদার্থ ছেলে। মুখ দেখলেও পাপ হয়।

বিচিত্র। [স্বগত] প্রজাপতি ঠাকুর, বেশ গুছিয়ে এনেছ।

মাধুরী। দাঁড়িয়ে রইলে যে? যাবে না? মায়ের কথাটা ছেলেখেলা বুঝি?

বিচিত্র। তোর আজকাল বেশ মাতৃভক্তি গজিয়েছে দেখছি। কিন্তু আমার যে এখন গানের সময়।

মাধুরী। ছাই গান। যার কাছে গান শিখেছ, সে ছাড়া তোমার গান আর কেউ শুনবে না। দাদা!

বিচিত্র। যাচ্ছি দিদি, যাচ্ছি। ভয় কি তোর, কবিকে কেউ মারতে পারবে না। ও যমের অরুচি। জন্মে অবধি জোড়া জোড়া বাপ-মা খেয়েছে, কিন্তু ওকে কেউ খেতে পারেনি। আমার ভয় হচ্ছে, হতভাগা কবি ওর বোনটাকে না খেয়ে ফেলে।

মাধুরী। ওর বোনের জন্যে তোমার এত মাথাব্যথা কেন? বোন মরুক।

বিচিত্র। তবে ভাইও মরুক। আমি যাব না যা।

মাধুরী। তোমার মত তালপাত সিং না গেলেও যে বাঁচবে, সে ঠিকই বাঁচবে। যাও তুমি, লীলার মুখ ধ্যান করগে।

বিচিত্র। ননদিনী রায়-বাঘিনী বাগে যদি পায়, হালুম করে পুরবে পেটে, কি করবে শ্যামরায়?

[মাধুরীর নাক টিপিয়া দিয়া প্রস্থান

মাধুরী। দাদার ত হয়ে গেল।

সৃষ্টিধরের প্রবেশ

সৃষ্টিধর। মহারাজ! কে রাজকন্যা? এ কি অত্যাচার? ভিক্ষে দেবেন না, আবার মাথায় লাঠিও মারবেন? আমরা ত অস্ত্র হাতে নিয়ে আসিনি। বাপের কাছে ছেলেমেয়ে যেমন করে হাত পেতে দাঁড়ায়, তেমনি করে আমরা মহারাজের কাছে দাবি জানাতে এসেছি। তার কি এই পুরস্কার? কোথায় মহারাজ?

মাধুরী। মহারাজের কাছে গিয়ে লাভ নেই বাবা।

সৃষ্টিধর। মারতে হয় তিনি আমাদের গলা টিপে মারুন। তাবলে কোথাকার কে একটা গাঁজাখোর, তাকে দিয়ে আমাদের মা-বোনের গায়ে লাঠি চালাবে? আমাদের কবির মাথা ভাঙবে?

মাধুরী। কবিকেও মেরেছে রঞ্জন?

সৃষ্টিধর। মেরে শুইয়ে দিয়েছে। শোন রাজকন্যা, শোন; বেশী কথা আমরা জানি না। কবি আমাদের রাখালরাজা, সে-ই আমাদের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে রাজেশ্বরীর জলে ফেলে দিয়েছে। যদি তাকে তোমরা বাঁচতে না দাও, তাহলে রাজেশ্বরীর জল ছেঁচে আমরা আবার অস্ত্র তুলে আনব। আমরা ত মরেই আছি, তোমাদেরও আমরা বাঁচতে দেব না।

রঞ্জনের প্রবেশ

রঞ্জন। এই কুকুরটা এখানে কেন?

মাধুরী। আমি ডেকে এনেছি।

রঞ্জন। তুমি ডেকে এনেছ? কেন?

মাধুরী। আমার প্রয়োজন আছে।

রঞ্জন। কি প্রয়োজন?

মাধুরী। তোমার তা না জানলেও চলবে।

রঞ্জন। মাধুরি!

মাধুরী। মাধুরী নয়, রাজকুমারী। যাও বাবা, আমার অনুরোধ ইল, এরা যদি সত্যিই অহিংস জনতার উপর লাঠি চালায়, তোমরা দের লাঠি কেড়ে নিয়ে এদেরই মাথা ভাঙবে।

সৃষ্টিধর। এ নইলে রাজকন্যা? কিন্তু এই কঙ্ক ব্যাটা যে শোনে

না। সে বলে, অস্ত্র দিয়ে দেহ জয় করা যায়, মন জয় করা যায় না। কতবড় কথা বল দেখি। এসব কথা ত আর আমরা কখনও শুনিনি। এমন দেবতার মত মানুষ, তাকে কিনা এই গাঁজাখোর—

রঞ্জন। খবরদার বেয়াদপ! [তরবারি নিষ্কাসন]

মাধুরী। থামো। যেখানে সেখানে তরবারি চালানো যায় না।

সৃষ্টিধর। কঙ্ক যদি মরে, তোমাকে আমি আস্ত গিলে খাব।

[প্রস্থান

রঞ্জন। এই ঔদ্ধত্য তুমি আমায় সহ্য করতে বল?

মাধুরী। ঔদ্ধত্য দেখিয়েছ তুমি। কবির গায়ে তুমি হাত তুলেছ। যদি বাঁচতে চাও, পালাও। নইলে এরা তোমাকে ক্ষমা করবে না।

রঞ্জন। কি করবে আমার এই ভেড়ার পাল?

মাধুরী। ভেড়া এরা নয়, সিংহ।

রঞ্জন। সিংহ! দাঁড়াও, আমি সিংহের দাঁত ভেঙে দিচ্ছি। তারপর না হয় কদিন গা ঢাকা দেব।

[প্রস্থান

মাধুরী। যেমন নির্বোধ, তেমনি কাপুরুষ!

আহত কঙ্কের প্রবেশ

কঙ্ক। কেন আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন রাজকুমারি? আমার এখন অবসর নেই। কুমার কিছুতেই কথা শুনলেন না, আমায় জোর করে পাঠিয়ে দিলেন। বলুন দেবি, কি আপনার কথা।

মাধুরী। ইস্, কপাল ফেটে রক্ত পড়ছে যে। বসুন, বসুন, বেঁধে দিই।

কঙ্ক। না, ও অমনিই সেরে যাবে। কপাল আমার চিরদিনই

ভাঙ্গা! ভাগ্যও মারে, মানুষেও মারে; আবার জোড়া লেগে যায়। বলুন, আমাকে এখুনি যেতে হবে।

মাধুরী। না, যেতে হবে না, ওরা চলে যাক।

কঙ্ক। কিন্তু ওদের দাবি ত মিটল না।

মাধুরী। দাবি ত পঞ্চাশ হাজার টাকার? আমার এক লাখ টাকার গহনা আছে; আমি সব ওদের দেব।

কঙ্ক। আপনি! আপনি কেন দেবেন? আপনি দিলে তার নাম হবে দয়া। ওরা ত দয়া চায় না, চায় অধিকার।

মাধুরী। আমি নেব অধিকার আদায়ের ভার। ওরা চলে যাক।

কঙ্ক। কি বলে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাব? দেবি, এরাই দেশের মেরুদণ্ড, তবু এদের কথা কেউ ভাবে না। আজ তাদের কথা ভাববার লোক এসেছে; একজন বিচিত্রবল্লভ আর একজন তার ভগ্নী। ছোটলোকের অভিবাদন গ্রহণ করুন দেবি।

মাধুরী। অভিবাদন থাক; আসুন আপনি।

[কঙ্ক সহ প্রস্থান

———

তৃতীয় দৃশ্য

পল্লবের গৃহ

পল্লব ও যোগেশ্বরীর প্রবেশ

যোগেশ্বরী। হ্যাঁ গা, শুধু শুধু লীলার নামে এসব কথা তোমরা রটিয়েছ কেন?

পল্লব। কেন, কথাটা মিথ্যে?

যোগেশ্বরী॥ একশোবার মিথ্যে। লীলার মত মেয়ে তোমার বাপের বয়সে দেখেছ কোনদিন?

পল্লব। কত লীলা দেখলুম; আগুনের তাতে ঘি আপনি গলে যায়।

যোগেশ্বরী। তোমার বোন যেমন কৈবর্তকে দেখে গলেছিল।

পল্লব। খবরদার, যা-তা বলো না বলছি!

যোগেশ্বরী। বলব না? কাচের ঘরে বাস কর, পরের বাড়ীতে ঢিল ফেলতে যাও কোন সাহসে? তোমার মহামানী ভাই—রাজার দেওয়ান, সমাজের মাথা—কি করেছিল কেউ জানে না? বিধবা ছেলের বউ—ছি-ছি-ছি,—তাই কি মেয়েটাকে ঘরে তিষ্ঠুতে দিলে?

পল্লব। সব মিথ্যেকথা।

যোগেশ্বরী। মিথ্যেকথা! কেউ জানে না? চালুনী বলে ছুঁচকে তোর গায়ে কেন ছ্যাদা! আহা-হা, ছেলেটা এত দুঃখ পেয়ে কূল পেয়েছে, তাকে উৎখাত করার চক্র! অমন ছেলে এ-গাঁয়ে আর আছে?

পল্লব। তুমিও গলে গেলে নাকি? কিন্তু লীলাকে বাদ দিয়ে তোমাকে নেবে বলে মনে হচ্ছে না।

যোগেশ্বরী। আবার? ভাল হবে না বলে দিচ্ছি। হবে কোত্থেকে? চিরকাল শুধু ঘণ্টাই নেড়েছ, পুঁথি ত আর হাতে করনি। যাও ছেলের সঙ্গে পুঁথি নিয়ে কঙ্কর কাছে পাঠ নাওগে।

পল্লব। ফের ওকথা বললে তোকে আমি খড়মপেটা করব।

যোগেশ্বরী। চল, তোমায় যেতে হবে আমার সঙ্গে।

পল্লব। কোথায় যাব?

যোগেশ্বরী। যার যার কাছে লীলা-কঙ্কের খোয়ার করেছ, তাদের সবার কাছে গিয়ে বলতে হবে—আমরা যা বলেছি সব মিথ্যে।

পল্লব। বেশী বাড়াবাড়ি করলে ভাল হবে না।

যোগেশ্বরী। হিজলগঞ্জের রায়েরা লীলাকে দেখতে যাচ্ছিল, কে তাদের ফিরিয়ে দিয়েছে?

পল্লব। তা আমি কি জানি?

যোগেশ্বরী। জান না? কোন্ গতরখাগীর বাচ্ছা তাদের বলেছে, —"লীলার চরিত্র খারাপ?"

পল্লব। গালাগাল দিসনি বলছি।

যোগেশ্বরী। গালাগালে হবে না, তোর ওষুধ চ্যালাকাঠ, তাই নিয়ে আসছি।

পল্লব। এই, এই, ও যোগেশ্বরি, ও যোগু,—

রঞ্জনের প্রবেশ

রঞ্জন। জ্যাঠামশায়, বাবা এসেছে?

পল্লব। এসেছে বই কি। রাজকন্যা আসবে, বাড়ীঘর ফিটফাট

করে রাখতে হবে না? দেখ গে যাও, কুঁড়েঘরের জায়গায় কোঠা-বাড়ী উঠছে। কপাল, বুঝলে গিন্নি, সব কপাল! নইলে মড়া মেয়ে ছেলে হয়ে যায়!

যোগেশ্বরী। গাঁজার মাত্রা বেশী হলে তাই হয়। এনে দেব এক ছিলিম গাঁজা? জ্যাঠা-ভাইপো মিলে খাও।

রঞ্জন। এ তুমি কি বলছ জ্যাঠাইমা?

যোগেশ্বরী। হ্যাঁ বাবা, হঠাৎ পালিয়ে এলে কেন? চণ্ডালরা ত নিরস্ত্র, তোমার মত বীরপুরুষ তাদের ভয়ে পালাবে কেন?

রঞ্জন। পালিয়েছি কে বললে? আমি দুদিন বিশ্রাম করতে এসেছি। একেবারে বিয়ের দিন রাজবাড়ী যাব।

পল্লব। কপাল, সব কপাল।

যোগেশ্বরী। হ্যাঁ বাবা রঞ্জন, কঙ্কর নাকি মাথা ফাটিয়েছ? বেশ করেছ বাবা। জ্যাঠার ভাইপো তুমি, কঙ্ককে মারবে না? একেবারে খুন করনি ত?

রঞ্জন। খুন করাই উচিত ছিল।

যোগেশ্বরী। দেখো বাবা, খুব সাবধান; সে নাকি এখন রাজ-কন্যার শুশ্রূষায় আছে। আমি বাবা বোকা-সোকা মানুষ, কিন্তু এইটুকু বুঝি, কঙ্ক যদি না বাঁচে, তাহলে রাজকন্যা তোমাকেও খুন করবে।

[প্রস্থান

রঞ্জন। জ্যাঠাইমার কথা শুনলে?

পল্লব। কপাল, সব কপাল।

দুর্লভ রায়ের প্রবেশ

দুর্লভ। তুমি হঠাৎ এলে যে রঞ্জন?

রঞ্জন। কি করি বল? চণ্ডাল ব্যাটারা ভয়ানক ক্ষেপে উঠেছে। কঙ্কর আঘাতটা একটু গুরুতর হয়েছে কিনা। তাই দিনকতক গা-ঢাকা দিলুম।

দুর্লভ। তুমি বাবা একটি দুপেয়ে জানোয়ার।

রঞ্জন। কেন বল দেখি।

দুর্লভ। দলপতিকে কখনও প্রকাশ্যে মারতে হয়? জনতা এলে তার সামনে করবে হাতজোড় করে অনুরোধ, আর পেছনে লাগাবে লাঠি। তারপর তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলে দু-একটা নিরীহকে খুন করে ফেলে দেবে, আর দশ-বিশজনকে একেবারে নিখোঁজ করে ফেলবে। তবেই দেখবে আন্দোলন আর দানা বাঁধবে না।

রঞ্জন। কথাটা ত তখন বলনি। তুমি ত ঠিক সময় বুঝে পালিয়ে এলে।

দুর্লভ। পালিয়ে এলুম? দেখছ না, বাড়ীঘর তৈরী হচ্ছে? তোমার আর কি? টোপর মাথায় দিয়ে বউ নিয়ে আসবে। শ্রাদ্ধের আয়োজন ত আমাকেই করতে হবে।

রঞ্জন। আয়োজন ত কচ্ছ। এদিকে রাজকন্যা যে বড় মেজাজ দেখাচ্ছে।

পল্লব। [স্বগত] আহা, শুনেও সুখ।

দুর্লভ। কি বলছে রাজকন্যা?

রঞ্জন। কথায় কথায় আমায় চোখ রাঙাচ্ছে।

দুর্লভ। আর তুমিও তাকে ধমক দিচ্ছ ত?

রঞ্জন। দেব না? কেন সে যার তার শুশ্রূষা করবে? আমি এসব বেহায়াপনা সহ্য করব?

দুর্লভ। আলবৎ করবে। বাপের সুপুত্তুর হয়ে করবে। ব্যাটা

আকাট মুখ্যু, তোর ঠাকুরদাদা যজমান বাড়ী থেকে চাল বেঁধে নিয়ে আসত, তবে আমাদের হাঁড়ী চড়ত। তোর বাপ কত সাধ্য-সাধনা করে তোকে চাকরিতে ঢুকিয়েছিল। তারা দয়া করে তোকে নগর-পাল করে দিয়েছে। নইলে তোর যা মুরোদ, সে আর আমার জানতে বাকি নেই।

পল্লব। যেতে দাও, যেতে দাও, সব কপাল।

দুর্লভ। ইচ্ছে করে দেয়ালে মাথা ঠুকলে কপাল ত আস্ত থাকে না। রাজকন্যাকে গেছ তুমি ধমক দিতে! জান না, ও জাতকেউটের বাচ্ছা! বিয়েটা আগে হোক, তারপর কথা না শোনে, ধরে খড়ম-পেটা কর। তখন ত আর কেউ কিছু বলতে পারবে না।

পল্লব। হ্যাঁ হে রঞ্জন, কঙ্ক কি মরে যাবে নাকি?

রঞ্জন। ঠিক করে মরবে? দিনরাত এত শুশ্রূষা পেলে কেউ মরে? আমারও ত একবার অসুখ করেছিল, তখন ত একবার ওষুধও খাওয়ায়নি।

দুর্লভ। দাদা, নীলাকঙ্কর কথাটা বেশ করে রটিয়ে দিয়েছ ত?

পল্লব। আমি আর বেশী কি রটাব ভাই? তুমি নিজে যা রটিয়েছ, তাতেই গা-ময় ঢি-ঢি হয়ে গেছে। তবে কি জান, যাই করনা কেন, সবই কপাল। ওই কঙ্কই হয়ত তোমার ছেলেকে পিঁড়ি থেকে ঠেলে ফেলে দিয়ে রাজার জামাই হয়ে বসবে।

দুর্লভ। কি ছাই বলছ তুমি?

পল্লব। বলছি, সবই কপাল। কপালের জোরে মড়া মেয়ে ছেলে হয়, আবার কপাল ভাঙলে রাজকন্যা তাকে লাথিও মারে।

[প্রস্থান

দুর্লভ। মূর্খ কোথাকার! রাজকন্যার কথা আর কি বলবার

জায়গা ছিল না? তোমার জ্যাঠাকে তুমি চেন না? এক প্রহরের মধ্যে গাঁয়ের সবাই শুনবে যে রাজকন্যা তোমায় লাথি মেরেছে।

রঞ্জন। আমি তাহলে ওঁকে গলা টিপে মারব।

গর্গের প্রবেশ

গর্গ। কঙ্ক কই রঞ্জন, কঙ্ক কই?

রঞ্জন। কঙ্ক পঙ্কে পড়ে আছে।

গর্গ। কি করেছ তুমি তার?

রঞ্জন। কিছুই করনি কাকা, একটু গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়েছি। তাতেই তার গায়ে দগদগে ঘা হয়ে গেছে। আমি কি জানি সে এমন ননীর পুতুল?

গর্গ। কেন মারলে তাকে? কি করেছিল সে তোমার? সে ত কাউকে আঘাত দিতে জানে না, কাউকে কটু কথা বলতে শেখেনি। কি তার অপরাধ?

দুর্লভ। অপরাধ বই কি? চণ্ডাল ব্যাটাদের নিয়ে সে কেন যায় রাজপ্রাসাদে হানা দিতে?

গর্গ। অস্ত্র নিয়ে ত যায়নি, একখানা লাঠিও ত কারও হাতে ছিল না। তারা দিনের পর দিন খাজনা দেবে, আর রাজার কাছে একটু কাঁদতেও পাবে না? তাদের দেখলেও তোমাদের পাপ হয়?

রঞ্জন। হয় না?

দুর্লভ। কিন্তু তুমি তা বুঝবে না। তারা তোমার কাছেই এ সাহস পেয়েছে। তুমি একটা চণ্ডালকে আশ্রয় দিয়ে সমগ্র চণ্ডাল গোষ্ঠীর বুক বাড়িয়ে দিয়েছ। যাও, বেরিয়ে যাও, তোমার পাপ-স্পর্শে ব্রাহ্মণের বাড়ী আর কলুষিত করো না।

গর্গ। কলুষিত! আমার স্পর্শে তোমার বাড়ী কলুষিত হয়, চণ্ডালের ছায়া দেখলে তোমার পাপ হয়, মুসলমান তোমার ঘরে ঢুকলে বোধহয়—

দুর্লভ। চতুর্দশ পুরুষ নরকে যায়।

গর্গ। চোরা বালির উপর তুমি দাঁড়িয়ে আছ দুর্লভ রায়। আমি তোমার আকাশস্পর্শী দম্ভের চূড়া এক মুহূর্তে ধূলিসাৎ করে দিতে পারি; কিন্তু তা দেব না। তোমরা এত ছোট যে, তোমাদের সঙ্গে গর্গ শর্মার প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে না।

রঞ্জন। বটে!

দুর্লভ। এতবড় কুলীন তুমি! কদিন পথে বেরোওনি? রাসমণি কিছু বলেনি? লীলা কি কচ্ছে, তোমার আদরিণী লীলা? সে ঐরাবত ব্যাটাই বা কোথায়?

গর্গ। কেন বল দেখি? কেন একথা জিজ্ঞাসা কচ্ছ? আমার সঙ্গে কেউ ত কথা বলে না। লীলা কাঁদে, রাসমণি পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়, ঐরাবত হাত-পা কামড়ায়। কি হয়েছে দুর্লভ? কঙ্ক বেঁচে আছে ত?

রঞ্জন। কেন বেঁচে থাকবে না? সে না বাঁচলে গাঁ জ্বালাবে কে? লীলাকে বলগে, কোন ভয় নেই, সে দু-একদিনের মধ্যেই আসবে।

গর্গ। তবে এরা অমন কচ্ছে কেন? আমার সৃষ্টি কি ব্যর্থ হয়ে গেল? ভাগ্যদেবী কি আমায় পরাভূত করলে? কঙ্ক নেই রঞ্জন?

রঞ্জন। আছে—আছে। কঙ্ক না থাকলে চলে? কঙ্ক না থাকলে লীলার সঙ্গে রাসলীলা করবে কে?

গর্গ। [বজ্রমুষ্টিতে রঞ্জনের হাত ধরিলেন] কি বললি নরাধম?

এত ছোটর মুখে এতবড় কথা! আমি তোকে গলা টিপে যমালয়ে পাঠাব। [গলা টিপিয়া ধরিলেন]

রঞ্জন। কি ?

দুর্লভ। ছাড়—ছাড়। খুন করবে নাকি ?

গর্গ। হ্যাঁ, খুন করব। তোমাদের সবাইকে আমি খুন করব। তাই লীলা কাঁদে, তাই রাসমণি পালিয়ে বেড়ায়। আর কোন অস্ত্র হাতে না পেয়ে এই নিকৃষ্ট পথ ধরেছ তোমরা? বর্বরের দল, সে যে তোমাদের জ্ঞাতিকন্যা, এ কথাটাও কি ভুলে গেছ ?

রঞ্জন। জ্ঞাতি!

দুর্লভ। মেয়ে যার কুলটা—

গর্গ। ওঃ, বসুমতি, তুমি দ্বিধা হও। আকাশ, তুমি ভেঙ্গে পড়। কর্ণ, তুমি বধির হও। [অবসন্ন হইয়া বসিয়া পড়িলেন]

যোগেশ্বরীর প্রবেশ

যোগেশ্বরী। ঠাকুরপো, ইতরামি করতে হয়, তোমার নিজের ঘরে গিয়ে কর। এ আমার ঘর, এখানে আমার জ্ঞাতিকন্যার খোয়ার করতে আমি দেব না; আরও শুনে যাও, কঙ্ককে আমরা চিনি, তোমাকেও আমরা চিনি। কঙ্কর গায়ে কাদা ছিটিয়ে দেবার আগে নিজের গায়ে হাত দিয়ে দেখ।

[প্রস্থান

গর্গ। এই নারী নরকের দ্বার!

দুর্লভ। চল রঞ্জন, দুর্লভ রায় কাউকে ক্ষমা করে না। আমি এর প্রতিশোধ নেব, এদের ভিটে-ছাড়া করব, নইলে আমি দেওয়ান দুর্লভ রায় নই।

গীতকণ্ঠে পীরমহম্মদের প্রবেশ

পীরমহম্মদ।—

গীত

এতই কি তুই শক্তিমান?
জানিস না কি উর্দ্ধে আছে আল্লা হরি ভগবান্?
নয়নে তার নিদ্রা নাহি হিসাবে নেই ফাঁকি,
গণ্ডাকড়াক্রান্তি ধরে মিটিয়ে নেবে বাকি.
ধর্ম আছে মিথ্যা নয়,
হয় না কভু পাপের জয়,
আজও ওঠে সূর্য্যশশী, ঘুরছে রাত্রি দিনমান।

রঞ্জন। তুমি ব্যাটা ফকির এখানে কি চাও?

পীরমহম্মদ। আমার কিছু পাওনা আছে বাপজান, তাই নিতে এসেছি।

গর্গ। না ফকির, না; তুমি যাও।

পীরমহম্মদ। কতদিন ত ঠেকিয়ে রেখেছ দাদা। আজ আর আমি ছাড়ব না।

গর্গ। দয়া কর ফকির, দয়া কর। তুমি সংসারত্যাগী, এই তুচ্ছ সম্পদে তোমার কোন প্রয়োজন নেই।

পীরমহম্মদ। আমার প্রয়োজন না থাকলেও তোমাদের প্রয়োজন আছে। এ ব্যাটাদের বড্ড বাড় বেড়েছে। এদের ছেলে যদি রাজার জামাই হয়, সবার হাতে মাথা নেবে।

গর্গ। আমি বেঁচে থাকতে কারও মাথা নিতে পারবে না ফকির। তুমি যাও, তুমি যাও। এরা অতি ক্ষুদ্র জীব, এদের দয়া কর।

পীরমহম্মদ। করব না দয়া। এরা কঙ্কর নামে কালি মাখিয়ে দিয়েছে, আমার লীলা মায়ের নামে কুৎসা ছড়িয়েছে।

দুর্লভ। বেশ করেছি, তোমার কি ?

পীরমহম্মদ। আমার কি ? মনে করেছিলুম, বামুন তোমরা, তোমাদের হাওয়া লেগে জানোয়ার দেবতা হয়ে যায়। সব ভুল। বউটা মরে গেল কোলে একটা ছেলে রেখে। তারপর—

গর্গ। ফকির, চুপ কর ফকির। এরা সইতে পারবে না।

রঞ্জন। কি হয়েছে, ব্যাপারটা কি ?

গর্গ। কিছু না বাবা, কিছু না; তুমি যাও। দুর্লভ, দাঁড়িয়ে আছ কেন ? ঘরে যাও না।

দুর্লভ। কেন ? তোমার ভয়ে ?

পীরমহম্মদ। না—না, ভয় কি ? গঙ্গাজল আনতে বল। প্রায়শ্চিত্তের আয়োজন কর। শোন—কোলের ছেলেটাকে নিয়ে আমি আর গর্গ দাদা দুজনে খুঁজে খুঁজে দেখলুম, তোমার দাদা নদীর ধারে কোদাল দিয়ে কবর খুঁড়ছে।

পল্লবের প্রবেশ

পল্লব। হ্যাঁ—হ্যাঁ, তারপর ?

পীরমহম্মদ। ঘাটে বাঁধা নৌকো—

গর্গ। ফকির! ওঃ, কথা শুনলে না দুর্লভ ?

পীরমহম্মদ। সেই নৌকোয় দেখলুম মরা মেয়ে কোলে করে তোমার বামনী শুয়ে আছে।

পল্লব। হ্যাঁ,—হ্যাঁ, আমি জানি।

দুর্লভ ও রঞ্জন। থামো।

গর্গ। আমি তখন ওর ছেলেকে তোমার স্ত্রীর কাছে রেখে মড়া মেয়েটাকে নিয়ে এসে কবরে চাপা দিয়ে দিলুম।

দুর্লভ। এর অর্থটা কি হলো?

পীরমহম্মদ। অর্থ এই যে, আমার ছেলে তোমার ঘরে মানুষ হয়েছে। আমি আজ তাকে চাই।

দুর্লভ ও রঞ্জন। কে তোমার ছেলে?

পীরমহম্মদ। এই যে। [রঞ্জনের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ]

রঞ্জন। আমি!

দুর্লভ। না—না—না, এ আমারই সন্তান।

গর্গ। না দুর্লভ রায়, নির্মম হলেও এ সত্য। একটা মা-হারা শিশুর আকুল ক্রন্দনে বিচলিত হয়ে একদিন তাকে এক মৃতবৎসা মায়ের কোলে রেখে এসেছিলুম। ভেবেছিলুম—একথা শুধু আমরা দুজনেই জানব, আর কাউকে জানতে দেব না। কিন্তু ভ্রান্ত আমরা—বুঝতে পারিনি যে, আমরা ছাড়া আরও একজনও জেনেছিল, সে এই বিশ্বজগতের অতন্দ্র প্রহরী।

পল্লব। কপাল দাদা, সব কপাল!

গর্গ। তোমারই দোষ দুর্লভ রায়। অসার কৌলিন্যের দম্ভে তুমি গাঁয়ের মানুষগুলোকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ক্ষার করেছ। কোন দুষ্কর্মই বৃথা যায় না। এ তোমারই কুকর্মের প্রতিফল। তুমি আমার কণ্ঠায় কণ্ঠায় বিষ ঢেলে দিয়েছ। এবার নিজে বিষের জ্বালা ভোগ কর।

[প্রস্থান

পীরমহম্মদ। চলে আয় ব্যাটা, চলে আয়।

রঞ্জন। আমি মুসলমান! আমি বামুনের ছেলে নই?

পল্লব। কপাল বাবা; আমি ত বলেছি,—সব কপাল।

দুর্লভ। এ তোমাদের ষড়যন্ত্র! আমি এ শাঠ্যের যোগ্য প্রতিফল দেব।

পীরমহম্মদ। ষড়যন্ত্র নয় দুর্লভ রায়। ছেলের গলায় আমি একটা মাদুলি বেঁধে দিয়েছিলুম।

দুর্লভ। সে কি তুমি দিয়েছিলে?

পীরমহম্মদ। হ্যাঁ, আমি। আছে মাদুলি? খুলে দেখ, মাদুলির মধ্যে লেখন আছে।

দুর্লভ। লেখন? কিসের লেখন?

রঞ্জন। [বাহু হইতে মাদুলি খুলিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিল, লেখন বাহির হইল]

দুর্লভ ও রঞ্জন। [লেখন পড়িয়া] "পীরমহম্মদ"।

পীরমহম্মদ। হাঃ-হাঃ-হাঃ। আজ যাচ্ছি আমি; আবার আসব। সেলাম সমাজপতি, সেলাম। [প্রস্থান

রঞ্জন। কাকে দোষ দেবে বাবা? এ প্রকৃতির প্রতিশোধ।

[প্রস্থান

পল্লব। দুঃখ করো না ভাই। সব কপাল! আর ত তোমাকে নিয়ে এক বাড়ীতে বাস করতে পারি না দুর্লভ। হয় তুমি উঠে যাও, না হয় আমাকেই যেতে হয়।

দুর্লভ। দাদা,—

পল্লব। আর দাদা? খবরটা একবার মহারাজকে জানাতে হচ্ছে। ব্রাহ্মণের জাত মারা ঠিক নয়। একটা কাজ করবে ভাই? তোমার ওই মোছলমান ব্যাটার সঙ্গে ত আর রাজকন্যার বিয়ে হবে না। আমাদের মাধবের সঙ্গে যদি—

দুর্লভ। দূর হও আমার সম্মুখ থেকে।

পল্লব। তোমাকে যে আর দেওয়ানিতে বহাল রাখবে, মনে ত হয় না। দেওয়ানিটা যদি আমাকে করে দাও, আমি তোমায় মাসে মাসে বৃত্তি দেব।

দুর্লভ। বলবার দিন পেয়েছ। নইলে তোমার মত লোক আমাকে বৃত্তি দিতে চায়! আবার এ কথা বললে আমি তোমায় খুন করব।

[প্রস্থান

পল্লব। সব কপাল।

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

গর্গের গৃহ

লীলা গাহিতেছিল

লীলা।—

গীত

স্বরগবাসিনি মা গো!
আমায় তুলে নে মা কোলে, সহিতে যে পারি না গো।
সংসার মোর হয়ে গেছে বন, জীবন হয়েছে মরু,
কোন্ জনমের জানি না কি পাপে পুড়ে গেছে আশাতরু;
পরশে আমার কি বিষের জ্বালা,
নিমেষে শুকালো পারিজাত-মালা,
কত যে কাঁদিনু এ দুটি নয়নে আর জল ধরে না গো!

ঐরাবতের প্রবেশ

ঐরাবত। দিদিভাই!

লীলা। কি রে ঐরাবত?

ঐরাবত। কেন তুমি এত কাঁদ দিদিভাই? বলুক না, ওদের যা প্রাণ চায়। তোমাকে ত আমরা চিনি। দাদাঠাকুর কি বলে শোননি? গঙ্গার জলে কত লোক ছাইভস্ম ফেলে, তবু ত গঙ্গা অশুচি হয়ে যায়নি।

লীলা। যা ঐরাবত, সুরভিকে ফ্যানজল দিগে যা।

ঐরাবত। দেব না ফ্যানজল। মরুক তোমার সুরভি। গোটা বাড়ীটার মধ্যে কেউ একটু হাসবে না? বাবাঠাকুর একবার পুকুর-ধারে যাচ্ছে, আর একবার বাড়ীর ভেতর আসছে; কোন কথা বললে জবাবই দেয় না। পিসীমা ত সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত যাকে পাচ্ছে, তাকেই ঠ্যাঙাচ্ছে। হয়েছে কি শুনি।

লীলা। কিছু হয়নি ত।

ঐরাবত। হয়নি যদি, তবে গোমরা মুখ করে আছ কেন? তার চেয়ে একবার বল না কেন, আমি ওই দুল্লভ ঠাকুর আর পেল্লব ঠাকুরের হাড়গোড় দ' করে দিয়ে আসি।

লীলা। অমন কথা মুখেও আনিস নে ঐরাবত। তাঁরা যদি অন্যায় করে থাকেন, ভগবান নিজেই তাঁদের শাস্তি দেবেন।

ঐরাবত। ভগবানকে যে বাগে পাচ্ছি না। তাহলে তাকে তুলে আছাড় মারতুম।

মাধবের প্রবেশ

মাধব। কেন রে ঐরাবত? কি করেছেন ভগবান?

ঐরাবত। দেখতে পাচ্ছ না? চোখ নেই তোমার? তোমার বাপজ্যাঠা গোটা গাঁখানাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারছে, ভগবান তাদের কাঁটার আঁচড় দিতে পারলে না?

মাধব। দিয়েছে বই কি ঐরাবত। গিয়ে দেখে আয়, কাকা মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন।

লীলা। কেন দাদা? কি হয়েছে তাঁর?

মাধব। প্রকৃতি চরম প্রতিশোধ নিয়েছে বোন। রঞ্জন কে জানিস?

ঐরাবত। [ভ্যাঙ্গাইয়া] রঞ্জন কে জানিস? রঞ্জন তোমার খুড়োর ছেলে।

মাধব। না ঐরাবত, সে হিন্দুই নয়, মুসলমান।

লীলা। সেকি!

মাধব। নৌকোর মধ্যে কাকীমার একটা মড়া মেয়ে হয়েছিল। সবার অজ্ঞাতে তোমার বাবা ফকির সাহেবের মাতৃহীন ছেলেটাকে তার কোলে রেখে মড়া মেয়েটাকে এনে কবর দিয়েছিল। সেই ছেলে ওই রঞ্জন।

ঐরাবত। মোছলমানের ছেলে ঘরে পুষেছিল? তারই এত বড়াই! আমার দাদাঠাকুর চাঁড়ালের ভাত খেয়েছিল। তাকে ঘরে ঠাঁই দিয়ে বাবাঠাকুর যদি একঘরে হয়, তা'লে এবার তোমরা ক'-ঘরে হবে শুনি? কার ছেলে বললে রঞ্জন?

মাধব। ফকির সাহেবের।

ঐরাবত। বা—বা—বা! আমি জানি ও ব্যাটা বামুনের ছেলেই নয়। আমাকে সেদিন খেঁকিয়ে উঠেছিল। আমি এমন তাড়া দিয়েছিলুম যে, আর পালবার পথ পায় না। হবে না এবার রাজার জামাই? হেঃ-হেঃ-হেঃ!

লীলা। চুপ কর ঐরাবত।

ঐরাবত। ধম্ম আছে দিদিভাই, ধম্ম আছে। ওগো, ও মাধব দা-ঠাকুর, আমাকে একটা ঢাক জোগাড় করে দিতে পার?

মাধব। ঢাক কেন?

ঐরাবত। বাজাব; ঢাক বাজিয়ে লোককে জানাব, ধম্ম আছে। হেঃ-হেঃ-হেঃ!

লীলা। পরের দুঃখে হাসতে নেই ভাই।

ঐরাবত। পর কে? আপনার জন,—তোমাদের জ্ঞাতি। হে ঠাকুর, হে ধম্মরাজ, ছিরজীবী হও বাবা। আমার দা-ঠাকুরকে যারা ছোটলোক বলে অপচ্ছেদা করেছে, তাদের তুমি মুরগীর ঝোল খাইয়ে দিয়েছ। দাঁড়াও, আমি একটা ঢাক নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। জয় ধম্ম-রাজ, জয় ধম্মরাজ। [প্রস্থান

লীলা। তুমি বাড়ী যাও দাদা! ঐরাবত হয়ত সত্যি তোমাদের বাড়ী গিয়ে ঢাক বাজাবে।

মাধব। বাজাক। যার যা প্রাপ্য, তাকে তা পেতেই হবে। তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছি বোন। মনে দুঃখ পাসনি, লজ্জাও করিসনি। আমি তোর বড়ভাই, তোকে অসম্মান করা আমার উদ্দেশ্য নয়। লীলা, কঙ্কর সম্বন্ধে তোর কোন—অর্থাৎ কোনরকম দুর্বলতা নেই ত?

লীলা। এ তুমি কি বলছ মাধব-দা? তোমার মত সেও ত আমার দাদা। মায়ের পেটের ভাই না হলে কি ভাই হয় না?

মাধব। আমায় ক্ষমা কর দিদি। আচ্ছা, সেদিন যে কুমার এসেছিল, তুই তাকে ভাল করে দেখেছিলি?

লীলা। দেখেছি।

মাধব। কেমন দেখলি বোন?

লীলা। শিশুর মত সরল, গঙ্গাজলের পবিত্র।

মাধব। আর বলতে হবে না। এরা কেউ কিছু করবে না দিদি। আমি সব ব্যবস্থা কচ্ছি।

[প্রস্থান

লীলা। ছি-ছি-ছি, কেন মানুষের এ ভ্রান্তি! সহোদর না হলে কি ভাই হয় না?

বিচিত্রবল্লভের প্রবেশ

বিচিত্র। লীলা?

লীলা। একি! কুমার? আপনি হঠাৎ এখানে কেন এলেন। আমার দাদা কোথায়?

বিচিত্র। তাকে নিয়েই এসেছি লীলা।

লীলা। কেমন আছে দাদা?

বিচিত্র। ভাল না থেকে উপায় আছে? স্বয়ং জগদ্ধাত্রী দিবা-রাত্রি তার সেবা করেছে। যম এলে তাকেও ফিরে যেতে হতো?

লীলা। জগদ্ধাত্রী কে?

বিচিত্র। আমার বোন মাধুরী।

লীলা। রাজকন্যা দাদাকে স্পর্শ করলেন? আশ্চর্য।

বিচিত্র। কিছুই আশ্চর্য নয়? প্রজাপতি বলে একজন দেবতা আছেন। তাকে ভক্তিভরে ঘুষ দিলে অসম্ভবও সম্ভব হয়। কিন্তু তোমাকে এমন রোগা দেখাচ্ছে কেন? অমন সুন্দর মুখখানা—

লীলা। বাজে কথা বলবেন না। আপনার কিছু বলবার থাকে ত সংক্ষেপে বলুন। আমার সময় নেই।

বিচিত্র। সময় কি আমারই আছে? তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলে এখনি আবার ফিরে যেতে হবে। রঞ্জন গিয়ে যদি আবার মাধুরীকে জপিয়ে নেয়, তাহলে আবার জট ছাড়াতে বেগ পেতে হবে।

লীলা। রঞ্জন ত আপনার ভগ্নীপতি।

বিচিত্র। ঘোড়ার ডিম-পতি। মাধুরীকে আমি কিছুতেই তার গলায় ঝুলতে দেব না। তুমি কি বল?

লীলা। কি বলব আমি? মাধুরী আমার কে?

বিচিত্র। যদি তোমার ননদ হয়, তোমার আপত্তি আছে?

লীলা। মাধুরী আমার—এ আপনি কি ছাই বলছেন?

বিচিত্র। আরও ছাই আছে। সেটা এখনও বলিনি।

লীলা। বলুন না; তাড়াতাড়ি বলে বিদেয় হন।

বিচিত্র। তাহলে বলি—অ্যাঁ? কথাটা অবশ্য একটু জটিল।

লীলা। বলতে হয় বলুন, না হয় বেরিয়ে যান। লোকে দেখলে বলবে কি?

বিচিত্র। বলবে আবার কি? দেখ লীলা—আমি—কি যে বলি লীলা, তোমাকে আমি—ভয়ানক—এই ভালবেসে ফেলেছি।

লীলা। কুমার!

বিচিত্র। আমি তোমায় বিয়ে করতে চাই। যদি তোমার অমত না থাকে, তাহলে এখনি তোমার বাবাকে বলে সব ব্যবস্থা করে যাব। ওকি, তোমার চোখে জল এল যে? আমি কি তোমায় অসম্মান করলুম? কেন? কেন? ভালবাসা ত পাপ নয়।

লীলা। কুমার, আপনি কি শোনেনি, দুর্নামে আমার গাঁময় ঢি-ঢি পড়ে গেছে!

বিচিত্র। শুনেছি, কিন্তু বিশ্বাস করিনি।

লীলা। কেন বিশ্বাস করেননি?

বিচিত্র। কারণ তোমার চেয়ে বেশী দুর্নাম আমার আছে, কিন্তু সে সবই মিথ্যা। তা ছাড়া কন্ব মাটির মানুষ নয়, স্বর্গের দেবতা, কোন পাপ তাকে স্পর্শ করতে পারে না।

লীলা। কিন্তু আমি ত দেবী নই।

বিচিত্র। তাইত ভরসা করে তোমার কাছে এসেছি লীলা। তোমাদের এই দুটি ভাইবোনের মধ্যে আমাদের দুটি ভাইবোনকে একটু জায়গা করে দাও। রাজবংশধর বলে ভয় পেও না, দাম্ভিক বলে দূরে সরিয়ে দিও না, ধনী বলে উপেক্ষা করো না। গর্গ শর্মার এই পবিত্র তীর্থে কত পুণ্য লোভাতুর নরনারী নিত্য আসে যায়, কত পাখী এসে বাসা বাঁধে। কাউকে তোমরা প্রত্যাখ্যান করনি, আমাদেরও করো না।

লীলা। ফিরে যাও কুমার, ফিরে যাও। তুমি জান না, কত বড় প্রলোভনের ডালি তুমি আমার কাছে তুলে ধরেছ। তোমার কণ্ঠ আমায় পাগল করে, তোমার কাতর আবেদন আমার চোখে অশ্রুর বান ডেকে আনে। কত বিনিদ্র নিশায় শুধু তোমাকেই আমি ধ্যান করেছি। তবু এ হয় না বন্ধু। আমরা ভাইবোন দুজনেই দুর্ভাগ্যের বলি। আমাদের বিষের পরশ দিয়ে আর কাউকে আমরা জর্জরিত করব না।

বিচিত্র। বিষের ভয় আমাদের নেই লীলা।

লীলা। ওগো শিশু, সংসার কবিকুঞ্জ নয়, নীরস মরুভূমি। আমাকে বিবাহ করলে তোমার পিতা তোমায় রাজ্য থেকে বঞ্চিত করবেন।

বিচিত্র। বিবাহ না করলেও করবেন।

লীলা। সমাজ তোমায় একঘরে করবে।

বিচিত্র। তার আগে আমিই সমাজকে একঘরে করব।

রাসমণির প্রবেশ

রাসমণি। ধর্ম আছে, ধর্ম আছে। এত পাপ যাবে কোথায়? আমাদের ত জাত গেছে। তোদের জাতটা এবার কোথায় রইল? গর্গ ঠাকুর ত চাঁড়ালকে ঠাঁই দিয়েছে; তোদের হাঁড়িতে যে মোছলমান মুখ দিয়েছে, তার কি?

লীলা। কেন পিসীমা তুমি এসব কথা বলছ? দুর্লভ জ্যাঠামশায়ের ছেলে মুসলমান হলে তোমার কি সুখ?

বিচিত্র। কার ছেলে মুসলমান বললে? দুর্লভ রায়ের? একি সত্যি?

রাসমণি। সত্যি কি মিথ্যে রাস্তায় গিয়ে শোন। ঐরাবত ব্যাটা ঢাক নিয়ে বাজাচ্ছে আর সবাইকে তাদের কেচ্ছা বলছে।

বিচিত্র। ভগবানকে কখনও বিশ্বাস করিনি। আজ মনে হচ্ছে, তিনি আছেন।

[প্রস্থান

লীলা। ঐরাবতকে ডাক পিসীমা।

রাসমণি। কবে তুই মরবি আবাগি? কবে আমরা চান করে মুক্ত হব। এখনও তোর লজ্জা হলো না? যে-সে ঘরে ঢুকবে, আর তুই তার সঙ্গে হেসে কথা বলবি? ওলো, যতটুকু রয় সয়—ততটুকুই ভাল।

লীলা। আমি ত অন্যায় করিনি পিসীমা। তবু যদি লোকে আমার নিন্দে করে, কি করব আমি বল।

রাসমণি। দাদা-ফাদা এখন ছেড়ে দে, বুঝলি? এক গাছের ডাল, আর এক গাছের ছাল; জোড়া লাগে কখনও? কিসের দাদা? কেন সে হাই তুললে তুই তুড়ি দিবি না? লোকে দেখলে বলবে না? কার মুখ চাপা দিবি তুই?

লীলা। আর বলো না পিসীমা, আর শুনতে পারি না।

রাসমণি। ছোঁড়া রাজবাড়ী গিয়ে শয্যা নিয়েছিল, ভাবলুম, আর ফিরবে না। ঠিক আবার এসে হাজির হয়েছে। যমেরও কি চোখ নেই? দুটোর একটাকে নিলে যে আমার হাড় জুড়োত। না হয় আমাকে নাও। হে যমরাজ, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমাকে নাও।

[প্রস্থান

লীলা। এক গাছের ডাল, আর এক গাছের ছাল; কিছুতেই জোড়া লাগে না। একি সত্যি?

কঙ্কের প্রবেশ

কঙ্ক। লীলা, আমি তোমাকেই খুঁজছি বোন। বলতে পার, কেউ আমার সঙ্গে কথা বলছে না কেন? পিসীমা মুখ ঘুরিয়ে চলে গেলেন। পিতা শুধু একবার কুশল-প্রশ্ন করেই নীরব হয়ে রইলেন। চতুষ্পাঠীর দোর বন্ধ, ছাত্রেরাই বা কোথায় গেল? সুরভি ঘন ঘন ডাকছে, কেউ তাকে ফ্যানজল দিচ্ছে না। কি হলো বোন?

লীলা। কিছু হয়নি দাদা। তুমি যাও।

কঙ্ক। তোমার চোখে জল কেন দিদি? আমি কোন খবর দিইনি বলে রাগ করেছ? আমার যে জ্ঞান ছিল না বোন। রাজ-কন্যার মুখে শুনেছি, সে অবস্থায়ও আমি তোমাকেই ডেকেছি।

গর্গ একবার আসিয়াই চলিয়া গেলেন

লীলা। রাজকন্যা তোমাকে ভালবাসে দাদা। তুমি তাকে বিবাহ করে রাজরাজেশ্বর হও। এখানে আর তুমি থেকো না। তুমি চলে যাও।

কঙ্ক। চলে যাব? তোমাদের ছেড়ে চলে যাব? কেন বোন? আমি উপার্জন করিনি বলে পিতা কি রাগ করেছেন? কিন্তু তিনিই ত আমাকে বাইরে যেতে দিচ্ছেন না। কি হয়েছে বল ত বোন?

লীলা। দাদা, তোমার দুটি পায়ে পড়ছি, সত্যি করে বল, তুমি আমার দাদা নও? [পা জড়াইয়া ধরিল]

গর্গের প্রবেশ ও প্রস্থান

কঙ্ক। লীলা,—

লীলা। বল দাদা, বল, এক গাছের ডাল আর এক গাছের ছাল কি জোড়া লাগে না? সহোদর না হলে কি ভাই হয় না? বল, অনাত্মীয় যুবক-যুবতীর কি একটাই সম্বন্ধ?

গর্গের প্রবেশ

গর্গ। শোন।

কঙ্ক। পিতা!

লীলা। তুমি!

[নেপথ্য হইতে একটা মৃদু সুর ভাসিয়া আসিতেছিল,
গর্গ ধীর-গম্ভীরস্বরে বলিতে লাগিলেন]

গর্গ। মানুষ সবই পারে, পারে না মৃতদেহে প্রাণ দিতে আর

পঞ্চশরের দুর্বার গতি রোধ করতে। দম্ভের বশে এক সর্বহারা শিশুর জন্য নূতন স্বর্গ রচনা করব বলে যেদিন ব্রত নিয়েছিলুম, ভাগ্যদেবী সেদিন অট্টহাসি হেসেছিল। দীর্ঘ বারো বছরের অবিশ্রান্ত চেষ্টায় একটা জড়পিণ্ডকে আমি মানুষ করে তুলেছিলুম, এই মানুষ একদিন পৃথিবীতে অজেয় হতে পারত। হলো না আমারই ভুলে।

কঙ্ক। পিতা,—

গর্গ। লীলাকে আমার গৌরীদান করাই উচিত ছিল। জগৎকে আমি দেখাতে চেয়েছিলুম যে, রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও নারীপুরুষ ভাই-বোন হতে পারে। দোষ তোমাদের নয়, আমারই দোষ। কঙ্ক!

কঙ্ক। আদেশ করুন।

গর্গ। লীলাকে তুমি বিবাহ কর।

লীলা। [কানে আঙ্গুল দিল]

কঙ্ক। এ আপনি কি বলছেন পিতা? ভাই-বোনে বিবাহ!

লীলা। একথা শোনাও মহাপাপ। তুমি কি পাগল হয়েছ বাবা?

গর্গ। আমি জেনেছি, লীলাকে তুমি ভালবাস।

কঙ্ক। আপনিও ত পিসীমাকে ভালবাসেন; আমার কি সে অধিকার নেই?

গর্গ। লীলাও তোমার অনুরাগিণী।

লীলা। অনুরাগ কাকে বলে বাবা? সমস্ত অন্তর দিয়ে ভাইয়ের মঙ্গলকামনা করা যদি অনুরাগ হয়, তবে তোমার কথা সত্য। আর আমি বলতে পাচ্ছি না বাবা। মরতে যদি বল, এক কথায় মরতে পারি। কিন্তু ভাইকে বিবাহ—ছি-ছি-ছি, কেমন করে একথা তুমি উচ্চারণ করলে? আমায় কি তুমি চেন না? দাদাকেও কি চেন

না তুমি? নিজের সৃষ্টিকে তুমি এমনি করে ব্যঙ্গ কচ্ছ? উঃ— মা গো, আমায় নাও মা, আমায় নাও।

[প্রস্থান

গর্গ। কঙ্ক, তুমি শুনেছ তোমাদের অপবাদে সারা গাঁ ভরে গেছে? এ অপবাদের কণ্ঠরোধ কর। না-ই হোক আমার ব্রত উদ্যাপন, তবু তোমরা সুখী হও। তুমি ব্রাহ্মণ, লীলা ব্রাহ্মণকন্যা—সম্পর্কে বাধে না, অমিলও হবে না। বিবাহ কর, নিন্দুকের চটুল রসনা স্তব্ধ কর।

কঙ্ক। আমায় হত্যা করুন পিতা, আমি প্রতিবাদও করব না। কিন্তু এ নিষ্ঠুর আদেশ আর আমায় করবেন না।

গর্গ। আমায় কঠিন করে তুলো না কঙ্ক। এ আমার ক্ষণিকের ভাবোচ্ছ্বাস নয়, সাতদিনের অবিরাম চিন্তার ফল। যা বলছি—তাই কর যুবক।

কঙ্ক। না।

গর্গ। না? এত কথার পরও ওই একই উত্তর? রাসমণি ঠিকই বলেছিল, মিথ্যা সম্পর্ক একদিন ফানুসের মত ফেটে যাবে। যাও যুবক, গর্গ শর্মা আর তোমার কেউ নয়। পথ খোলা আছে, চলে যাও।

কঙ্ক। তাই যাচ্ছি পিতা। অনেকদিন আপনার অনুমতি চেয়েছি, আপনিই যেতে দেননি। আজ অনুমতি না দিলেও লীলার মঙ্গলের জন্যই আমায় চলে যেতে হবে। আপনি আমায় ত্যাগ করলেও আমি চিরদিন জানব, আপনিই আমার পিতা। পিতার পায়ে সন্তানের অসংখ্য অপরাধ হয়, আমার সব অপরাধ ক্ষমা করুন পিতা। [প্রণাম করিয়া প্রস্থানোদ্যোগ]

গর্গ। আজই যাবে?

কঙ্ক। এখনি যাচ্ছি।

গর্গ। কিন্তু তোমাকে ত সুস্থ মনে হচ্ছে না।

কঙ্ক। আমি সুস্থই আছি, আপনি ভাববেন না।

গর্গ। থাক আজ থাক, কাল যেয়ো। [চোখে জল ঝরিতেছিল]

কঙ্ক। না পিতা, আর এক মুহূর্তও আমার থাকা চলে না। আশীর্বাদ করুন, যেন আপনাদের অফুরন্ত স্নেহ ভুলে না যাই।

[প্রস্থানোদ্যোগ]

গর্গ। যাচ্ছ? শোন; তুমি ক্ষুধার্ত, না?

কঙ্ক। তা হোক; আমার কষ্ট হবে না।

গর্গ। যাবেই ত, শেষবারের মত কিছু মুখে দিয়ে যাও। দুপুর-বেলা—অকল্যাণ হবে।

কঙ্ক। গাছে আম পেকেছে; আমি একটা আম খেয়ে যাচ্ছি পিতা। আপনি দুঃখ করবেন না। আমি অভিমান নিয়ে যাচ্ছি না। লীলা শ্বশুর বাড়ী গেলে আবার আপনার পায়ের ধূলো নিয়ে যাব।

[প্রস্থান

গর্গ। রাসমণি, রাসমণি,—

রাসমণির প্রবেশ

রাসমণি। চলে গেছে দাদা?

গর্গ। ওই যাচ্ছে। একটা কাজ করবি বোন? বড় ক্ষিধে পেয়েছে ছেলেটার; স্পষ্ট দেখলুম—পা কাঁপছে, যদি রাস্তায় মাথা ঘুরে পড়ে যায়? দুটি ভাত খাইয়ে দিবি বোন? দুটি ভাত? দুপুরবেলা—না খেয়ে গেলে মেয়েটার অকল্যাণ হবে। দিবি রাসু, দিবি?

রাসমণি। বল, দিচ্ছি, কিন্তু উনি কি খাবেন? রাগ হয়েছে ত?

গর্গ। না রে, ওর শরীরে রাগ নেই। তুই যা রাসু, দেরী করিস নে বোন। যদি বাড়ীতে না-ই ফিরে আসে, একবাটি ভাত নিয়ে তুইই ছুটে যা।

রাসমণি। ভারী আমার আদরের ভাইপো! যাচ্ছে যাক, তোমার অত দরদ কিসের? এমনি বাড়াবাড়ি করেই ত তুমি এই কাণ্ডটা ঘটিয়েছ। বলছ যাচ্ছি, কিন্তু যাবার মুখে আদর দেখালে ঠিক আবার এসে হাজির হবে। এ যদি মিথ্যে হয় আমায় কুকুর বলে ডেকো।

[প্রস্থান

গর্গ। কি করলুম? নিজের সৃষ্টি নিজেই ভেঙ্গে চুরমার করলুম?

গীতকণ্ঠে বৈষ্ণবের প্রবেশ

বৈষ্ণব।— গীত

ও ব্রজরাজ, তোমার কানু যাচ্ছে নাকি মথুরায়?
পথের থেকে ফেরাও ডেকে ব্রজের আলো নিভে যায়!
চরাবে কে গোঠে ধেনু?
কে বাজাবে মোহন বেণু?
হেনো না বাজ ও ব্রজরাজ, আমার যশোমতী মায়!
লুটিয়ে কাঁদে ব্রজবালা,
ধূলায় লুটায় বনমালা,
কঙ্ক বলে, দে যেতে দে, ব্রজের খেলা ফুরিয়ে যায়!

গর্গ। যাও বাবা, মেয়ের কাছে যাও। [বৈষ্ণবের প্রস্থান] সবারই মুখে কবি কঙ্ক, তবু তাকে রাখা গেল না। সবাই তার গুণ গায়, শুধু এ গাঁয়ে তার বন্ধু কেউ নেই, যাক—যাক, পরের ছেলে—যেতই ত একদিন। ওঃ—বুকটা এমন কচ্ছে কেন?

লীলার প্রবেশ

লীলা। বাবা, সুরভি মরে যাচ্ছে বাবা।

গর্গ। কেন? কেন?

লীলা। পিসীমা দাদার জন্যে একবাটি ভাত নিয়ে যাচ্ছিল। সুরভি এক খাবলায় সব ভাত খেয়ে ফেললে; তারপরই পড়ে গেল! এস বাবা, এস।

গর্গ। গিয়ে আর কি করব? তোর পিসীমাকে বলগে যা। আর একটা ভাতও নেই? থাকলে তোর পিসীকে খাইয়ে দিগে যা। [লীলা চলিয়া যাইতেছিল] লীলা, কঙ্ক যাবার সময় কিছু বললে?

লীলা। না বাবা, কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল।

গর্গ। আচ্ছা, যাও মা। না—না, আমায় ধর মা। আমি দাঁড়াতে পাচ্ছি না। এতদিনে বার্ধক্য এল। দেখ, দেখ, পাখীগুলো উড়ে যাচ্ছে। কঙ্ক নেই, পাখী আর গাইবে না, ফুল আর ফুটবে না। ওঃ—

[লীলার সাহায্যে প্রস্থান

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাজপ্রাসাদ

বিপ্রপল্লব ও দেবরাণীর প্রবেশ

বিপ্রবল্লভ। কি বলতে চাও, স্পষ্ট করে বল। আমার এখন স্ত্রীর সঙ্গে প্রেমালাপ করবার সময় নেই।

দেবরাণী। প্রেমালাপ করেছ কোনদিন যে আজ করবে? বাসর ঘরে কত আশা করে আমি তোমার মুখের দিকে চেয়ে বসেছিলুম, আর তুমি হিসেব কচ্ছ ত হিসেবই কচ্ছ। যারা আড়ি পেতেছিল, তারা হতাশ হয়ে ফিরে গেল। জীবনের সেই স্মরণীয় রাত্রি টাকা পয়সা খাজনা আর নালিশের কথা শুনেই ভোর হয়েছে।

বিপ্রবল্লভ। মরার সময় টাকাকড়ি কিছুই আমি সঙ্গে নিয়ে যাব না, সব তোমাদের জন্যেই পড়ে থাকবে। যাতে তোমরা সুখে থাকতে পার, শুধু এই জন্যই সারাজীবন হিসাব করেছি আর অঙ্ক কষেছি।

দেবরাণী। জীবনটা অঙ্কের খাতা নয়। মানুষের মত বেঁচে থাকতে হলে আরও কিছু চাই।

বিপ্রবল্লভ। আমার কাছে তা পাবে না প্রিয়ে। গহনা চাও, দিতে পারি; বাড়ী গাড়ী শাড়ী—যা প্রাণ চায়, কিছুরই অভাব হবে না। কিন্তু প্রেম কাকে বলে, আমি যৌবনেও জানতুম না,

এখনও জানি না। এতদিন যখন এই অধমকে ক্ষমা করেছ, বাকি জীবনটাও ক্ষমা করে যাও। এইবার তোমার বক্তব্য বল, আমায় কন্যার বিবাহের আয়োজন করতে হবে কি না, অবসর নেই।

দেবরাণী। বিবাহের আয়োজন করো না। মেয়ে এ বিবাহ করবে না।

বিপ্রবল্লভ। কেন?

দেবরাণী। রঞ্জনকে তোমার মেয়ে দুই চক্ষে দেখতে পারে না।

বিপ্রবল্লভ। মেয়ে দেখতে পারে না, না মেয়ের মা দেখতে পারে না?

দেবরাণী। কথায় কথায় আমাকে দুষছ কেন? মেয়েকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেই পার।

বিপ্রবল্লভ। আগে ত খুব দেখতে পারত, রঞ্জন বলতে মূর্চ্ছা যেত। হঠাৎ ভাবান্তরের কারণটা কি? তুমি মন্ত্রণা দিয়েছ বুঝি?

দেবরাণী। মন্ত্রণা ত গোপনে দিইনি। তুমি নিজেও দেখেছ, আমি ও দাঁড়কাককে কোনদিন ভাল চক্ষে দেখিনি। কিন্তু মেয়ে আমায় গ্রাহ্যই করেনি। আজ পাশা উল্টে গেছে। আমি যদি তার নাম করি, সে কানে আঙুল দেয়।

বিপ্রবল্লভ। কানে আঙুল দিয়েই তাকে বিবাহ করতে হবে। রাজ্যের সবাই যে-কথা শুনেছে, মেয়ের মুখ চেয়ে আমি তা উল্টে দিতে পারব না। কত বড় নৈকষ্য কুলীনের সন্তান জান? বিপ্রপুর রাজ্যে এমন ঘর আর একটিও নেই।

দেবরাণী। ঘর ঘর করেই তুমি মূর্চ্ছা গেলে। মেয়ে যাকে ভালবাসে না, তার সঙ্গে তুমি ওর বিয়ে দিতে চাও?

বিপ্রবল্লভ। ভালবাসা রোগ কি আমার ঘরেও ঢুকেছে? আমি

এ রোগের প্রশ্রয় দেব না রাণি। মেয়েদের আবার ভালবাসা! দু-খানা বেশী শাড়ী পেলেই ভালবাসার বান ডেকে যাবে। যাও, আমি কোন কথা শুনব না।

দেবরাণী। সারাজীবনটাই ত নিজের ইচ্ছায় কাজ করেছ। এই একটা কাজ আমার ইচ্ছায় কর রাজা, দেখবে এতবড় কাজ তুমি আর কখনও করনি।

বিপ্রবল্লভ। কি কাজ?

দেবরাণী। বিবাহের আয়োজন কচ্ছ কর; কিন্তু রঞ্জনের মত কুপাত্রের হাতে মেয়েটাকে তুলে দিও না। সে শেয়ালের মত ধূর্ত, সাপের মত ক্রুর, আর মেযের মত কাপুরুষ। মাধুরীর উপযুক্ত পাত্র—

বিপ্রবল্লভ। কে উপযুক্ত পাত্র?

দেবরাণী। কঙ্ক।

বিপ্রবল্লভ। [ক্রোধে ফাটিয়া পড়িলেন] কঙ্ক! কথাটা বলতে সাহস হলো তোমার? দ্বিতীয় বার একথা বললে আমি তোমায় চাবুক মারব।

মাধুরীর প্রবেশ

মাধুরী। কি হয়েছে বাবা? তুমি কাঁপছ কেন?

বিপ্রবল্লভ। মাধুরি, মনে আছে—তোমারই সম্মতি নিয়ে আমি তোমার বিবাহের আয়োজন কচ্ছি? মনে আছে—আর একপক্ষ পরে তোমার বিবাহ?

মাধুরী। আমি বিবাহ করব না বাবা।

বিপ্রবল্লভ। কেন?

মাধুরী। তোমার মেয়ে হয়েই আমি থাকব।

বিপ্রবল্লভ। তা হয় না। আমি চিরদিন বেঁচে থাকব না। মরার সময় আমি তোমাকে ওই নির্বোধ বিচিত্রবল্লভের রক্ষণায় রেখে যেতে চাই না। আমি এই নির্ধারিত দিনেই তোমার বিবাহ দেব, আর সে বিবাহ রঞ্জনের সঙ্গেই হবে।

দেবরাণী। একটা ছোট কল্কে আর কিছু গাঁজা যৌতুক দিও; মেয়ে-জামাই দুজনেই খেতে পারবে।

[প্রস্থান

বিপ্রবল্লভ। কথা বলছ না কেন?

মাধুরী। বলেছি ত বাবা, আমি এই চরিত্রহীন জানোয়ারটাকে প্রাণ গেলেও বিবাহ করতে পারব না।

বিপ্রবল্লভ। কে চরিত্রহীন?

মাধুরী। তোমার এই নগরপাল। প্রমাণ চাও বাবা? ডাকব গোপীনাথকে?

বিপ্রবল্লভ। কে গোপীনাথ?

মাধুরী। চণ্ডালপল্লীর এক নিরীহ প্রজা।

বিপ্রবল্লভ। চণ্ডালদের সঙ্গে তোমার বড় বেশী আত্মীয়তা হয়েছে দেখছি। আমার অজ্ঞাতসারে তুমি অতিথিশালায় রেখে কাকে শুশ্রূষা করেছিলে?

মাধুরী। কবি কঙ্ককে।

বিপ্রবল্লভ। কবি কঙ্ক! কবি তোমার কে?

মাধুরী। কেউ নয় বাবা। রাজশক্তি তার উপর অকথ্য নির্যাতন করেছে, আমি শুশ্রূষা করে তাকে বাঁচিয়ে তুলে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছি।

বিপ্রবল্লভ। আমার শত্রুকে আমারই গৃহে এনে তুমি শুশ্রূষা কর কোন সাহসে?

মাধুরী। কবি কারও শত্রু নয় বাবা। সে তোমার রাজ্যের গৌরব।

বিপ্রবল্লভ। চণ্ডাল বিপ্রপুর রাজ্যের গৌরব!

মাধুরী। কবির কোন জাত নেই বাবা। অসার জাত্যভিমান তোমার দৃষ্টিশক্তি আচ্ছন্ন করেছে। নইলে সে ধৈর্যের পাহাড়, মহত্ত্বের অভ্রভেদী স্তম্ভের কাছে তোমার মাথা আপনিই নত হয়ে আসত। গর্গ শর্মার এই অপূর্ব সৃষ্টিকে অবহেলায় দূরে সরিয়ে দিও না বাবা। তার যোগ্য মর্যাদা দাও, হাজার সৈন্যের চেয়ে কবি তোমার বেশী শক্তি বৃদ্ধি করবে।

বিপ্রবল্লভ। বটে! এই কবির গান শুনেই না তোমার কান অপবিত্র হতো?

মাধুরী। যখন হতো, তখন আমি ছিলুম রাজকন্যা, বিপ্রপুরের অধিবাসীরা ছিল আমার কৃপার পাত্র। আজ আমি ওদেরই একজন।

বিপ্রবল্লভ। তাই দেখছি বটে। তোমার গায়ে গহনা নেই কেন?

মাধুরী। সব ওদের দিয়েছি বাবা, ওই দীনদুঃখী চণ্ডালদের।

বিপ্রবল্লভ। মাধুরি!

মাধুরী। দেখবে চল বাবা, যে তুচ্ছ গহনা শুধু একটা মানুষের দেহের শোভা বৃদ্ধি করত, সে আজ কত হাজার মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়েছে। পুকুরে কত কুমুদ কহ্লারের সমারোহ, বাঁধা রাস্তার দুধারে কত দেবমন্দির, পাঠশালায় পাঠশালায় কত রাজার জয়গান। তোমার সিংহাসন এখানে নয় বাবা, সিংহাসন পাতা আছে ওই ছোটলোকদের মধ্যে।

বিপ্রবল্লভ। ভাবের বন্যায় স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সবাই ভেসে গেছে; কিন্তু বিপ্রবল্লভ ভেসে যাবে না। যাও, বিবাহের জন্য প্রস্তুত হও। তারপর আমি চণ্ডালপল্লী শ্মশান করব।

মাধুরী। আমি ওই জানোয়ারকে বিবাহ করব না।

বিচিত্রবল্লভের প্রবেশ

বিচিত্র। ছি বোন, ছি; কাকে তুই জানোয়ার বলছিস? একে পিতার মনোনীত পাত্র, তার উপর সুপুরুষ, এমন স্বামী পাওয়া যে-কোন নারীর পক্ষে ভাগ্যের কথা। গঞ্জিকা সেবন করলেই মানুষ জানোয়ার হয় না, চরিত্রহীন হলেই কুপাত্র হয় না।

বিপ্রবল্লভ। বাচালতা রাখ নির্বোধ। কার কাছে কি শুনে এসেছ, তাই বেদবাক্য বলে বিশ্বাস করতে হবে? আমি বলছি, বিপ্রপুর-রাজ্যে এর চেয়ে সুপাত্র আর নেই। বিশেষতঃ সে নৈকষ্য কুলীন ব্রাহ্মণ।

বিচিত্র। পাশা উল্টে গেছে পিতা। সে ব্রাহ্মণসন্তান নয়।

বিপ্রবল্লভ ও মাধুরী। তবে?

বিচিত্র। সে মুসলমানের ছেলে।

বিপ্রবল্লভ। সে কি?! কার কাছে কি শুনে এলে? কোথা থেকে আসছ তুমি?

বিচিত্র। গর্গ শর্মার বাড়ী থেকে।

বিপ্রবল্লভ। একি সত্য?

বিচিত্র। সত্য পিতা। দুর্লভ রায় এলে তাঁর কাছেই সব শুনতে পাবেন।

মাধুরী। এ অসম্ভব কি করে সম্ভব হলো দাদা?

বিচিত্র। ওরে, ভগবান বলে একজন আছেন। কারও কোন কুকর্মই তাঁর চোখ এড়ায় না, তাঁর ন্যায়ের দণ্ড কোন পাপীই এড়িয়ে যেতে পারে না। এই দুর্লভ রায় গোটা রাজ্যটাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মেরেছে। কঙ্ককে আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে গর্গ ঠাকুরকে সে এক-ঘরে করেছে: দর্পহারী ভগবান তারই বিচার করেছেন।

বিপ্রবল্লভ। রঞ্জন তাহলে মুসলমান?

বিচিত্র। তাতে আর কি হয়েছে পিতা? পাত্র যখন উপযুক্ত, তখন—

বিপ্রবল্লভ। কি বলছ তুমি মূর্খ? অহিন্দুকে আমি কন্যাসম্প্রদান করব?

বিচিত্র। আপনি না-ই বা করলেন? সম্প্রদান আমিই করব।

বিপ্রবল্লভ। না—না।

বিচিত্র। কিন্তু আপনি যে কথা দিয়েছেন। এখন আর আপনি ফিরতে পারবেন না পিতা।

মাধুরী। দাদা, তুমি এ কি বলছ?

বিচিত্র। বলছি তোর মাথা। পিতা যখন কথা দিয়েছেন—

বিপ্রবল্লভ। কেন বাচালতা কচ্ছ? 'কথা দিয়েছেন'। কথা দিয়েছি তখন, যখন তাকে নৈকষ্য কুলীন ব্রাহ্মণ বলে জেনেছিলুম। যাও, অন্য পাত্রের সন্ধান নিয়ে এস।

বিচিত্র। সন্ধা'ন আমি করেছিলুম পিতা। তাকে এখানে নিয়েও এসেছিলুম।

বিপ্রবল্লভ। কে?

বিচিত্র। কবি কঙ্ক।

বিপ্রবল্লভ। সবার মুখেই কঙ্ক! বিপ্রপুর রাজ্য কি কঙ্কের নামে

ছেয়ে গেল? তোমার ভগ্নীর সঙ্গে তার বিবাহের কথা বলতে তোমার লজ্জা হলো না?

বিচিত্র। না পিতা, কিন্তু সেকথা বলে আর লাভ নেই। কঙ্ক আজ কোথায়, কেউ জানে না।

মাধুরী। কেন দাদা, কেন? কি হয়েছে তার?

বিচিত্র। গর্গ শর্মা তাকে ত্যাগ করেছেন।

মাধুরী। ত্যাগ করেছেন! কি বলছ তুমি! এ অসম্ভবও সম্ভব হলো? কোথায় গেছে কেউ জানে না?

বিচিত্র। বোধহয় আত্মহত্যা করেছে।

মাধুরী। দাদা!

বিপ্রবল্লভ। তাতে তোমার চোখে জল কেন? এও ত বড় আশ্চর্য।

মাধুরী। বাবা, আমি যাব, আমি যাব।

বিপ্রবল্লভ। কোথায়?

মাধুরী। কবির সন্ধানে।

বিপ্রবল্লভ। কি? কে কোথাকার কবি, তার সন্ধানে তুমি যাবে কেন?

মাধুরী। আমিই ত যাব। আমি ছাড়া কেউ তাকে ফেরাতে পারবে না।

বিপ্রবল্লভ। মাধুরি!

মাধুরী। বাধা দিও না বাবা, বাধা দিও না। তোমার দুটি পায়ে পড়ি। তুমি দেখনি বাবা, আমি দেখেছি, আপনভোলা কবি ক্ষিধে পেলেও কারও কাছে খেতে চায় না। আমি শুনেছি, তার বোন তার মুখের দিকে চেয়ে ক্ষুধাতৃষ্ণা বুঝে নিত। মরে যাবে

বাবা, সে না খেয়ে, মরে যাবে। দোহাই তোমার, আমায় যেতে দাও।

বিপ্রবল্লভ। সে মরুক কি বাঁচুক, তোমার তাতে কি?

মাধুরী। তুমি তা বুঝবে না বাবা। মাকে জিজ্ঞাসা করো, আমি চললুম।

[প্রস্থান

বিপ্রবল্লভ। দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ফেরাও তোমার ভগ্নীকে।

বিচিত্র। বৃথা চেষ্টা পিতা; ও ফিরবে না। আমি বরং সঙ্গে যাচ্ছি। কঙ্ককে যদি পাই, মাধুরীর সঙ্গে তার বিবাহ দেব। মানুষের চেয়ে জাতের দাম যেখানে বেশী, সেখানে আর আমরা কেউ ফিরব না।

[প্রস্থান

বিপ্রবল্লভ। এরই নাম কি প্রেম? প্রেমের গলা টিপে ধরব আমি।

গীতকণ্ঠে কল্লোলের প্রবেশ

কল্লোল

গীত

তোমার কোলে বসে আছি, তোমায় জানি না;
দুঃখহরণ নামটি তোমার মুখেও আনি না।
বার্তা তোমার ছড়ায় বায়ু সূর্যশশিতারা,
নামটি তোমার নদীসাগর জপে তন্দ্রাহারা;
চোখে লাগে তোমার আলো,
মনটা তবু নিকষ কালো,
তোমার দয়ায় স্নান করেও তোমায় মানি না।

বিপ্রবল্লভ। এ কার গান?

কল্লোল। কবি কঙ্কের গান বাবা।

বিপ্রবল্লভ। এত সুন্দর তার গান! আমি ত কখনও শুনিনি। তুমি কবির সঙ্গে কথা বলেছ?

কল্লোল। বলেছি বাবা।

বিপ্রবল্লভ। কেমন লাগলো তাকে?

কল্লোল। কবি মানুষ নয় বাবা, স্বর্গের দেবতা।

বিপ্রবল্লভ। কিন্তু চণ্ডালের অন্ন খেয়েছ যে।

কল্লোল। রাজা হরিশ্চন্দ্রও ত চণ্ডালের ভাত খেয়েছিলেন, দাসত্বও করেছিলেন, তবু ত তাঁর জাত যায়নি। দেবতারা ত মুচি-মেথরের ভোগও খান, তাদের ত জাত যায় না। তবে কবির কি দোষ? বাবা, জাত বাইরে নয়, জাত এই মনের মধ্যে।

[প্রস্থান

বিপ্রবল্লভ। সত্যিই ত, একই দেবতা মুচির বাড়ীর ভোগ খেয়ে বামুনের ভোগে মুখ দেয়। বামুনরা ত তাকে একঘরে করে না। তবে যত দোষ কেবল মানুষের বেলা? তাইত!

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

দুর্লভ রায়ের গৃহ

দুর্লভের প্রবেশ

দুর্লভ। দাদা ভেবেছে কি? রাজকন্যার সঙ্গে মাধবের বিয়ে দেবে! যাচ্ছি আমি রাজার কাছে।

ঐরাবতের প্রবেশ; কাঁধে ঢাক

ঐরাবত। প্রাতঃপেন্নাম ঠাকুরমশাই।

দুর্লভ। কে তুই?

ঐরাবত। আমি ধম্মের ষাঁড়, সবার উপর চাঁদা করে খাই আর শিং দিয়ে ধম্মের ঢাক বাজাই।

দুর্লভ। কি চাই এখানে?

ঐরাবত। একটু ঢাক বাজাতে চাই।

দুর্লভ। কেন, আমার বাড়ীতে কি কালীপূজো না আমার শ্রাদ্ধ?

ঐরাবত। তা যা বলেছ; ছেরাদ্দই বটে। লোকে মরে গেলে ছেরাদ্দ হয়, আর তোমার বেঁচে থেকেই ছেরাদ্দ। তোমার সেই ছেলেটি কোথায়, সেই যে রাজার হবুজামাই?

দুর্লভ। বেরো ব্যাটা আমার বাড়ী থেকে।

ঐরাবত। আচ্ছা, বিয়েটা কি হিন্দু মতে হবে না মুছলমান মতে হবে?

দুর্লভ। তোর সে কথায় কি দরকার?

ঐরাবত। দরকার আছে না? যদি নেমন্তন্ন কর, তাহলে তোমার

বাড়ীতে খাব কি খাব না, সেটা ভেবে দেখতে হবে। বুঝলে না কথাটা ?

দুর্লভ। খুব বুঝেছি, তুই বেরো।

ঐরাবত। বেরো বেরো কচ্ছ কেন খাঁ-সাহেব ?

দুর্লভ। খাঁ-সাহেব কে রে ব্যাটা ?

ঐরাবত। কেন, তুমি। বামুনের আর কি আছে তোমার ? পৈতে গাছটা আর কেন গলায় রেখেছ ? আমাকে দাও, ভাগাড়ে ফেলে দিইগে।

দুর্লভ। জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেব।

ঐরাবত। জুতোও ; তুমি জুতোতে থাক, আর আমি ঢাক বাজাতে থাকি। রাজ্যিময় বাজিয়ে এলুম ; এবার তোমার ঘর বাকি।

[ঢাক বাজাইতে লাগিল]

দুর্লভ। চুপ—চুপ। তবু বাজাবি ? আমি তোকে এখুনি খুন করব।

ঐরাবত। খুন করবে ঐরাবতকে ? বাবাঠাকুর যে রাজি হলো না ; নইলে কবে তোমাদের দুভাইকে আমি ছাতু করে ফেলতুম। তোমরা না-করেছ কি ? আমার বাবাঠাকুরকে একঘরে করেছ, দাদা-ঠাকুরের মাথা ফাটিয়েছ। সব সয়েছি। কিন্তু আমার দিদিভাইয়ের নামে কুচ্ছো রটিয়েছ, এও আমাকে সইতে হবে ? আমি শুনব না বাবাঠাকুরের কথা। তোমাদের দুভাইকে আমি আজ খুন করে শূলে যাব। [ঢাক রাখিয়া কাপড় বাগাইল]

মাধবের প্রবেশ

মাধব। ঐরাবত,—

ঐরাবত। সরে যাও বলছি, সরে যাও, নইলে তোমাকে শুদ্ধ খুন করে ফেলব।

মাধব। আমাকেই খুন কর দাদা, মড়ার উপর আর খাঁড়ার ঘা দিস্‌নি।

ঐরাবত। আমার দিদিভাইয়ের কুচ্ছো আমায় সইতে বল?

মাধব। আর কেউ কুৎসা করবে না ঐরাবত। তোর দিদিভাই পাগল হয়ে গেছে।

ঐরাবত। পাগল হয়ে গেছে!

দুর্লভ। হবে, হবে; ও আমি জানি।

ঐরাবত। চুপ কর ঠাকুর, নইলে ভাল হবে না বলে দিচ্ছি। ও দাদা, পাগল হয়েছে কি? কবে হলো?

মাধব। যেদিন কঙ্ক চলে গেছে, সেইদিন থেকে লীলা আর এ জগতের মানুষ নয়। তার জন্যে আর কারও মাথাব্যথার কিছু নেই।

ঐরাবত। দাদাঠাকুর চলে গেছে?

দুর্লভ। যেতেই হবে; ও আমার জানা।

মাধব। চুপ কর কাকা। যদি সত্যিই তুমি রাধামাধব শিরোমণির ছেলে হয়ে থাক, তাহলে আজ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর। চুরি-চামারি করে যত অর্থ উপার্জন করেছ, সব ব্যয় করে মেয়েটার চিকিৎসা করাও।

দুর্লভ। ওঃ—আজ বড় মাথা তুলে উঠেছ। রাজার জামাই হবে—না?

মাধব। রাজার জামাই কে হবে, দুদিন পরে নিজের চোখেই দেখতে পাবে। সৃষ্টিকর্তা তাকে বিশেষ যত্ন করে নিখুঁত করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন। তোমরাই তার গায়ে নিরন্তর কাদামাটি

ছুঁড়ে দিয়েছ। কিন্তু ধর্ম যে মরেনি কাকা। তার ঢাক আপনিই বেজে উঠেছে ; যা বলেছ, দ্বিতীয়বার আর বলো না। রাজকন্যা আমার গুরুজন, তাঁর কথা তোমার মুখে যেন আর আমি না শুনতে পাই।

ঐরাবত। দাদাঠাকুর চলে গেল? দিদিভাই পাগল হয়ে গেল? আমি যাব, দাদাঠাকুরকে আমি ফিরিয়ে আনব।

মাধব। না ঐরাবত, তুই বাড়ী যা। আমি যাব তার সন্ধানে।

দুর্লভ। যাও বাবা, যাও; সে এলেই লীলা ভাল হয়ে যাবে। এ রোগের এই ওষুধ কিনা।

ঐরাবত। এ ব্যাটা কি বলছে দাদা? ওর বিষদাঁত এখনো ভাঙেনি। আমি ঘরে আসছি। আজ ওকে নির্ঘাত খুন করব।

[প্রস্থান

মাধব। এতবড় ঘা খেয়েও তোমার মুখের ঝাল কমলো না কাকা? কাকে কি বলছ? আর রাজার দেওয়ানি করবে না? যদি সে আশা রাখ, খবরদার লীলার নামে আর কুৎসা কীর্তন করো না। লীলা কে জান? যুবরাজ বিচিত্রবল্লভের স্ত্রী।

দুর্লভ। স্ত্রী! কবে হলো? এ তুমি বলছ কি?

মাধব। আমি নিজে তাকে সম্প্রদান করেছি। সাবধান কাকা, যা করেছ, করেছ। যদি বাঁচতে চাও, লীলার নিন্দা আর ভুলেও করো না।

দুর্লভ। নিন্দা করব কেন? লীলার মত মেয়ে এ-গাঁয়ে আর একটা আছে? মা আমার রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। তোমার বাবাকে আমি হাজারবার বলেছি, লীলামায়ের নামে কুৎসা করো না। দাদা কি আমার কথা শুনলে? চল মাধব, আমি মাকে আশীর্বাদ করে আসি।

মাধব। আশীর্বাদের আর দরকার নেই। যদি পার, যে চৌমাথায় দাঁড়িয়ে তার কলঙ্ক ঘোষণা করেছিলে, সেইখানে গিয়ে গাঁয়ের লোক-দের ডেকে নাকে খৎ দাও গে।

[প্রস্থান

দুর্লভ। পাশা উল্টে গেল! কোথায় আমার ছেলে রাজার জামাই হবে, তা না হয়ে গর্গের মেয়ে হলো রাজার পুত্রবধূ। সব অপবাদের গলা টিপে দিয়েছে। ভগবান নেই, ভগবান নেই। ওঃ—

রঞ্জনের প্রবেশ

রঞ্জন। বাবা,—

দুর্লভ। হাত্তোর বাবার নিকুচি করেছে। কে তোর বাবা?

রঞ্জন। তুমিই আমার বাবা। আমি যতদিন বেঁচে থাকব, তোমার পরিচয় নিয়েই বেঁচে থাকব।

দুর্লভ। সে তোর যা খুশী করিস; এখন বেরো আমার বাড়ী থেকে। দাদা এখনি এসে পড়বে।

রঞ্জন। যাচ্ছি বাবা। তোমার কাছে বিদায় নিতেই আমি এসেছি। এদেশে আর আমি থাকতে পারব না। সবাই গায়ে ধূলোবালি দেয়; পাথর ছুঁড়ে মারে। পায়ের ধুলো দাও বাবা।

দুর্লভ। আর পায়ের ধূলোয় কাজ নেই। প্রণাম করতে হয়—দূর থেকে করে চলে যা।

রঞ্জন। [মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল] আমার দোষ নয় বাবা, দোষ তোমার। দর্পহারী ভগবান তোমার দর্প চূর্ণ করেছেন, আমি হয়েছি তার দুর্ভাগা যন্ত্র। ভগবানকে ধন্যবাদ যে, রাজকুমারীর সঙ্গে আমার বিবাহ হয়নি। কবি কঙ্কই তাঁর উপযুক্ত পাত্র। নির-

পরাধ কষ্কের উপর আমি অনেক নির্যাতন করেছি; আজ সেকথা মনে করে আমার চোখের জল বাধা মানে না। ক্ষমা চাইবার অবসর হলো না। তাদের বলো, আমি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা কচ্ছি, তারা সুখী হোক। [প্রস্থানোদ্যোগ]

যোগেশ্বরীর প্রবেশ

যোগেশ্বরী। কোথায় ছিলি রে রঞ্জন ?

রঞ্জন। পথে পথে ছিলুম জ্যাঠাই-মা; আর এ গাঁয়ে থাকতে পারলুম না। দেখ, কত আমায় পাথর ছুঁড়ে মেরেছে। আমি চলে যাচ্ছি জ্যাঠাই-মা।

যোগেশ্বরী। ঘরের ছেলে ঘর ছেড়ে কোথায় যাবি ?

রঞ্জন। ঘরের ছেলে আর ত আমি নই। আমি থাকলে তোমাদের জাত যাবে।

যোগেশ্বরী। যায় যাবে, তাবলে ছেলেমেয়েকে ফেলে দিতে হবে নাকি ? ভারী ত জাতের দাম! এত অনাচারেও যদি জাত না গিয়ে থাকে; তবে তোমার ছোঁয়ায়ও জাত যাবে না।

দুর্লভ। কি বলছ তুমি বৌঠান ?

যোগেশ্বরী। তোমাকে বলছি না ঠাকুরপো। তোমার বাড়ী তুমি গঙ্গাজল দিয়ে ধুয়ে দাও। তোমার নিষ্ঠায় কেউ বাধা দেবে না। তোমার মনে নেই, কিন্তু আমার মনে আছে, ছোট বৌয়ের অসুখ হলে রঞ্জন আর মাধব একসঙ্গে আমার দুধ খেয়েছিল। আমার ঘরে মাধবের যদি ঠাঁই হয়, ওরও হবে।

দুর্লভ। জাতিধর্ম থাকবে না বৌঠান।

যোগেশ্বরী। যে জাতে তুমি জন্মেছ, সে জাতের যাওয়াই ভাল।

রঞ্জন। করুণাময়ি মা, কখনও ভাল করে তোমার সঙ্গে কথাও বলিনি। আঘাত পেলে যদি এমন আপন জন পাওয়া যায়, আসুক আরও আঘাত; আমি হাসিমুখে সব সইব। কিন্তু আমি তোমায় কারও কাছে নতশির হতে দেব না মা। আজ আমি আসি। আবার আসব তোর ঘরে। যে মাণিক পেলে সূচীভেদ্য অন্ধকার দূর হয়ে যায়, যদি তা পাই মা, তোর জন্যে নিয়ে আসব।

[প্রণাম করিয়া প্রস্থান

যোগেশ্বরী। যাও ঠাকুরপো, অনেক পাপ করেছ, তার প্রায়শ্চিত্ত করগে। গর্গ ঠাকুরপোর পায়ে ধরে ক্ষমা চাও। তিনি যদি দয়া করে তোমার গায়ে হাত বুলিয়ে দেন, তবেই তুমি বেঁচে যাবে। নইলে আজীবনের সমস্ত পাপ তোমার গায়ে কাঁটার মত ফুটে উঠবে। এ যদি মিথ্যা হয়, তাহলে তেত্রিশ কোটি দেবতাই মিথ্যা।

[প্রস্থান

দুর্লভ। কোথায় ছিলুম, কোথায় এসে পড়েছি! শুধু দুটো দিনের ব্যবধান! এরি মধ্যে পৃথিবীর রং বদলে গেল! যারা পায়ের ধূলো নিতে কাড়াকাড়ি করত, তারা মুখ টিপে হাসে, আর ছড়া কেটে চলে যায়। এরই নাম কি প্রকৃতির প্রতিশোধ! এত যে "জাত জাত" করে মুখে রক্ত উঠে মরেছি, কই আর দুটো হাত ত গজাল না! আকাশের চাঁদ ত আঙিনায় নেমে এল না! তবে? কেন করলুম এ অপদেবতার সেবা! বৌঠান, বৌঠান,—

যোগেশ্বরীর প্রবেশ

যোগেশ্বরী। আবার কি ঠাকুরপো?

দুর্লভ। গর্গের কাছে ক্ষমা চাইতে বলছ? আমি তা পারব না,

সে অগ্নিদগ্ধ বটবৃক্ষের কাছে আমি যেতে পারব না। আমি চলে যাচ্ছি বৌঠান। যাবার আগে বরং তোমার পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে যাচ্ছি। তুমি তাকে বলো—তুমি তাকে বলো।

যোগেশ্বরী। কোথায় যাচ্ছ ঠাকুরপো?

দুর্লভ। দেখি যদি কোন তীর্থে শান্তি পাওয়া যায়।

যোগেশ্বরী। যেতে হবে না, ফেরো। তীর্থ বাইরে নেই, তীর্থ এইখানে। সরলতার গঙ্গাজলে চোখ দুটোকে ধুয়ে নিয়ে এস, দেখবে এই ঘরই তীর্থ, এই মানুষই দেবতা।

[প্রস্থান

দুর্লভ। এই ঘরই তীর্থ, এই মানুষই দেবতা। তাই হবে; কোথাও যাব না, এতদিন যাদের দংশন করেছি, আজ তাদেরই সেবা করব।

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

গর্গের গৃহ

শাঁখ বাজাইতে বাজাইতে লীলার প্রবেশ

লীলা। বর আসছে, বর।

রাসমণির প্রবেশ

রাসমণি। শাঁখ বাজাচ্ছিস কেন রে?

লীলা। জান না? আমার বর আসছে যে।

রাসমণি। আর তোর বর আসবে। একেবারে যমের বাড়ী গিয়ে ছাদনাতলায় যাবি; কি পোড়া বরাত নিয়ে জন্মেছিলি! এত রূপ, এত গুণ সব মিথ্যে হয়ে গেল। কোন জন্মে কার ভরাডুবি করে এসেছিলি, এ জন্মে তারই শাস্তি ভোগ করে গেলি! পোড়ামুখো বিধাতা জ্ঞানটুকুও হরণ করে নিলে। বাজা, খুব বাজা, আমি আর কিচ্ছু বলব না। মরণও ত হয় না আমার!

লীলা। পিসীমা, আমায় ঘোমটা দিয়ে দাও। হঠাৎ এসে পড়বে যে, লজ্জায় মরে যাব। ও পিসীমা,—

রাসমণি। থাম্ থাম্, আর আমায় জ্বালাসনি। তিনদিন ধরে মেয়ের খাওয়া নেই, নাওয়া নেই; কেবল বর আসছে, বর আসছে। আবার সিঁথে ভর্তি দগদগে সিঁদুর পরেছে দেখ!

লীলা। পরব না? তার অকল্যাণ হবে যে।

রাসমণি। কার অকল্যাণ হবে? কে তোর বর?

লীলা। তাকে চেন না? দাদা চিনত, দাদার বন্ধু কিনা। সেই

যে গো, বাঁশীর মত নাক, চাঁপাফুলের মত রং, টানাটানা ভুরু, পটলচেরা দুটি চোখ। দেখনি? এই দেখ, আমার হাতে নিজে আংটি পরিয়ে দিয়ে গেছে।

রাসমণি। তাই ত রে, এ কার আংটি?

লীলা। বরের হাতের আংটি গো। লুকিয়ে রাখতে বলেছিল।

রাসমণি। ওমা, এ বলে কি? কে তোর বর?

লীলা। নাম কি বলতে পারি? দাদা জানে, সব দাদা জানে। পিসীমা, কোথায় গেল আমার দাদা? ওই পুকুরধার দিয়ে সেই যে চলে গেল, আর এল না। কবে আসবে পিসীমা?

রাসমণি। আর সে আসবে না।

লীলা। আসবে না? তোমাদের জামাই তাকে আনতে গেছে, তবু সে আসবে না? দাদা না এলে যে আমার বাসী বিয়ে হবে না। ঠিক, ঠিক, আসবে না; দাদা মরে গেছে, আমি তাকে মেরে ফেলেছি।

গর্গের প্রবেশ

গর্গ। লীলা, আজও খাওনি লীলা?

লীলা। না না না, খাব না আমি; ভাতে বিষ আছে। বিষমাখানো ভাত খেয়ে সুরভি মরেছে, দাদা মরেছে, আমি মরতে পারব না।

গর্গ। তোমার দাদা মরেনি লীলা।

লীলা। ও তুমি মিছে কথা বলছ। আমার জন্যে দাদা মরেছে। আমাকে একবাটি বিষ দিয়েছিল, দাদা আমাকে সে বিষ খেতে না দিয়ে সব নিজে খেয়ে মরে গেছে। খায়নি পিসীমা?

গর্গ। না রে, সে মরেনি; কবিরা কখনও মরে না। হাটে মাঠে ঘাটে সর্বত্র সকলের মুখে আজ তার নাম। সবাই তাকে চিনলে, শুধু আমার সৃষ্টিকে আমিই চিনতে পারলুম না। একি, তোমার হাতে এ কার আংটি? সিঁথেয় সিঁদুর—হাতে আংটি!

লীলা। এতদিন বের করিনি বাবা; সে বারণ করেছিল! আজ খুঁজে খুঁজে বের করেছি। আংটিটা তোমার জামাই দিয়েছে বাবা। দেখ ত, কেমন সুন্দর!

গর্গ। একি, এ যে যুবরাজের নাম! রাসমণি!

রাসমণি। আমি ত কিছু জানি না দাদা

মাধবের প্রবেশ

মাধব। আমি জানি কাকা। যুবরাজ যেদিন প্রথম এখানে এসেছিলেন, সেইদিন থেকেই আমি লক্ষ্য করেছি লীলার একমাত্র ধ্যানের বস্তু ওই বিচিত্রবল্লভ।

রাসমণি। সেকি!

গর্গ। রাসমণি! মাধব কি বলছে রাসমণি?

রাসমণি। ওরে মাধব, কি বলছিস তুই? আমি কি করলুম দাদা? নরকেও আমার ঠাঁই হবে না।

[প্রস্থান

মাধব। কঙ্ককে নিয়ে যুবরাজ যেদিন আবার এখানে এলেন, সেদিন দেখলুম, লীলা ছাড়া তাঁর মুখে কথা নেই।

গর্গ। তারপর?

মাধব। আপনি সংসার সম্বন্ধে উদাসীন, কঙ্কদাদা শিশুর মত বিষয়বুদ্ধিহীন, পিসীমাকে বললে হয়ত সব পণ্ড হয়ে যাবে; তাই

আপনাদের কাউকে না জানিয়ে আমি আমার বোনটির হাত যুবরাজের হাতে তুলে দিয়েছি। আশা ছিল, এর পর একদিন ঘটা করে আনুষ্ঠানিক বিবাহের আয়োজন করার। সব বানচাল হয়ে গেল আপনার ভুলের জন্য।

গর্গ। তাহলে লীলা-কক্ষের এ অপবাদ মিথ্যা! ওরে, আমি যে আমার নিজের হাতে গড়া সে দেবমূর্তিকে পদাঘাতে চূর্ণ করেছি। সে পায়ে ধরে কেঁদেছিল, আমি কর্ণপাত করিনি। যমের থাবা থেকে একটা শিশুকে এনে কত রঙীন আদর্শ দিয়ে রূপ দিয়েছিলুম, তার মুখের কথার চেয়ে বড় হলো দুর্লভ রায়ের কল্পিত কাহিনী! ওঃ— মাধব, ভাগ্যের হাতে গর্গের পরাজয়! নিষ্ঠাবনে হোমাগ্নি নিভে গেল!

লীলা। বাবা, আমার দাদা কখন আসবে?

গর্গ। আসবে না; আর আসবে না। দুর্ভাগ্য তার জন্ম থেকে থাবা পেতে বসেছিল, গর্গের ভয়ে এগুতে পারেনি। সে গর্গ মরে গেছে, এ তার অতীতের কঙ্কাল! দুর্ভাগ্য তার সৃষ্টিকে সুযোগ বুঝে বলি দিয়েছে। আসবে না, আর আসবে না।

লীলা। দাদা আর আসবে না বাবা? আমার বাসী বিয়ে হবে না? বাবা, তোমার চোখে জল কেন? আমি দাদার নাম করেছি বলে? আর করব না বাবা, আর করব না। পিসীমা, তুমি দাদাকে মেরো না। আমাকে মার, আমাকে মার। তার দোষ নেই, ওগো, এ আমার কপালের দোষ। [কপালে করাঘাত]

পল্লবের প্রবেশ

পল্লব। কাঁদিসনি মা, কাঁদিসনি। তোরও দোষ নয়, তারও দোষ নয়, সব দোষ আমাদের। গর্গ,—

গর্গ। দেখ পল্লব, দেখ; এত যার জ্ঞান ছিল, সে আজ জানে না, কি বলছে।

পল্লব। দেখেছি ভাই। এ আমাদেরই দোষ। ভগবান তার একটু শাস্তি দিয়েছেন, আরও অনেক বাকি। চোখের জল মুছে ফেল গর্গ। অপরাধী আমরা, আমরা কাঁদব; তুমি নগাধিরাজ হিমালয়ের মত তেমনি করে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাক। দুঃখ তোমায় ভয় দেখাবে, ভাগ্য তোমায় পরাভূত করবে? না গর্গ, তা হবে না। মাধব,—

মাধব। বাবা,—

পল্লব। হতভাগা ছেলে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মেয়েদের মত চোখের জল ফেলছ? কি শিখেছ তবে? গুরুদক্ষিণা দিতে হবে না? যাও, যেখান থেকে পার, কঙ্ককে নিয়ে এস। আর যে বিবাহের সূচনা করেছ, রাজকুমারকে এনে তা সম্পূর্ণ কর।

মাধব। বাবা, তোমার মধ্যে আজই প্রথম রাধামাধব শিরোমণিকে দেখতে পাচ্ছি। পায়ের ধূলো দাও বাবা। আমি তাঁদের না নিয়ে ফিরব না।

গর্গ। মাধব, জ্ঞাতির কর্তব্য করেছ তুমি। তোমার বাবা আর কাকা আমার উপর যত নির্যাতন করেছে, তুমি তার পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত করেছ। আমার সোনার কঙ্ক ধূলোকাদায় হারিয়ে গেছে। দিবি বাবা, খুঁজে এনে দিবি বাবা? বড় কাছে মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। মরার আগে তাকে যেন দেখে যেতে পাই।

পল্লব। পাবে গর্গ, তোমার কঙ্ককে তুমি অচিরেই দেখতে পাবে। তোমার হোমাগ্নি কখনও নিভতে পারে না; তাহলে কর্মযোগ মিথ্যা, পুরুষকার মিথ্যা। [প্রস্থান।

মাধব। ভাত খাওগে বোন, আমি তোমার দাদাকে আনতে যাচ্ছি।

লীলা। [নিম্নস্বরে] আর আমার বর ?

মাধব। সেও আসবে দিদি, কোন ভয় নেই। আমি যাব আর আসব।

[প্রস্থান।

গর্গ। আর কত কাঁদাবি মা ? কোন্ জন্মে ছেলে হয়ে তোকে কাঁদিয়েছিলুম, এ জন্মে কি তারই শোধ তুলছিস ? এখনও কি শাস্তি শেষ হয়নি মা ? আমি যে আর পারি না রে !

ঐরাবতের প্রবেশ

ঐরাবত। বর আসছে দিদিভাই, তোমার বর আসছে। বাবা-ঠাকুর, দেখ দেখ, দৌড়ে আসছে বোনাই, রাজার ছেলে কখনও ত দৌড়য়নি। এই পড়ছে, এই উঠছে, আবার ছুটছে।

লীলা। তুমি কে ? আমার ভাসুর বুঝি ?

ঐরাবত। আমায় চিনতে পাচ্ছ না দিদি ? আমি ঐবাবত।

লীলা। ইন্দ্রের হাতী ? বরকে পিঠে চড়িয়ে নিয়ে এলে বুঝি ? ওমা, আমার যে এখনও চুল বাঁধা হয়নি। [ঘোমটা তুলিয়া দিল]

বিচিত্র। [নেপথ্যে] লীলা ! লীলা ! আমি এসেছি।

লীলা। ওই গো, এসে পড়েছে। ও বাবা, আমি এখন কি করি ? সে যে আংটিটা লুকিয়ে রাখতে বলেছিল। কোথায় রাখি ?

বিচিত্রবল্লভের প্রবেশ

বিচিত্র। লীলা,—

লীলা। যাঃ—। [আংটি মুখে ফেলিয়া দিল]

বিচিত্র। কি খেলে লীলা? এযে হীরের আংটি!

গর্গ। অঁ্যা!

ঐরাবত। দিদিভাই, ও দিদিভাই, টলছ কেন?

বিচিত্র। আমায় ক্ষমা করবেন দেব, আপনার কন্যা আমার স্ত্রী।

[বিচিত্রবল্লভ লীলার মুখ হইতে আংটি বাহির করিলেন]

লীলা। আঃ—!

[লীলার পতনোন্মুখ দেহ বিচিত্রবল্লভ ধারণ করিলেন]

বিচিত্র ও গর্গ। লীলা,—

ঐরাবত। এ যে নীল হয়ে গেল। ও বাবাঠাকুর, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বল না, কবরেজকে ডাকব?

গর্গ। কি করবে কবরেজ? তার কাছে এর ওষুধ নেই। যেদিন মিথ্যা অপবাদের সহস্র তীক্ষ্ণ শর ওকে চারিদিক থেকে এসে বিদ্ধ করেছিল, সেদিনও বিস্মৃতি আসেনি, মৃত্যু মাথা গলাতে পারেনি। আমি যখন সে অপবাদে বিশ্বাস করে লগুড়াঘাত করলুম, তখনই ও মরে গেছে। ছিল শুধু একটা অস্থিচর্মসার দেহ। যেতে দাও বিচিত্র-বল্লভ। প্রতিশোধ যদি নিতে চাও, আমার উপর নাও। আমি তোমার স্ত্রীকে হত্যা করেছি।

ঐরাবত। তুমি মর, তুমি উচ্ছন্ন যাও। তুমি আমার দাদা-ঠাকুরকে তাড়িয়েছ, আমার দিদিভাইকে খুন করেছ তুমি। আমিও তোমাকে খুন করব।

বিচিত্র। ক্ষান্ত হও ভাই। স্বর্গের দেবী স্বর্গে চলে যাচ্ছে, এ পবিত্র বিদায়যাত্রার পথ নররক্তে কলঙ্কিত করো না। লীলা, তোমার দাদা আসছেন, তাঁকে কিছু বলবার নেই তোমার?

লীলা। দাদাকে বলো, আবার দেখা হবে ওই স্বর্গে। দেখ, কি সুন্দর সোনার রথ এসেছে। রথে কে বসে আছে জান? আমার মা। বাবা, দেখছ বাবা? আমি যাই, তোমরা এস। [ঢলিয়া পড়িল]

বিচিত্র। লীলা! লীলা! সব শেষ! ওঃ—

[লীলার মৃতদেহ তুলিয়া লইয়া প্রস্থান

ঐরাবত। বাবাঠাকুর,—

গর্গ। কাঁদিস না ঐরাবত। শবদাহের আয়োজন কর। কঙ্ক আসছে, মৃতদেহ দেখলে সে কেঁদে মরে যাবে। ভালই হয়েছে। এ সংসারে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুই ভাল। কি শক্তিহীন মানুষ! ভাগ্য তাকে নিয়ে পুতুলখেলা খেলে,—এই রাজা সাজায়, এই ভিখারীর সাজ পরিয়ে দেয়। আয় বাবা, আয়; জীবনে যাকে অপবাদ দিয়েছি, মৃত্যুর পর তাকে ঘৃতচন্দনে দাহ করব। আয়, আয়।

[ঐরাবতের হাত ধরিয়া প্রস্থান

———

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

গর্গের গৃহসম্মুখ

[নেপথ্যে শ্মশানযাত্রিগণ—বল হরি হরিবোল, বল হরি হরিবোল]

কঙ্কের দ্রুত প্রবেশ

কঙ্ক। কে গেল? কাকে মৃত্যু হরণ করলে? বুকটা এমন কচ্ছে কেন? পিতা, পিসীমা, লীলা,—

মাধুরীর প্রবেশ

মাধুরী। থমকে দাঁড়ালে কেন? চল।

কঙ্ক। একি, রাজকন্যা! আপনি এখানে? কার সঙ্গে এলেন?

মাধুরী। তোমার পিছে পিছেই আসছি। দাদা ছুটে চলে গেল তার বউকে দেখতে। আমি আর তুমি পেছনে পড়ে গেলুম।

কঙ্ক। আপনি এখানে কেন এলেন, তা ত বুঝতে পাচ্ছি না।

মাধুরী। সারাজীবন শুধু শাস্ত্রই পড়েছ, আর কিছুই পড়নি কবি। নিজেই শুধু গান গেয়েছ, আর কারও গান শোননি। চল, ঘরে চল, আজ আমি তোমায় গান শোনাব কবি।

কঙ্ক। ঘরে যেতে কেন পা উঠছে না? কি হলো? কেউ সাড়াও ত দিচ্ছে না। যুবরাজ কেন এমন করে ছুটে গেলেন রাজকুমারি? পিতা জীবিত আছেন ত? লীলার অসুখ করেনি ত?

সবাইকে কুশলে রাখ ঠাকুর, কারও যেন কোন অকল্যাণ না হয়। [নেপথ্যে—বল হরি হরিবোল] আঃ—বুকের ভেতরটায় এমন পাথর ভাঙ্গছে কেন? কে গেল? কে হারিয়ে গেল? পিতা, লীলা, ঐরাবত,—

গর্গের প্রবেশ

গর্গ। কঙ্ক এলি? কঙ্ক? এই যে। [জড়াইয়া ধরিলেন] আঃ—কেমন আছিস বাবা, বেঁচে আছিস ত? এত রোগা হয়েছিস কেন? খেতে পাসনি বাবা? ওরে, ও রাসমণি, কঙ্ক এসেছে। খেতে দে। [মাধুরীকে] তুমি কে মা?

মাধুরী। আমি আপনার পুত্রবধূ বাবা। [প্রণাম]

গর্গ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, ও আমি জানি। বড় দেরীতে এলি মা, আর কটা দিন আগে যদি আসতিস, তাহলে সুরভি মরত না, কঙ্ক পালাত না, লীলা—

কঙ্ক। কি করেছে লীলা? কোথায় লীলা?

গর্গ। [নীরবে উর্দ্ধে অঙ্গুলিনির্দেশ]

কঙ্ক। পিতা,—

মাধুরী। লীলা নেই?

গর্গ। আছে—স্বর্গে। যেখানে কেউ কাউকে মিথ্যা অপবাদ দেয় না, সেইখানে। চোখের জল ফেলিসনি তোরা। সে মরে বেঁচে গেছে, জুড়িয়েছে। তিনদিন খায়নি; শুধু "দাদা দাদা" বলে ডেকেছে।

কঙ্ক। আমি জানি, আমার নিশ্বাসে সব জ্বলে যাবে। আমি মরব, লীলার চিতার আগুন কি নিভে গেছে? আমি সেই চিতায়

পুড়ে মরব। পৃথিবীকে ভারমুক্ত করে যাব। লীলা, লীলা, বোনটি আমার, আমি তোর সঙ্গে যাব। [প্রস্থানোদ্যোগ]

পীরমহম্মদের প্রবেশ

পীরমহম্মদ। মরতে চাইলেই মরা যায় না পাগল। যার নির্দেশে রাজা হয় ফকির, ফকির হয় রাজা,—তারই হাতের ক্ষুদ্র ক্রীড়নক আমরা। সে আমাদের দিয়ে যা করায়, তাই আমরা করি। যাও বাবা, বৌমাকে নিয়ে ঘরে যাও।

কঙ্ক। যে ঘরে লীলা নেই, সে ঘরে আমি যাব না।

বিপ্রবল্লভের প্রবেশ

বিপ্রবল্লভ। যাও কঙ্ক, যাও। পথে পথে অনেক ঘুরেছ; এবার ঘরবাসী হও। তোমার কবিত্বের ঝঙ্কারে আকাশ বাতাস মুখরিত কর। আর কেউ কানে আঙ্গুল দেবে না। তোমার সাধনপথের কাঁকর-কাঁটা দাঁত দিয়ে তুলে নেবার জন্য এই দেবীকে তোমার হাতে দিয়ে গেলুম। পথ তোমার সুগম হোক, নিষ্কণ্টক হোক। [কঙ্কের হাতে মাধুরীকে তুলিয়া দিলেন] আবার আমি তীর্থে যাচ্ছি মা। দেখি, এবার যদি দেবদর্শন হয়।

মাধুরী। বাবা,—

[মাধুরী ও কঙ্ক বিপ্রবল্লভকে প্রণাম করিল]

বিপ্রবল্লভ। আজ থেকে ওই তোমার বাবা, আমি নই।

[গর্গকে দেখাইয়া দিয়া প্রস্থান

গর্গ। যাও কঙ্ক; বৌমা, যাও; রাসমণি শ্বশুরবাড়ী চলে গেছে। ঘরে সন্ধ্যাপ্রদীপ দিতে কেউ নেই। তোমরা সন্ধ্যাপ্রদীপ দিও।

লীলা তার বৌদির জন্য একখানা ডুরেল শাড়ি জমিয়ে রেখে গেছে। তুমি পরো মাধুরি। আমি এখান থেকেই চলে যাচ্ছি।

পীরমহম্মদ। চল দাদা, দুভাই মিলে বেরিয়ে পড়ি। আমি খোদাকে ডাকব, তুমি ভগবানকে ডাকবে। দেখি ভাগ্যের বলি এই অপয়া ছেলেটার গ্রহের ফের কাটে কিনা।

গর্গ। চল।

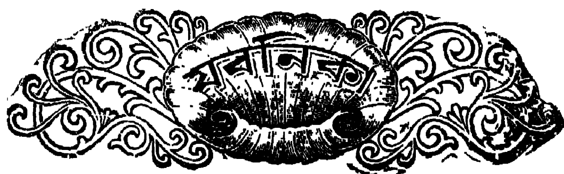
কঙ্ক ও মাধুরী। পিতা,—

পীরমহম্মদ। পিতাকে ভুলে গিয়ে পরম পিতাকে ডাক।

[গর্গ ও পীরমহম্মদের প্রস্থান

[কঙ্ক ও মাধুরী যুক্তকরে প্রণাম করিল]

———



শ্রীনন্দগোপাল রায়চৌধুরী প্রণীত ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক

ছিন্নশির

[সত্যম্বর অপেরায় সগৌরবে অভিনীত]

সাম্প্রদায়িকতার বিষে জর্জ্জরিত রাজস্থানের একটি মর্ম্মস্পর্শী আলেখ্য। কুটিলতার প্রতীক মূলরাজের জটিল চক্রান্ত, বন্ধু মূলরাজের প্রেরণায় সুচেতসিংহের তনোটদুর্গ আক্রমণ—জামাতা হত্যা ও তনোট ধ্বংস। নব-পরিণীতা গর্ভবতী ভ্রাতৃজায়াসহ নিরুপায় ঈশ্বরী রাওয়ের পলায়ন, বধূ কমলার চর্ম্মকারপল্লীতে আশ্রয়গ্রহণ, দেবরায়ের জন্ম। তারপর ?··· আহেরিয়া উৎসবের প্রতিযোগিতায় দেবরায়ের শ্রেষ্ঠত্বলাভ, বারাহারাজ-কন্যা কাঁকন বাঈয়ের প্রতিজ্ঞাপালন ও অসাধ্যসাধন। দেবরায়ের পিতৃ-অধিকার, পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ প্রভৃতি। মূল্য ২·৫০ টাকা।

শ্রীআনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত রোমাঞ্চকর কাল্পনিক নাটক

সত্যের জয় (আলোকতীর্থ)

[নবরঞ্জন অপেরায় ও নিউ ভাণ্ডারী অপেরায় অভিনীত]

রামগড়রাজ বিক্রমসিংহের অন্তিম সত্য ও শপথ ; রাজকুমারী অঞ্জলির রাজ্য গ্রাস করার জন্য অভিভাবক মহামাত্য প্রতাপ রায়ের চক্রান্ত ও স্বীয় পুত্রের সহিত বিবাহ দেওয়ার ষড়যন্ত্র। বিদেশী রাজা অরিসিংহের রাজকুমারীকে অপহরণের প্রচেষ্টা, অসহায় দেবীসিংহের নির্যাতন, জন্মভূমি ত্যাগ, রাজকুমারীকে কৌশলে বন্দী করিয়া শয়তানের কার্যসিদ্ধির আয়োজন। দেবীসিংহ কর্তৃক সমস্ত চক্রান্ত ব্যর্থ, রাজকুমারীর উদ্ধার ও বাঞ্ছিত সহ মিলন। অভূতপূর্ব চমকপ্রদ নাটক। মূল্য ২·৫০ টাকা।

নাট্যভারতী শ্রীকানাইলাল শীল প্রণীত নূতন পৌরাণিক নাটক

রামরাজ্য

[আর্য্য অপেরায় সগৌরবে অভিনীত]

রামরাজত্বের প্রধানতম ঘটনার বিবরণ, রাজ্যে অকালমরণ, গণ আন্দোলন, তৎপ্রতিকারার্থে শূদ্রতপস্বী শম্বুকসংহার, সীতার বনবাস, রামচন্দ্রের অশ্বমেধ, লবকুশের যুদ্ধ, শম্বুক-পত্নী তুঙ্গভদ্রার আশ্চর্য্য প্রতিহিংসা, সীতার পাতাল প্রবেশ প্রভৃতি ঘটনা নাট্যকারের ঐন্দ্রজালিক লেখনীস্পর্শে সঞ্জীবিত। এরূপ করুণ রসাত্মক নাটক যাত্রাজগতে দুর্লভ। মূল্য ২·৫০ টাকা